CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 10 December 2021 ■ আগরতলা ১০ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ■ ২৩ অগ্রহায়ন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বন্‌ধের দিনে কোর্টে ঢুকে বিচারকের কাজে বাধা

বিলোনিয়ায় তিন বাম নেতাকে জেল জরিমানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৯ ডিসেম্বর।। বনধ্-এর নামে আদালতে সন্ত্রাস করার অভিযোগে বিলোনিয়া দোর্দন্ড প্রতাপশালী কমরেড হিসেবে পরিচিত তাপস দত্ত, ত্রিলোকেশ সিনহা ও বাবুল দেবনাথকে বিলোনিয়া নিম্ন আদালত দুই বছরের জেলের সাজা সহ আর্থিক জরিমানা করে।

যদিও বা পরবর্তী সময়ে বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা আদালতে জামিনের আবেদন জানান সাজাপ্রাপ্ত কমরেডরা। জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক সাজাপ্রাপ্ত কমরেডদের আবেদন মূলে জামিন মঞ্জুর করেন। ঘটনা ২০১৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর ৫টি বামপন্থী সংগঠনের ডাকে সারা ভারত বনধ্ ডাকা হয়েছিল। দোকানপাট ভাঙচুর থেকে শুরু করে লুটপাট সবকিছু হয়েছিল। কিন্তু বামপন্থীদের ভয়ে কেউ তৎকালীন সময়ে মুখ খুলতে পারেনি। বামপন্থীরা এতটাই উগ্র হয়ে গিয়েছিল যে অফিস আদালত থেকে শুরু করে কোনকিছু বাদ ছিল না তাদের সন্ত্রাসের কার্যকলাপ থেকে। তারই নিদর্শন দেখতে পেয়েছিল বিলোনিয়া শহরবাসী। বলা বাহুল্য ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম কোন বিচারককে এভাবে হেনস্থা হতে হয়েছিল বনধ্‌কে কেন্দ্র করে। বনধ্ সফল করার জন্য আদালতের কাজে বাধাদান করতে গিয়ে, বিচারপতি রুহি দাস পালকে হেনস্তা করে ওরা। রুহিদাস পাল তৎকালীন সময়ের জেলা ও দায়রা জজ আদালরে বিচারপতি ছিলেন। সিপিআইএম দলের বিলোনিয়া বিভাগীয় সম্পাদক তাপস দত্ত, ত্রিলোকেশ সিনহা ও বাবুল দেবনাথ এর নামে তিনি বিলোনিয়া থানাতে মামলা রুজু করেন যে মামলার নম্বর ছিল ১১৩/২০১৫।

মামলাটির নাম্বার ছিল ১১৩ /২০১৫ আইও হিসেবে নিযুক্ত হন বিলোনিয়া থানার এসআই শংকর সাহা। টানা ছয় বছর এ মামলাটি চলে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ওমিক্রন

আন্তর্জাতিক উড়ানে বিধিনিষেধের মেয়াদ বেড়ে ৩১ জানুয়ারি

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স)।। বিভিন্ন দেশে ওমিক্রন সংক্রমণের জেরে যাত্রীবাহী আন্তর্জাতিক উড়ানে নিষেধাজ্ঞা বাড়ল আগামী বছরের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার ডিরেক্টরেট জেনারেল অব সিভিল অ্যাভিয়েশন (ডিজিসিএ)-এর তরফে এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

ডিজিসিএ-র নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, '২৬ নভেম্বর প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির আংশিক সংশোধন করে ভারত থেকে আন্তর্জাতিক যাত্রী উড়ান পরিষেবার উপর স্থগিতাদেশের মেয়াদ ২০২২ সালে ৩১ জানুয়ারি রাত ১১টা ৫৯মিনিট পর্যন্ত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।'

তবে পণ্যবাহী উড়ান এবং ডিজিসিএ-র বিশেষ ছাড়পত্র পাওয়া আন্তর্জাতিক যাত্রী উড়ানের ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না।

প্রসঙ্গত, ২৬ নভেম্বরের ওই নির্দেশিকায় আগামী ১৫ ডিসেম্বর থেকে নিয়মিত আন্তর্জাতিক উড়ান চালু করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সুপারিশ মেনে ১৪টি দেশে 'আপাতত' বিমান যাতায়াত করবে না বলে জানানো হয়েছিল। কিন্তু ওমিক্রন নিয়ে উদ্বেগের কারণে গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক ১৫ ডিসেম্বর থেকে আন্তর্জাতিক উড়ান চালু না করার সিদ্ধান্ত নেয়।

হেলিকপ্টার দূর্ঘটনায় প্রয়াত সেনা আধিকারীকদের শেষ শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি-ট্যুইটার

দিল্লি পৌঁছল ১৩ জনের মরদেহ, শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী সহ বিশিষ্টজনেরা

হেলিকপ্টার দূর্ঘটনার দ্রুত তদন্ত কমিটি গড়ে সত্য উন্মোচনের প্রতিশ্রুতি দিলেন স্বরাষ্টমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর (হি. স.)।। তামিলনাড়ু-কর্ণাটক সীমানায় ঘটা এমআই-১৭ চপার দুর্ঘটনায় মৃতদের শ্রদ্ধা জানিয়ে সংসদে বিবৃতি দিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। দ্রুত তদন্ত কমিটি গড়ে সত্য উন্মোচনের প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি। একইসঙ্গে, সেনা সর্বাধিনায়ক বিপিন রাওয়াত-সহ নিহতদের সম্মানে বৃহস্পতিবার সংসদে সমস্ত বিক্ষোভ কর্মসূচী স্থগিত করার কথা ঘোষণা করেছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি।

গতকালই দেশ হারিয়েছে চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াতকে। তামিলনাড়ুর কুন্নুরে বায়ুসেনার এমআই-১৭ হেলিকপ্টার ভেঙে পড়েছিল। এই ঘটনায় জেনারেল রাওয়াত, তাঁর স্ত্রী মধুলিকা সহ ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আজ লোকসভা বিপিন রাওয়াত, তাঁর স্ত্রী এবং অন্যান্য কর্মীদের মৃত্যুতে দুই মিনিটের নীরবতা পালন করে। এদিন সংসদে এই দুঃখজনক ঘটনা সম্পর্কে বিবৃতি দিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। লোকসভায় তিনি বলেছেন, ৮ ডিসেম্বর জেনারেল বিপিন রাওয়াত, তাঁর স্ত্রী মধুলিকা ও সেনার আরও কয়েকজন আধিকারিকের মর্মান্তিক মৃত্যু সম্পর্কে অবগত করতে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াত ডিফেন্স সার্ভিসের ওয়েলিংটনের পড়ুয়াদের সঙ্গে কথোপকথনের জন্য নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী সফর করছিলেন। বায়ুসেনার এমআই-১৭বি-৫ হেলিকপ্টারে বুধবার সকাল ১১ টা ৪৮ মিনিটে সুলুর এয়ারবেস থেকে রওনা দিয়েছিলেন তিনি। সোয়া বারোটা নাগাদ ওয়েলিংটনে কপ্টারের অবতরণের কথা ছিল। সুলুর এয়ার বেস ১২ টা ৮ মিনিট নাগাদ কপ্টারের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গুজরাটে শিক্ষামূলক ভ্রমণে গিয়ে অব্যবস্থার অভিযোগ করলেন বিধায়ক পরিমল দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। গুজরাতে শিক্ষামূলক ভ্রমণে গিয়ে অব্যবস্থার অভিযোগ করলেন ত্রিপুরার বিজেপি বিধায়ক পরিমল দেববর্মা। বিধায়ক পরিমলদা বোমাসহ ৭ জন বিধায়ক শিক্ষামূলক ভ্রমণে গিয়েছিলেন গুজরাটে। শিক্ষামূলক ভ্রমণে গিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা তিনি ফেসবুকে পোস্ট করেন। তাতে রীতিমতো বিতর্কে জ্বর বইতে শুরু করেছে। বিজেপি শাসিত গুজরাতে আরেক বিজেপি শাসিত রাজ্য ত্রিপুরার ৭ বিধায়ককে উপযুক্ত মর্যাদা না দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন বিধায়ক পরিমল দেববর্মা। তিনি ফেসবুকে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন।

বিজেপি শাসিত গুজরাতে শিক্ষামূলক ভ্রমণে গিয়ে অব্যবস্থার অভিযোগে সরব ত্রিপুরার বিজেপি বিধায়ক ঘটনা সামনে আসতেই কটাক্ষ করতে দেরি করেনি বিরোধীরা। ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষের সাফাই, প্রোটোকল অফিসারের সঙ্গে কমিউনিকেশন গ্যাপের কারণে সমস্যা হয়েছিল। যোগাযোগ করার পর তা মিটে গিয়েছে। আমবাসার বিধায়ক লিখেছেন, আমরা ত্রিপুরা বিধানসভার এস্টিমেট কমিটির সদস্যরা গুজরাতে এসেছি। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, বলতে খারাপ লাগছে, আমদাবাদ পৌঁছনোর পর রাত্রিবাসের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেখানে রাতে থাকার মতো কোনও ভাল ব্যবস্থা বা খাবার নেই। আমবাসার বিজেপি বিধায়কের অভিযোগ, গুজরাত সরকারের তরফে ত্রিপুরার জনপ্রতিনিধিদের জন্য সার্কিট হাউসে যে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করা হয়, তা মোটেও ভাল ছিল না। বিধায়ক পরিমল দেববর্মা জানিয়েছেন, পৌঁছনোর পর থেকেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গিরিকন্দরে মিলছেনা পরিশ্রুত পানীয় জল গণহারে আক্রান্ত হচ্ছেন পেটের অসুখে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরও পরিস্রুত পানীয় জলের অভাবে অপরিস্রুত পানীয় জল পান করে নানা জলবাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন গিরিকন্দরে বসবাসকারী উপজাতি অংশের মানুষজন। দেশ স্বাধীন হওয়ার ৭৪ বছর অতিক্রান্ত হলেও প্রত্যন্ত এলাকাবাসীদের পানীয় জলের সমস্যা ঘুছল না।

বর্তমানেও উপজাতি গিরিবাসীরা ছড়া কিংবা লুঙ্গা থেকে জল সংগ্রহ করতে বাধ্য হয়। অপরিশোধিত জল জল পান করে জলের পিপাসা মেটাতে হয়। এ ধরনের একটি ঘটনা নজরে এসেছে তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের বিলাইহাম রিয়াং চৌধুরীপাড়া এলাকায়। তেলিয়ামুড়া শহর থেকে প্রায় ১৮ কিলোমিটার দূরে এলাকাটির অবস্থান। এলাকায় প্রায় শতাধিক উপজাতি রিয়াং পরিবারের বসবাস। মুঙ্গিয়াকামি আরডি ব্লকের তুই করমা এডিসি ভিলেজে অবস্থিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষার বেসরকারীকরণের অভিযোগ এনে শিক্ষা ভবনের সামনে বিক্ষোভ এআইডিএসও'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। শিক্ষাক্ষেত্রকে বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে শিক্ষা ভবনের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভে শামিল হয় অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্ট অরগানাইজেশন। রাজ্য সরকার শিক্ষাব্যবস্থাকে বেসরকারিকরণের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্ট অরগানাইজেশন। সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে বৃহস্পতিবার আগরতলায় শিক্ষা ভবনের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

প্রতিবাদ বিক্ষোভ স্থল থেকে সংগঠনের এক প্রতিনিধি দল শিক্ষা অধিকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দাবি সনদ তুলে দেন। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি মৃদুল কান্তি সরকার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন রাজ্য সরকার শিক্ষা কেন্দ্রকে বেসরকারিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ করা হলে রাজ্যের ছেলেমেয়েরা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হবে এবং শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। অবিলম্বে রাজ্য সরকারকে এই সর্বনাশা পথ থেকে দূরে সরে আসার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়। অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্ট অরগানাইজেশনের রাজ্য সভাপতি আরো বলেন কোন অজুহাতেই শিক্ষাকে বেসরকারি পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়া যাবে না। রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজভবন অভিযান করবে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। ১৫ দফা দাবিতে আগামী ৫ জানুয়ারি রাজভবন অভিযান করবে তৃণমূল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির কনভেনার সুবল ভৌমিক নিজ বাসভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান। রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি সহ মোট ১৫ দফা দাবিতে রাজভবন অভিযান এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

রাজভবন অভিযানের সামিল হওয়ার জন্য রাজ্যের সর্বস্তরের নেতাকর্মী সমর্থকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির কনভেনার সুবল ভৌমিক। বৃহস্পতিবার নিজ বাস ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুর নিগমের মেয়র পদে দায়িত্ব নিলেন দীপক মজুমদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। আগরতলা পুর নিগমের মেয়র হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে বৃহস্পতিবার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন দীপক কুমার মজুমদার। বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ডক্টর মানিক সাহার দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি বৃহস্পতিবার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। নতুন আঙ্গিকে পথচলার শুরু করল আগরতলা পুরনিগম। ৫১ আসন বিশিষ্ট আগরতলা পুর নিগমের সবকটি আসন জয় করে পুর নিগমের দায়িত্ব গ্রহণ করল বিজেপি।

পুরো নিগমের মেয়র হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন দীপক কুমার মজুমদার। তিনি এর আগে আগরতলা পৌর পরিষদের পুর পিতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। স্বাভাবিক কারণেই পুর প্রশাসন পরিচালনা করার মত

অভিজ্ঞতা রয়েছে দীপক বাবুর। বৃহস্পতিবার পৌর নিগমের প্রধান কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন পুর নিগমের মেয়র দীপক কুমার মজুমদার। দায়িত্বভার গ্রহণ করার সময় তার সঙ্গে ছিলেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ডক্টর মানিক সাহা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পুর নিগমের নবনিযুক্ত মেয়র দীপক কুমার মজুমদার বলেন, বিগত ২৫ বছরে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশে গুচ্ছ সুযোগ সম্প্রসারণের পাশাপাশি আনা হয়েছে সরলীকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরায় শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশে বহুমুখী পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। শিল্পবান্ধব ও বিনিয়োগ উপযোগী পরিমণ্ডল সুনিশ্চিতকরণে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করছে সরকার। শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশে গুচ্ছ সুযোগ সম্প্রসারণের পাশাপাশি বেশ কিছু ক্ষেত্রে আনা হয়েছে সরলীকরণ। আজ বৃহস্পতিবার প্রজ্ঞাভবনে 'ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা - ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১'-এর উদ্বোধন করে কথাগুলি বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এই প্রথম এ ধরনের বিনিয়োগ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। ইনভেস্টমেন্ট সামিটের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বিনিয়োগকারীদের সুবিধার জন্য ত্রিপুরায় শিল্প পরিকাঠামোর অনুকূল পরিবেশ ও বাণিজ্যিক নিরাপত্তা প্রদানে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করছে সরকার। গতানুগতিক বাণিজ্যের ঊর্ধে ওঠে সঠিক শিল্পক্ষেত্রের চয়ন এবং এতে বিনিয়োগের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ও নতুন নতুন পন্থায় শিল্প বিকাশের বিশাল সুযোগ রয়েছে ত্রিপুরায়। ত্রিপুরার শিল্প সম্ভাবনাময় দিকগুলি ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে বিনিয়োগ করার লক্ষ্যে শিল্পপতিদের আহ্বান করেন তিনি। ইনভেস্টমেন্ট সামিটের দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিল্পপতি ও বিনিয়োগকারীদের সাথে মতবিনিময়ও করেন মুখ্যমন্ত্রী।

বৃহস্পতিবার প্রজ্ঞাভবনে 'ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা - ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১'-এর উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

এদিন তিনি বলেন, বর্তমানে সঠিক ব্যবস্থাপনায় কার্য সম্পাদন এবং পরিকল্পনা রূপায়ণের দ্রুততার নিরিখে বেসরকারি ক্ষেত্রগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে ত্রিপুরা সরকার। পূর্বোত্তরের রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরায় পৌঁছে যাওয়া প্রথম সূর্যকিরণের মতো বাণিজ্যিক সূর্যোদয়ের উপরও মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর দাবি, গতানুগতিক বাণিজ্য প্রবণতার বাইরে ত্রিপুরার বিভিন্ন সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে আত্মপরিচিতির পাশাপাশি অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা সম্ভব। শিল্পের প্রসার ও বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে সার্বিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে ত্রিপুরা সরকার। শিল্প বিকাশে বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেশ কিছু ক্ষেত্রে সরলীকরণ ও শিথিলতা এনেছে রাজ্য সরকার। তাঁর কথায়, ক্ষুদ্র থেকে ভারী শিল্প সমস্ত ক্ষেত্রের বিকাশে গুচ্ছ পরিকল্পনা সফলভাবে রূপায়িত হচ্ছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৬৫ ▫ ১০ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ▫২৩ অগ্রহায়ণ ▫ শুক্রবার ▫১৪২৮ বঙ্গাব্দ

গিরি কন্দরে তৃষ্ণার্তদের হাহাকার

জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান হার প্রকৃতির ওপর রীতিমতো মারাত্মক প্রভাব ফেলিতে শুরু করিয়াছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়া একদিকে যেমন খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, ঠিক তেমনি মানুষ যাহাতে সুস্থ জীবন যাপন করিতে পারে তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে। প্রকৃতির অন্যতম সৃষ্টি মানুষ। আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও নিজেদের চিন্তাধারাকে কাজে লাগাইয়া মানুষ বিবর্তনের যুগের অনেক অগ্রসর হইয়াছে। বিবর্তনের এই অগ্রগমনকে যথাযথভাবে কাজে লাগাইতে মানুষের নিরন্তর প্রয়াস অব্যাহত রহিয়াছে।ভারত এমন একটা দেশ যেখানে ঈশ্বরের আশীর্বাদে খাদ্য,জল ইত্যাদি কোনোকিছুর অভাব নাই। সচেতনতার অভাবে ভারতের ভবিষ্যত প্রজন্ম সমস্যায় পড়িতে চলিতেছে। ভারতে যেভাবে অকারণে জলের অপচয় করা হয়, এভাবে চলিতে থাকিলে সেদিন আর দূরে নাই যখন জলের জন্য গৃহ যুদ্ধ শুরু হইবে।এমনিতেই বড় বড় শহরগুলির পরিস্থিতি এমন যে পানীয় জল না কিনিলে উপায় নাই। আর বিদেশি কোম্পানিগুলি সেই সুযোগ নিয়া ব্যাপকভাবে লুট চালাইতেছে।। যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের যে নদী বহিয়া চলিতেছে সেগুলিও ধীরে ধীরে শুকাইয়া যাইতে শুরু করিয়াছে। ভারতের ইতিহাস দেখিলে বোঝা যায়, সচেতনতার অভাবে ইতিমধ্যে ভারতের অনেকে নদী আজ বিলুপ্ত। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার নদীগুলিকে রক্ষার জন্য বেশকিছু প্রকল্প চালু করিয়াছে। একই সাথে সরকার দেশের বড় নদীগুলিকে জুড়িয়া দিয়া সবথেকে বড় কৃত্রিম নদী তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। এর জন্য সরকার ৮৭ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। সরকার আগের বছর থেকে এই পরিকল্পনার উপর হাত দিয়াছে এবং প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রকল্পকে মঞ্জুরি দিয়াছেন। সরকার বিজ্ঞানী ও আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা করিয়া কৃত্রিম নদী নির্মানের উপর কাজে নামিয়াছে। ইতিমধ্যে মধ্যপ্রদেশে সরকার এই প্রকল্পের প্রাথমিক কাজ শুরু করিয়াছে।এর জন্য ৩০০০ বড় বাঁধ এবং ৩৭ প্রাকৃতিক নদীর গতিপথকে পরিবর্তন করা হইবে। রিভার লিঙ্কিংয়ের ফলে জলসঙ্কট মিটাইবার সাথে সাথে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজে লাভ পাওয়া যাইবে। রাজ্যগুলি এই প্রজেক্টের জন্য সহমত প্রকাশ করিয়াছে। টেকনিক্যাল কাজ শুরু হইয়াছে। দ্রুত কাজ শেষ হইয়ার কথা রহিয়াছে। যাহার পর ভারতে থাকিবে বিশ্বের সবথেকে বড় কৃত্রিম নদী। উল্লেখ্য, ভারতের নদীগুলি মূলত পশ্চিম থেকে পূর্বের দিকে প্রবাহমান। এরফলে একদিকে পূর্বের বহু জায়গায় যেমন বন্যা দেখা যায়, তেমনি পশ্চিমের অনেক স্থানে জলসঙ্কটে খরা হয়। রিভারলিঙ্কিং এর মাধ্যমে বন্যার অতিরিক্ত জলকে খরাপ্রবন এলকায় রাখা সম্ভব হইবে। এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে সমস্যা কিছুটা হইলেও সমাধান করা সম্ভব হইবে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে প্রাকৃতিক ভাবে যে জলধারা আমাদেরকে জল উপহার দিতেছে সেগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হইবে। কেননা কৃত্তিম পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আমরা যতই রিভার লিংক তৈরী করিবার চেষ্টা করিনা কেন বাস্তবের প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করিয়া তাহা কতখানি সার্থক রূপ লাভ করিবে তানিয়া কিন্তু প্রশ্ন থাকিয়াই যাইবে। এজন্য প্রয়োজন প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখা। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হইবার ফলশ্রুতিতেই নদীগুলি নির্দিষ্ট ধারায় প্রবাহিত হইতেছে না। শুধু তাই নয়, প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারাইয়া ফেলিবার কারণে সঠিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইতেছে না। বৃষ্টিপাত কম হইলে নদী-নালা ছড়া সহ সর্বত্রই জলের পরিমাণ কম থাকে। শুধু তাই নয়, জলস্তর অনেক নিচে নামিয়া যায়। জলস্তর নিচে নামিয়ে গেলে পরিস্রুত পানীয় জলের উৎস তৈরি করা কষ্টকর হইয়া উঠে। প্রকৃতপক্ষে সবকিছুই নির্ভর করিতেছে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের উপর। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখিতে হইলে প্রকৃতির উপর অনাচার অত্যাচার নির্যাতন কমাইতে হইবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিস্রুত পানীয় জলের নিশ্চয়তা দিতে আমাদেরকে আরো সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। অন্যতায় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পরিস্রুত পানীয় জলের অভাবে মৃত্যুকূলে ধাবিত হতে বাধ্য হইবে। ইহার দায় আমরা কোনভাবেই অস্বীকার করিতে পারিব না।

কুন্নুড় জেলাতে উদ্ধার বিপিন রাওয়াতের দুর্ঘটনা গ্রস্ত কপ্টারের ব্ল্যাক বক্স

কুন্নুর, ৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : তামিলনাড়ু ও কর্ণাটক সীমান্তে কুন্নুর জেলাতে বিপিন রাওয়াতের ভেঙে পড়া কপ্টারের ব্ল্যাক বক্স উদ্ধার হল। দুর্ঘটনার ২২ ঘন্টা পর উদ্ধার হল ব্ল্যাকবক্স। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য এই উদ্ধার হওয়া ব্ল্যাকবক্সের ডেটা পরীক্ষা করেই জানা যাবে দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ। দুর্ঘটনা ঘটার আগে ১৫ থেকে ২০ ফুট উচ্চতায় আগুনের শিখা পৌঁছে যায় কপ্টারের। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় সস্ত্রীক বিপিন রাওয়াতের। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১৩ জনের। জানা গিয়েছে, কুন্নুরের দুর্ঘটনাগ্রস্ত এলাকার ৩০০ মিটারের মধ্যে উদ্ধার করা গিয়েছে ব্ল্যাকবক্স। খুব দ্রুতই উদ্ধার করা হবে সমস্ত ডেটা। বুধবার দুপুর ১২ টা ৪০ নাগাদ তামিলনাড়ুর কুন্নুড়ে নীলগিরির জঙ্গলে ওই এম আই-১৭ চপারটি ভেঙে পড়ে। ওই চপারে বিপিন রাওয়াত ছাড়াও আরও ১৪ জন সেনার উচ্চপদস্থ কর্তা ছিলেন। নয়া দিল্লির তরফ থেকে এই ঘটনা ঘটার কিছুক্ষণ পরেই ওই দুর্ঘটনাগ্রস্থ চপারে যে ১৪ জন উপস্থিত ছিলেন তাঁদের নাম উল্লেখ করে একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়। সেই তালিকা অনুসারে জানা যায় চপারটিতে ছিলেন, লেফটেন্যান্ট কর্নেল হরজিন্দর সিং, লান্সনায়েক গুরুসেবক সিং, লান্সনায়েক জিতেন্দ্র কুমার, লান্সনায়েক বিবেক কুমার, লান্সনায়েক বি সাই তেজা এবং হাবিলদার সৎপাল, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এল এস লিড্ডার।

বিএসএফের বিরুদ্ধে মমতার প্রচার নিয়ে ফের সরব শুভেন্দু

কলকাতা, ৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : বিএসএফ-এর বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচার নিয়ে ফের সরব হলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ সম্পর্কে রাজ্যবাসীকে সতর্ক করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার এই সতর্কবার্তা দেন তিনি। এ ছাড়া সম্প্রতি নাগাল্যান্ডে সেনাদের গুলিতে ১৫ নিরীহ গ্রামবাসীর মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদও জানিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার শুভেন্দুবাবু টুইটারে লিখেছেন, "তিনি বারবার অপরাধ করছেন, ইচ্ছাকৃতভাবে বিএসএফ এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। অনুগ্রহ করে প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ করুন এটিকে বিবেচনা করার জন্য। রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর অনুগ্রহ করে বিষয়টি রাষ্ট্রপতি ভবনকে জানান।" অপর টুইটে লিখেছেন, "আমি আশ্চর্য হচ্ছি যে, একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, ভারতের সংবিধানের প্রতি সত্যিকারের বিশ্বাস এবং আনুগত্য রাখতে এবং ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতাকে সমুন্নত রাখার কথায় যিনি শপথ নিয়েছেন, বারবার বিএসএফ-কে অপদস্ত করতে পারে। বিএসএফ ঠিক সেটাই করে যার জন্য তাঁদের নিযুক্ত করা হয়েছে।" এই সঙ্গে মঙ্গলবার উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে রাজ্যের প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর সংশ্লিষ্ট বক্তৃতার ভিডিও যুক্ত করেছেন শুভেন্দুবাবু। তাতে মমতা বলেন, "রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের, বিএসএফের নয়। তাদের দায়িত্ব সীমান্ত রক্ষা করা। কিন্তু বিএসএফ এখতিয়ারের বাইরে গিয়ে এখন সীমান্ত এলাকায় গ্রামগুলোর ভেতর ঢুকে পড়ছে। সীমান্তের ১৫ কিলোমিটার এলাকায় টহল দেওয়ার কথা থাকলেও বিএসএফ এখন তা মানছে না। আমাদের সীমান্তবর্তী জেলা মালদহ, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের মানুষ এবং প্রশাসনকে আরও সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, বিএসএফ তাদের এখতিয়ার লঙ্ঘন করে ঢুকে পড়ছে আমাদের সীমান্ত এলাকায়। অত্যাচার চালাচ্ছে। তাই এ ব্যাপারে আমাদের রাজ্যের পুলিশ ও প্রশাসনকে আরও সতর্ক হতে হবে।"

ছাত্র সমাজের প্রতি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহ্বান

ড. বিমল কুমার শীট

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর শেষ বয়সেও কোনো এক স্থানে বা প্রদেশে নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে তিনি সাড়া দিয়েছেন। ছাত্র সমাজ ও মহিলাদের সামনে তার বক্তব্য রেখেছেন। তার বক্তব্য ছিল বিচিত্রগামী এবং বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ছাত্ররা বহক্রোশ পায়ে হেঁটেএসে সভাস্থলে উপস্থিত হতেন কবির অমুতবাণী শ্রবণ করার জন্য। আর এই অমৃতবাণী ছিল ছাত্রদের ভবিষ্যৎ চলার পথের পাথেয়।

শ্রীনিকেতনের নিবেদিতপ্রাণ সেবক লেনার্ড এমলহার্স্ট বহুদিন কবির ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন। কবি যা বলতেন, যে কাজ করতেন, যা কিছু ভাবতেন সবই এমলহার্স্ট লিখে রাখতেন নিষ্ঠার সঙ্গে। তিনি ভেবেছিলেন এইসব খসড়া উপকররেণ সাহায্যে কবির একটি সামগ্রিক জীবনী রচনা করা সম্ভব হয়ে। কিন্তু লিখতে বসে তিনি হতাশ হলেন, উপলইব্ধ করলেন কবির অজস্র ভাবধারা এবং কর্মের অসাধরণ বৈচিত্র্য একটি জীবনীর মধ্যে রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। কবিজীবনী লেখা তাঁর আর সম্ভব নয়। কবিজীবনী লেখা তাঁর আর সম্ভব হল না এলমহার্স্টের এই উপলব্ধি তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যে পাওয়া যাবে।

মহাকবির বিরাট প্রতিভার ঐশ্চর্য নানা ঘটনায় পরিবেশে ও ভাষণে দীপ্ত হয়ে উঠতে দেখা যায়। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন স্বাধীনতা আগত প্রায়। স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব। কিন্তু তাঁকরেক্ষা করা কঠিন। দেশের দারিদ্র্য, অশিক্ষা, উচ্ছৃঙ্খলতা, সামাজিক কুসংস্কার প্রভৃতি প্রকৃত স্বাধীনতার পরিপন্থী। তাই কবি নানা সভা সমিতিতে স্বাধীনতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করারার জন্য প্রস্তুতির আহ্বান জানিয়েছেন। বোম্বাই শহরে ছাত্রদের সভায় তিনি বলেছিলেন, আমাদের স্বাধীনতা যেন শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতাতে পর্যবসিত না হয়। মননের এবং চরিত্রবলের সাহায্যেই যেন স্বাধীনতার মূল্য সৎসাহস। এই সৎসাহকের দ্বারাই সকল অন্যায়কে পরাজতি করতে হবে। তরুণরাই স্বাধীনতার অগ্রদূত। ১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দির প্রবেশ-উৎসবে অনুষ্ঠানের আয়োজন বিভিন্ন অঞ্চল হয়ে প্রায় দু'হাজার ছাত্র মেদিনীপুরে পৌঁছেছিল। অনেকে প্রায় ৮০ মাইল দূর থেকে পায়ে

হেঁটে এসেছিল। অনেক দরিদ্র ছাত্র চাল ও ডাল সঙ্গে এনেছিল এবং নিজেদের খাদ্য নিজেরাই রান্না করেছিল। রবীন্দ্রনাথকে টাকার তোড়া উপহার দেবার জন্য ছাত্রগণ টাদা সংগ্রহ করেছিল। ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, স্যার যদুনাথ সরকার, বিআর সেন (মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্টে), মহিষাদলের কুমার দেবপ্রসাদ গর্গ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষিতিমোহন সেন, মি. কৃ কৃপালনী প্রমুখ। ১৭ ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহিলা ও ছাত্র সভায় বক্তৃতা দেন। মেদিনীপুরের

জ্যোতি ঘোষের বাড়ির সামনে ছাত্রদের বিরাট সভায় ভাষণ দেন। তিনি বলেন, "কর্মকে যথার্থভাবে সুসম্পন্ন করবার জন্য ছাত্রদের ভিতর যে আশ্চর্য অধ্যাবসায় দেখা গেল সে আমার চিরকাল মনে থাকবে। তার একটা বিশেষ কারণ আছে। আমি তোমাদের সঙ্গে অর্থাৎ এই জেলার ছাত্রবৃন্দের সঙ্গে সুপরিচিত নই। তোমাদিগকে এই আমি প্রথম দেখলুম এবং এই একটি বৃহৎ কর্মানুষ্ঠান উপলক্ষে দেখলুম তোমাদের আগ্রহ, ত্যাগ ও অধ্যাবসায়। দেখে আমি খুব আশান্বিত হয়েছি, এখানকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। কিন্তু দক্ষিণ বঙ্গের ছাত্রদের সম্বন্ধে গুরুতর উদ্বেগের কারণ মনে জন্মেছে। দেখ, ঝরনা পর্বতগিরি থেকে নীচে নেমে এসে ধরণীকে উর্বুর করে, অভিষিক্ত করে। তার একটি নিয়ম আছে। সে হচ্ছে প্রণামের নিয়ম, সে নেমে আসে হেট হয়ে আসে। এই নিয়ম যদি সে পালন করে ধরণী ধন্য হয়। এর বিপরীত হলে সেটা অত্যন্ত অশোভনীয় শুধু নয়, অস্বাভাবিক হয়। এখনকার দিনে ছাত্রদের যে ব্যবহার দিন দিন উৎকট হয়ে উঠেছে, সে আমাদের দেশের পক্ষে অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ হয়েছে। যেখানে আমাদিগকে নম্র গ্রহণ করতে হবে সেখানে যারা উদ্ধত তাকে প্রত্যাখ্যান করে তারা অকৃতকার্য হয় সমস্ত জীবন ধরে।

মেদিনীপুরে যাওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন থেকে স্পেশ্যাল সেলুনে হাওড়ায় আসেন। সেখান থেকে তাঁকে কলকাতা কর্পোরেশনের উদ্যোগেহ অনুষ্ঠিত খাদ্য ও পুষ্টি প্রদর্শনীর দ্বারোদঘাটনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। ওখানে গিয়ে তিনি দেখলেন স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় ছেলেরা দক্ষযজ্ঞ বাঁধিয়ে দিল। তাদের মনে বোধ হয় একথা হয়েছিল, আমরা যখন শুনতে পাচ্ছি না তখন আর কেউ শুনতে পাবে না-এই ইচ্ছা প্রায় সভাকে নিস্ফল করে দিল। এরপর কবি খড়গপুরে এসে দেখলেন কি রকম ভাঙন ধরেছে। তিনি বললেন, যথোচিত শাসন গ্রহণের শক্তি ছেলেদের একটুও নেই। যেখানে শিক্ষকেরা ছাত্রদের ভয় করে চলে যাচ্ছে তাঁদের ব্যবসায়ের ক্ষতি হয় যেখানে কী সর্বনাশ তৈয়ার হয়ে উঠেছে অল্প বয়স্ক ছেলেদের ভিতর দিয়ে। এরা কি কখনও দেশের যথার্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারে? কখনও পারবে না। এরা ভাঙ্গবে। বাঙ্গালাদেশে ভেঙ্গে দিবার প্রবণতা চারিদিকে দেখতে পাই। দেশের লোকের মনে একটি অত্যন্ত ভুল ধারণা আছে, যেন অস্বীকার করা, নিয়মকে নীতিকে অস্বীকার করার মধ্যে বীরত্বআছে। তার মধ্যে যে কাপুরুষতা আছে সেটা তারা বুঝে না। বরযাত্রীরা যখন বুঝে কন্যাপক্ষীয়েরা অসহায়, মাথা হেট করে থাকতে তারা বাধ্য, তখন তীদের উপর উৎগীড়ন হয়। উৎপীড়ন করে কারা? যারা অযোগ্য অভাজন, অন্য কোথাও যাদের স্থান নাই তারা দুর্বলকে পীড়ন করে। অপমান করে। আজকের দিনে শিক্ষার ভিতর যে দুর্নীতি প্রবেশ করেছে তা দেখে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছি।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মেদিনীপুরের ছাত্রদের উদ্দেশে আরও বলেন যে তিনি কখনও মনে করেন না যে গুরুজনদের প্রতি ওদ্ধত্য প্রকাশ করার মধ্যে একটা বীরত্ব আছে, গৌরব আছে। তাদের সম্মান করতে পারার মধ্যে নীতিজ্ঞান প্রকাশ পায়। ছাত্রধর্মের মধ্যে শিক্ষা করবার যে নীতি, প্রণালী আছে তার উচ্চ আদর্শকে ছাত্ররা যেন সর্বতোভাবে রক্ষা করে। এক একটি অন্যায় দৃষ্টান্ত জনসমাজের ভিতর বিষ প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছে। মেদিনীপুরে যেন সে বিষ প্রবেশ করতে না পারে। সকালবেলায় বহু জনসভায় ছাত্রদের বিনয়ের ভাব, সংযমের ভাব দেখে রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য হয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমার মনে হয়েছিল এমন বৃহৎ জনতা, এরা যথার্থ শিষ্টাচার রক্ষা করতে পারবে না। তোমাদের দেখে আমি আশান্বিত হয়েছি। কলিকাতা থেকে দূরে তোমাদের মধ্যে এই দুর্নীতি প্রবেশ করেনি। আশা করি, কখনও যেন না করে ভারতবর্ষের শাসনভার যাদের উপর পড়বে তারা যদি চালিত হতে শিক্ষা না করে, ছোটবেলা থেকে শাসন গ্রহণ করতে না শিখে, সমস্ত নিয়মকে যদি তারা অস্বীকার করে, তাঁকে আধুনিকতার লক্ষণ মনে করে গর্হ্ববোধ করে, তাহলে ধিক এদেশে, তাহলে অত্যন্ত দুর্গতি হবে এদেশের একথা জোর দিয়ে বলতে পারি। এরকম কুশিক্ষা ও ঔদ্ধতা পৃথিবীর আর কোতাও দেখিনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বক্তৃতার জাপানের উদাহরণ তুলে ধরেন। সেখানে তিনি হাজার হাজার ছাত্র দেখেছেন, তাঁদের মধ্যে কাজদ করেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন। ছাত্রারা তার অর্দ্ধেক বুঝে, অর্ধেক বুঝেনি। কিন্তু তারা সংযত হয়ে নিঃশবে, শ্রদ্ধার সঙ্গে, যথার্থ আন্তরিক ভক্তির নত হয়ে তাকে গ্রহণ করেছে। রেল স্টেশনে বা জনতার মধ্যে সন্ধী একটি চেষ্টা একটি আগ্রহ দেখা গেছে কর্তব্যে যেন বাধা না পড়ে। স্বজনের সঙ্গে যেখানে ব্যবহার, সেখানকার নীতি রক্ষা করতে না পারলে বৃহৎ কাজ করা যাবে না। কেন না দেশের কাজ হল সর্বসাধারণের কাজ। তাকে ভাঙ্গার জন্য যদি কেবল উদ্যম প্রকাশ করি, কোনো মতান্তর থাকার দরুন বা অন্য কোনও কারণে যদি তার উপর অত্যাচার করা হয় সৌজন্যে ব্যাঘাত করা হয় তাতে অত্যন্ত ক্ষতি হবে। সৌজন্য কাপুরুষোচিত নয়, পুরুষোচিত। তরুণের মধ্যে তার অভাব লক্ষ্য করা গেছে। গুরুজনেরা শঙ্কিত হয়ে তাদের মাথা হেট করেছেন। ভালোর জন্য কথা বলতে তারা ভীত নন। এই রকম অনিয়ম বাঙ্গলাদেশের ছাত্রবৃন্দ ছাড়া অন্য কোথাও দেখা যায়নি। মেদিনীপুর জেলার সে লক্ষণ কবি দেখেননি। সেজন্য তিনি খুশি হয়েছেন। সন্তুষ্ট হয়েছেন ছাত্রদের ভিতর পুরুষোচিত উদ্যম ও অধ্যাবসায় দেখে এবং সর্বুজনমান্য মেদিনিপুরের গৌরবকে যে রকম সংযতভাবে বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করেছে বলে। আশা প্রকাশ করেছেন বিনয়ের ধারা, সৌজন্যের ধারা কখনও যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। সবশেষে ছাত্রদের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, "তোমাদের একটু নিন্দা করব। অপটুতা হাসবার জিনিস নয়। যারা কোনও কাজ করছে, তাদের যদি কোনও ত্রুটি হয়- যেটা দেখছ ব্যায়ামে অপটুতা- তাতে করুণা মনে করো, লজ্জা মনে করো না। যদি দৈবাৎ পদস্থলন হয়, ব্যবহার যদি ঠিক না করতে পারো, হেসো না। অত্যন্ত নিষ্ঠুর সেটা। তাতে যে লজ্জা দেওয়া হয়, তাতে তাদেরকে দাবিয়ে দেওয়া হয়। যারা দেখতে এসেছে তাদের কৃতিত্ব, প্রাণপণে চেষ্টা যদি তাদেরকে জানাও তারা উপহাসনীয় হতে পারে না।" (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

করোনা-বার্তা ঃ পরিবেশকে বাঁচাতেই হবে

সূর্যশেখর দাস

ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জারি বোলসোনারোর মতো পরিবেশ বান্ধব মানুষ এই পৃথিবীতে খুব বেশি পাওয়া যাবে না। গত বছরের জানুয়ারিতে বোলসোনারো ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ শুর করেন। রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করা আগেই উনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে ব্রাজিলকে কৃষিক্ষেত্রে এবং খনিজ পদার্থ নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে আলাদা উচ্চতায় নিয়ে যাবেন। ওঁর লক্ষ্য ছিল পৃথিবীতে ২০ শতাংশ অক্সিজেনের যোগান দেওয়া আমাজন রেনফরেস্ট যা 'পৃথিবীর ফুসফুস নামে পরিচিত। আমাজন রেনফরেস্টের প্রায় ৫৯ শতাংশ ব্রাজিলের অন্তর্গত। উনি সত্যই কথা রেখেছেন। ওঁর উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণায় আমাজন বৃষ্টি অরণ্যে নির্বিচারে গাছ কাটা হচ্ছে। এই চিরহরিৎ বনভূমিকে কার্যত ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে। ব্রাজিলের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইনপে-র একটা তথ্যই অনেক পরিবেশপ্রেমী মানুষের মনের যন্ত্রণা বাড়িয়ে দেবে। গত জুলাইয়ে আমাজনের বৃষ্টি অরণ্যে বনভূমি সংহার ২০১৮-র জুলাইয়ের তুলনায় ২৭৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত আগস্ট থেকে যে দাবানলে আমাজন ছারখার হয়ে যাচ্ছে তা বহু ক্ষেত্রেই মনুষ্যসৃষ্ট। ব্রাজিলের অন্তর্গত আমাজনকে এভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে, দেশি বিদেশি মিডিয়া রীতিমতো তথ্য প্রমাণ দিয়ে আমাজনের এই দুর্দশার কথা তুলে ধরছে, এরপরেও ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট পৃথিবীর ফুসফুস কে রক্ষা করার জন্য কোনও সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করবেন না? ওঁর কি পরিবেশের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি কোনও দায়বদ্ধতা নেই? গত বছর ইনপে-র দেওয়া এক তথ্য অনুযায়ী, এক বছরের মধ্যেই আমাজন রেনফরেস্টের ৩৭০০ বর্গমাইলেরও বেশি অঞ্চল (যা লেবাননের ভৌগোলিক আয়তনের প্রায় সমান) জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছে। শুধু ২০২০-র জানুয়ারি মাশেই ২৮৪.৩ বর্গ কিলোমিটার বনভূমি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। ইনপে এটাও জানিয়েছে যে ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরে আমাজন বৃষ্টি অরণ্যে বনভূমি ধ্বংস ইতিমধ্যেই প্রায় ৮৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট কাজের মানুষ উনি ব্যবসাটা খুব ভালো বোঝেন। ওঁর ব্যবসার আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করতে গিয়ে যদি আমাজনের চিরহরিৎ বনভূমি ধ্বংসও হয়ে যায় তাহলেও উনি বোধহয় মোটামুটি নিরুদ্বেগেই থাকবেন। আমাজনের পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষা করতে যে সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সেই আইবামা-র গতিবিধিকে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট অন্যায়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন। বোলসোনারো বচন আমাদের প্রায়শই 'মন্ত্রমুগ্ধ' করে। করোনা ভাইরাসের অভূতপূর্ব আক্রমণে আমরা সবাই যখন বিপর্যস্ত, কিছুদিন আগেও সেই মারণ ভাইরাস ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টের কাছে ছিল শুধুই 'লিটল ফ্লু' তিনি আরও বলেছিলেন যে, করোনা ভাইরাসকে একনজ বীরপুরুষের মতো মুখোমুখি মোকাবিলা করতে হবে মহিলাদের মতো ঘরের কোণে আটকে থাকলে চলবে না। করোনা-আক্রান্ত এই কঠিন সময়ে সোশ্যাল ডিস্ট্যান্সিং বা ফিজিকাল ডিস্ট্যান্সিং ওঁর কাছে বিশেষ পাত্তা পায়নি। ওঁণ কাছে একটা সময় পর্যন্ত করোনা সংকট ছিল কার্যত 'মিডিয়া ট্রিক' উনি ভাগ্যিস বলেননি যে মিডিয়াই কারসাজি করে করোনা ভাইরাস সৃষ্টি করেছে। এই জুন

মাসেই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মানুষের তথ্য যে সরকারি ওয়েবসাইটে দেওয়া হচ্ছিল তা হঠাৎই একদিনের জন্য কর্পূরের মতো উবে যায়। একদিন পরে সেই ওয়েসবাইটের অস্তিত্ব আবার বোঝা গেলেও দেখা যায় কোভিড-১৯ সংক্রান্ত স্বাভাবিকভাবেই এইঈ ঘটনা প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত ব্রাজিলের সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটটি আবার যেন প্রাণ ফিরে পায়। বোলসোনারো ইতিমধ্যেই দু'জন স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে ছাঁটাই করেছেন। কারণ ওঁরা প্রেসিডেন্টর অন্তঃসারশূম্য দাম্ভিকতা মেনে নিতে পারছিলেন না। কেউ যুক্তি দিয়ে কথা বললেও তিনি যদি ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টর সঙ্গে একমত না হন, তাহলে তাঁক পদচ্যুত হতে হয়। বোলসোনারোর 'গণতান্তিক' মানসিকতা সত্যিই অত্যন্ত 'প্রশংসনীয়'। করোনা আক্রান্ত তথা মৃতের তালিকায় আমেরিকার পরেই ব্রাজিল স্থান পেয়েছে বিশ্ব ফুটবলের সফলতম দেশ (ব্রাজিল) সংশ্লিষ্ট তালিতায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। খোদ বোলসোনারো নিজেই করোনাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ওই অবস্থাতেও উনি লোকজনের সঙ্গে মাস্ক ছাড়াই কথা বলেছেন। একজন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ওঁর এই ধরনের কাজকর্ম কি মেনে নেওয়া যায়? কোভিড-১৯ নামক বৈশ্বিক অতিমারি প্রেক্ষাপটে বোলসোনারো ব্রাজিলের নাগরিক, চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর তীব্র তাচ্ছিল্য এবং উদাসীনতা দেখিয়েছেন---এই মারত্মক অভিযোগও তো উঠেছে। পৃথিবীর ফুসফুস ক্রমশ বিনাশের দিকে এগোচ্ছে। এদিকে মুম্বাইয়ের ফুসফুস আরে অরণ্যেকে কি আমরা পূর্ণ সুরক্ষা দিতে পেরেছি? গত বছরের অক্টোবর মাসে তৎকালীন মহারাষ্ট্র সরকার মুম্বাই মেট্রোর কারশেডের নির্মাণের জন্য আরে অরণ্যের একাংশ বেছে নেয়। কিন্তু এজন্য তো অরণ্যের একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এমনিক বৃহনমুম্বাই পুরসভাও অনুমতি দিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত মুম্বাইয়ের সাধাণর মানুষ এবং পরিবেশপ্রেমীরা আরে বনাঞ্চলকে বাঁচাবার জন্য বম্বে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। কিন্তু সেই মামলার রায় পরিবেশপ্রেমীদের বিপক্ষে যায়। মুম্বাই মেট্রো যুদ্ধকালীন তৎপরতায় অন্তত ২১৪১টি গাছ কেটে ফেলে। তবু পরিবেশকর্মীরা দমে যাননি। ওঁরা ওঁদের লড়াইটা শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে টেনে নিয়ে যান। শীর্ষ আদালত আরে অরণ্যে নতুন করে গাছপালা কাটার উপরে স্থগিতাদেশ দেয়। এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে যে আরে বনাঞ্চল ভারতের বাণিজ্য নগরীর ফুসফুস হিসেবে অক্সিজেন সরবরাহ করে থাকে, সেখানে কি সবুজের রকপাত ঘটানো খুব দরকার ছিল? ওদিকে ১৬০০ কিলোমিটার ব্যাপী সুবিস্তৃত ইউনেস্কা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের তালিকাভুক্ত পশ্চিমঘাট পর্বত মালার জীববৈচিত্রকে ক্রমাগত ধ্বংস করা হয়েছে। কিন্তু রক্তাক্ত নিরপরাধ প্রকৃতি পাল্টা ফুঁসে উঠেছে। ২০১৮ সালের কেরেলের ভয়ঙ্কর বন্যার কথা কি আমরা কোনদিন ভুলতে পারব? আবার ভারতের উপকূল অঞ্চলকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে ম্যানগ্রোড অরণ্যের একটা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ম্যানগ্রোভ বনভূমিকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। অথচ গত নভেম্বরে বুলবুল ঘূর্ণিঝন যে পশ্চিমবঙ্গকে সেভাবে তছনছ করতে পারেনি তার কারণ ম্যানগ্রোভ অরণ্ড বুলবুরে বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। যদিও এজন্য ম্যানগ্রোড বনাঞ্চল আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে করোনা ভাইরাসের দৌলতে আমেরিকা, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, স্পেন, মেক্সিকো, ইটালি এবং ব্রাজিলের মতো বহু দেশে মৃত্যু মিছিল চলছে। ওইসব দেশের বহু প্রাণবন্ত শহর তীব্র বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হয়েছে। প্রতিদিনই বহু মানুষ নতুন করে করোনা কাঁটায় বিদ্ধ হচ্ছেন পৃথবীর ফুসফুস থেকে মুম্বাইয়ের ফুসফুস আক্রান্ত হয়েছে, এদিকে করোনা আমাদের ফুসফুসকে আক্রমণ করেছে। চিনের উহান প্রদেশের গৃহপালিত পশু অরণ্যের জীবজন্তর সংস্পর্সে এসেছিল।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ

মনির হোসেন,ঢাকা,০৯ ডিসেম্বর।। বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম। বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রীর ৫০ বছর উদযাপন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার (৯ ডিসেম্বর) রাজধানীর সিরডাপ আন্তর্জাতিক সম্মেলনকেন্দ্রে আয়োজিত মৈত্রীর বন্ধনে সুবর্ণ সম্প্রীতি' শীর্ষক অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচকের বক্তব্যে এ কথা বলেন মন্ত্রী। শ ম রেজাউল করিম বলেন, সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে হলে দেশের সব ধর্ম-বর্ণের মানুষকে যেমন একত্রে কাজ করতে হবে। তেমনি দুই বন্ধু রাষ্ট্র বাংলাদেশ ও ভারতের সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে। আঞ্চলিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ-ভারত যৌথভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় নেতৃত্ব দেবে, এমনকি বিশ্বে নেতৃত্ব দেবে। বিশ্ব অপার বিস্ময়ে দেখবে এ অঞ্চলের মানুষ ঐতিহ্য ও গৌরবকে কীভাবে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ-ভারতের মৈত্রী নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ। অভিন্ন সীমান্ত, অভিন্ন ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিসহ অনেক কিছুতেই আমাদের সম্প্রীতি রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের আবেগ-অনুভূতি ও পারস্পারিক স্বার্থ একই সূত্রে গাঁথা। আমাদের উন্নয়নের সহযোগী অনেক দেশ আছে, কিন্তু আমাদের ক্রান্তিকালে ভারত সরকার ও ভারতের জনসাধারণ যে আন্তরিকতা দেখিয়েছে বাংলার মানুষ তা স্মরণ করে। যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করে, অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাস করে, প্রগতিতে বিশ্বাস করে এবং যারা ধর্ম, বর্ণ, দলমত নির্বিশেষ আমাদের মৌলিক মানবিক সত্তায় বিশ্বাস করে তারা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে। স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশ বিনির্মাণেও ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যার পরও বন্ধু রাষ্ট্র ভারত বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যাদের সহায়তা করেছে। তিনি আরও বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ভারতের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতি বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধারণ করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলাদেশের প্রতি আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ দেখিয়েছেন। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে দু'দেশের সমুদ্রসীমা ও স্থলসীমা বিরোধ নিষ্পত্তি করতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের পারস্পারিক সহযোগিতা বাড়ছে। আমরা চাই এ সহযোগিতার দিগন্ত যেন আরও সম্প্রসারণ হয়, যাতে বিশ্বের কাছে বিস্ময়কর বন্ধুত্বের নজির দেখাতে পারি। বাংলাদেশ ভারত-মৈত্রীর ৫০ বছর পূর্তির শুভক্ষণে দু'দেশের অমীমাংসিত বিষয়ের সমাধান হবে বলেও আমি প্রত্যাশা করছি।

সম্প্রীতি বাংলাদেশের আহ্বায়ক পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব স্বপ্নীলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক, ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী, সংসদ সদস্য অ্যারোমা দত্ত, নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল (অব.) এ কে মোহাম্মদ আলী শিকদার প্রমুখ।

রাওয়াতের আকস্মিক মৃত্যুতে জন্মদিন পালনে 'না' সোনিয়ার

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াতের আকস্মিক মৃত্যুতে নিজের জন্মদিন পালন করবেন না কংগ্রেসের অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতি সোনিয়া গান্ধী। দলীয় কর্মীদেরও আজকে তাঁর জন্মদিনে কোনও উৎসব পালন না করার অনুরোধ করেন তিনি। এই বিষয়ে একটি নির্দেশিকা জারি করেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল। টুইট করেন লোকসভায় কংগ্রেসের চিফ হুইপ মানিকম ঠাকুরও।

আজ কংগ্রেসের অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতি সোনিয়া গান্ধীর জন্মদিন। তবে তিনি এবছর তাঁর জন্মদিন পালন করবেন না বলে জানিয়েছেন। বুধবার এক মর্মান্তিক হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াতের আকস্মিক মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে সোনিয়া গান্ধী বলেন যে তিনি আজ তাঁর জন্মদিনে উদযাপনে অংশ নেবেন না। তিনি দলীয় কর্মীদেরও কোনও উৎসব পালন না করার অনুরোধ করেন। তার পরেই সোনিয়া গান্ধীর জন্মদিন উপলক্ষে কর্মসূচির প্রস্তুতি বন্ধ করা হয়।

একটি নির্দেশিকা জারি করে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল টুইটারে লেখেন, 'মাননীয় কংগ্রেস সভাপতি আগামীকাল ৯ ডিসেম্বর তাঁর জন্মদিন পালন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের কোনও অনুষ্ঠান না করার অনুরোধ করছি।' এরপর লোকসভা সাংসদ মানিকম ঠাকুর জানান, 'সাহসী জেনারেলের প্রতি শ্রদ্ধার চিহ্ন' হিসাবে সমস্ত উদযাপন বাতিল করা হয়েছে। তিনি টুইটারে লেখেন, 'তিনি (সোনিয়া গান্ধী) কতটা সংবেদনশীল, তাঁর আরও একটি উদাহরণ উপস্থাপন করলেন কংগ্রেস সভাপতি। সাহসী জেনারেল সিডিএস বিপিন রাওয়াতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাতে কংগ্রেস পার্টি সকল উদযাপন বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

উল্লেখ্য, বুধবার তামিলনাড়ুর কুন্নুরে ভেঙে পড়ে ভারতীয় বায়ুসেনার এমআই-১৭ভি৫ হেলিকপ্টার। তাতে ছিলেন সিডিএস জেনারেল রাওয়াত ও তাঁর স্ত্রী-সহ কয়েকজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক। হেলিকপ্টারটি সুলুর বায়ুঘাঁটি থেকে ওয়েলিংটনে যাচ্ছিল। পরে সন্ধ্যা নাগাদ বায়ুসেনার তরফে জানানো হয়, তামিলনাড়ুতে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় প্রয়াত হয়েছেন সিডিএস জেনারেল রাওয়াত। মৃত্যু হয়েছে তাঁর স্ত্রী মধুলিকা রাওয়াতেরও। তাছাড়া ১১ জন মারা গিয়েছেন। এএনআই সূত্রে খবর, শুক্রবার পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য হবে চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াতের। দিল্লি ক্যান্টনমেন্টে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে জেনারেল রাওয়াতের স্ত্রী মধুলিকার।—হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

মধ্যপ্রদেশের রাজপরিবারের মেয়ে ছিলেন মধুলিকা রাওয়াত

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : তামিলনাড়ুর কুন্নুরের হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় সারা দেশের সঙ্গে সঙ্গে শোকের ছায়া মধ্যপ্রদেশের শাহদল জেলার সোহাগপুরে। সোহাগপুরে শোক একটু বেশিই। কারন বুধবারের হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় দেশের প্রথম চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াতের সঙ্গে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তাঁর স্ত্রী মধুলিকা রাওয়াতেরও। মধুলিকা রাওয়াত মধ্যপ্রদেশের শাহদল জেলার সোহাগপুরে রাজপরিবারের মেয়ে শোক একটু বেশিই। কারণ, এখানকার ছিলেন মধুলিকা। তাঁর বাবার নাম কুঁয়ার মৃগেন্দ্র সিংহ। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই মধুলিকার ভাই যশবর্ধন সিংহ ভোপাল থেকে দিল্লি গিয়েছেন। গত বছরের ১ জানুয়ারি চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ নির্বাচিত হন জেনারেল বিপিন রাওয়াত। তাঁর স্ত্রী সেনাবাহিনীতে কর্মরত আধিকারিকদের স্ত্রীদের কল্যাণে গঠিত সংগঠনের সভানেত্রী ছিলেন। এই সংগঠন সেনা আধিকারিকদের স্ত্রী, সন্তান এবং সেনা আধিকারিকদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের কল্যাণের জন্য কাজ করে। মধুলিকা মধ্যপ্রদেশের মেয়ে হলেও, তিনি দিল্লিতে পড়াশোনা করেন। তিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞানে স্নাতক হন। তিনি বিভিন্ন ধরনের সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিশেষ করে ক্যান্সার আক্রান্তদের জন্য তিনি কাজ করতেন।জেনারেল বিপিন রাওয়াতের বাবা লক্ষ্মণ সিংহ রাওয়াতও ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ছিলেন। তিনি লেফটেন্যান্ট- জেনারেল পদে উন্নীত হন। জেনারেল বিপিন রাওয়াতের মা কিষাণ সিংহ পারমার উত্তরকাশীর বিধায়ক ছিলেন। প্রয়াত চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফের দুই কন্যা বর্তমান। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

সব দাবি মানল কেন্দ্র, অবশেষে আন্দোলন প্রত্যাহার কৃষকদের

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : অবশেষে আন্দোলন প্রত্যাহার করল বিক্ষোভকারী কৃষকরা। কেন্দ্রের আশ্বাসের পরই বছরব্যাপী রাজধানী দিল্লির সীমান্তে চলা এই আন্দোলন প্রত্যাহার করছে বিক্ষোভকারী কৃষকরা। কেন্দ্র জানিয়েছে, তিনটি কৃষি আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলাকালীন মারা যাওয়া কৃষকদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে এবং সমস্ত আন্দোলন সম্পর্কিত মামলা প্রত্যাহার করা হবে। এর পরই বৃহস্পতিবার আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা করে কৃষকরা।

এর আগে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা গত সন্ধ্যায় বলেছিল যে তাদের ১৪ মাসের আন্দোলন বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় প্রত্যাহার করা হবে। তবে তারা সরকারের সংশোধিত চূড়ান্ত অনুলিপি পাওয়ার পরেই আন্দোলন প্রত্যাহার করবে বলে জানায়। কৃষকদের সেই সব দাবি কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য, দিল্লি সংলগ্ন গাজিপুর, টিকরি এবং সিঙ্ঘু সীমান্তে কৃষকদের বিক্ষোভ চলে বিগত একবছর ধরে। এই আবহে কয়েকদিন আগেই কৃষকদের তরফে আন্দোলন বন্ধের ইঙ্গিত মেলে। জানা গিয়েছে, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য সহ একাধিক দাবির ক্ষেত্রে লিখিত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রের তরফে। তাছাড়া খড় পোড়ানো ইস্যুতে কেন্দ্র কৃষকদের লিখিত প্রতিশ্রুতি দেবে কেন্দ্র। পাশাপাশি আন্দোলনকারী কৃষকদের বিরুদ্ধে থাকা পুলিশ কেস প্রত্যাহার করার বিষয়েও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রের তরফে। তবে কেন্দ্র নাকি শর্ত রেখেছিল যে আগে আন্দোলন প্রত্যাহার করতে হবে তারপর মামলা প্রত্যাহার করা হবে। তবে এই বিষয়টি মেনে নেননি আন্দোলনরত কৃষকরা। এই নিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত কৃষকরা আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা নেন।-

'আফসপা' বাতিলের দাবি অসম এবং উত্তরপূর্ব ছাত্র সংগঠনের, গুয়াহাটিতে ধরনা

গুয়াহাটি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : আর্মড ফোর্সেস (স্পেশাল পাওয়ার) অ্যাক্ট, ১৯৫৮; বাংলায় সশস্ত্র বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা) আইন, ১৯৫৮ (আফসপা) প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে উত্তরপূর্ব ছাত্র সংগঠনের যৌথ মঞ্চ নর্থ-ইস্ট স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন (নেসো) এবং সারা অসম ছাত্র সংস্থা (আসু)। নাগাল্যান্ডের ওটিং গ্রামে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী আসাম রাইফেলস-এর গুলিতে ভূমিপুত্রদের গণহত্যার প্রতিবাদের পাশাপাশি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যে সব রাজ্যে আফসপা বলবৎ করা হয়েছে সেই সব রাজ্য থেকে শীঘ্র সশস্ত্র বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা) আইন বাতিল করার দাবিতে নেসো-র ডাকে সারা অসম ছাত্র সংস্থা আজ বৃহস্পতিবার ধরনা-বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে। গুয়াহাটির দিঘলিপুখুরির পাড়ে এই প্রতিবাদী কর্মসূচি পালন করেছে অসম এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যতম প্রথমসারির দুই ছাত্র সংগঠন।প্রতিবাদী ধরনাস্থলে ছাত্র সংগঠনের নেতারা প্রাসঙ্গিক ভাষণ দিয়েছেন। আসু-র উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্য শীঘ্র বিতর্কিত আফসপা বাতিল করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। সমুজ্জ্বল বলেন, ভূমিপুত্র নাগরিকদের গণ-হত্যাকারীদের কঠোর থেকে কঠোরতম দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। এছাড়া কালো আইন আফসপা-কে সর্ববস্থায় উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলি থেকে শীঘ্র প্রত্যাহার করতে হবে। আজকের প্রতিবাদ বিক্ষোভ সমাবেশে অন্যদের মধ্যে প্রাসঙ্গিক বক্তৃতা দিয়েছেন নেসো সভাপতি স্যামুয়াল জেরওয়াই, সাধারণ সম্পাদক শ্রীনাথ প্রকাশ, আসু সভাপতি দীপাংককুমার নাথ প্রমুখয

'হিংসায় মদত'-এর মামলায় মিঠুনের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নয়, জানাল কলকাতা হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স) : মিঠুন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নয়। 'মহাগুরু'র বিরুদ্ধে হিংসায় মদত দেওয়ার অভিযোগের মামলায় বৃহস্পতিবার রায় দিয়ে জানাল কলকাতা হাই কোর্ট। বিচারপতি কৌশিক চন্দের একক বেঞ্চ এই রায় দিয়েছে। বিচারপতি বলেন, "এখন অনেক অভিনেতাই রাজনীতি করছেন। অনেকে মনোরঞ্জন করার জন্য এই জাতীয় কথা বলেই থাকেন। উনি তা স্বীকারও করেছেন। ফলে তার মধ্যে কোনও হিংসা খুঁজে পায়নি আদালত।" ভোটের সময় মানিকতলায় থানা অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল তা খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তার বক্তৃতা ছিল হিংসায় উস্কানি ছড়ানোর মত। মানিকতলা এলাকায় একটি সভায় তিনি তার সিনেমার সংলাপ বলেছিলেন। আর তা নিয়ে এলাকার জনৈক মিঠুনের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ করে বলেছিলেন, এটা বিরোধীদের উদ্দেশ্যে খুনের উস্কানি দিচ্ছেন বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। মামলা খারিজের দাবি এবং আগাম জামিন চেয়ে হাইকোর্টে দ্বারস্থ হয়েছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী। আগাম জামিন মিলেছিল আগেই। এদিন কলকাতা হাইকোর্ট পুলিশের হওয়া অভিযোগটি খারিজ করে দিয়ে আদালত মামলার নিষ্পত্তি করে দিয়েছে।

সম্পত্তি কর পরিশোধ হয়নি, গুয়াহাটির ২০০টি বেসরকরি স্কুলকে নোটিশ জিএমসির

গুয়াহাটি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : গুয়াহাটি মহানগরের ২০০টি বেসরকারি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বহুদিন ধরে সম্পত্তি কর ফাঁকি দিয়ে আসছেন। তাই এবার বকেয়া সম্পত্তি কর পরিশোধ করতে গুয়াহাটি পুরনিগম (জিএমসি) কর্তৃপক্ষ ওই সব স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নোটিশ জারি করেছেন। কেন এতদিন ধরে কেন সম্পত্তি কর দেওয়া হচ্ছে না, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে নোটিশের মাধ্যমে এর কারণ জানতে চাওয়া হয়েছে। আগামী ৩০ দিনের মধ্যে নোটিশের জবাব দিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে নোটিশ মারফত নির্দেশ দিয়েছেন গুয়াহাটি পুরনিগম কর্তৃপক্ষ। এ প্রসঙ্গে পুর কমিশনার দেবাশিস শর্মা জানান, গুয়াহাটি মহানগরের ২০০টি বেসরকারি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে সম্পত্তি করের পরিমাণ সাত কোটি টাকার বেশি। একাংশ প্রথমসারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুরনিগমকে প্রদেয় ৫০ লক্ষ টাকা থেকে এক কোটি টাকা। তবে পুরনিগমের নোটিশ পাওয়ার পর একটি বিদ্যালয় মাত্র ৫০ শতাংশ কর পরিশোধ করেছে। বাকি কর মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করা হবে বলে তাঁকে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হলফনামা দিয়ে জানিয়েছেন। পুর কমিশনার দেবাশিস শর্মা আরও জানান, চলতি বছরের অক্টোবরে পুরনিগম মহানগরের ৬৬টি নার্সিং হোমকে অকুপেমি সার্টিফিকেট প্রদান করতে নির্দেশ জারা করা হয়েছিল। তিনি জানান, সম্পত্তি কর সময়মতো প্রদান করতে বিদ্যালয়গুলিকে সচেতন করা জরুরি বলে এই নোটিশ জারি করতে হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য, বিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে যাতে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করতে হয়। দেবাশিস শর্মা জানান, পুরনিগমের রাজস্ব বৃদ্ধি করতে গত ছয়মাসে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

গুয়াহাটিতে আরও চারটি নয়া উড়লপুল নির্মাণ হবে, রাজ্যসভায় গডকড়ি

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : অসমের রাজধানী গুয়াহাটি মহানগরে আরও চারটি উড়ালসেতু নির্মাণ করা হবে। আজ বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ, জাতীয় সড়ক দফতরের মন্ত্রী নীতিন গডকড়ি। আরও তথ্য দিয়ে মন্ত্রী গডকড়ি বলেন, প্রস্তাবিত নতুন উড়ালপুলগুলি ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন বশিষ্ঠ চারিআলি, গড়চুক, বরাগাঁও এবং লখরা চারিআলিতে নির্মাণ করা হবে। এগুলি কয়েকটির কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে বলে সদনকে অবগত করেছেন কেন্দ্রীয় বিভাগীয় মন্ত্রী। রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকড়ির আরও ঘোষণা, গুয়াহাটি মহানগরীর ক্রমবর্ধমান যানবাহন জটের সমস্যা রোধ করতে একটি রিংরোড নির্মাণ করা হবে। তিনি জানান, ভারতের জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ (এনএইসএআই) উত্তর-পুর্বাঞ্চলে ৮৪,১৯৩ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে ১৩১টা প্রকল্প বাস্তবায়ণ করার লক্ষ্যমাত্রা হাতে নিয়েছে।

চোপড়ায় রুট পরিবর্তন করে বেসরকারি বাস চালানোর প্রতিবাদে সরব স্থানীয় গাড়ি চালকরা

চোপড়া, ৯ নভেম্বর (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় রুট পরিবর্তন করে বেসরকারি বাস চালানোর প্রতিবাদে সরব হলেন স্থানীয় গাড়ি চালকরা। বৃহস্পতিবার তাঁরা ঘিরনিগাঁওয়ের লালবাজার এলাকায় অবরোধ এবং বিক্ষোভ দেখান। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে আন্দোলন তুলে নেওয়া হয়। অভিযোগ আগে দাসপাড়া থেকে নারায়ণপুর ও চোপড়া হয়ে ইসলামপুর পর্যন্ত চলাচল করত বাসগুলি। সম্প্রতি দাসপাড়া থেকে লালবাজার হয়ে সদর চোপড়া রুটে গাড়ি ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে বাসের চালকদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বিষয়টি প্রশাসনিক স্তরে জানিয়েও লাভ হচ্ছে না বলে তাঁদের অভিযোগ। জয়েন্ট প্রাইভেট বাস অ্যান্ড ট্রেকার ওনার অ্যাসোসিয়েশন ইসলামপুর চোপড়া সংগঠনের সম্পাদক মহম্মদ সরফউদ্দিন বলেন, 'সমস্যার কথা শুনেছি। বিস্তারিত খোঁজ নেওয়া হচ্ছে।'

কিষাণ সংগ্রামের 'ঐতিহাসিক বিজয়কে' স্বাগত সীতারাম ইয়েচুরির

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : কয়েকদিন আগেই কৃষকদের তরফে আন্দোলন বন্ধের ইঙ্গিত মিলেছে। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য সহ একাধিক দাবির ক্ষেত্রে লিখিত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রের তরফে। বৃহস্পতিবার সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি এ ব্যাপারে টুইট করেন। সীতারামবাবু লিখেছেন, "কিষাণ সংগ্রামের ঐতিহাসিক বিজয়কে প্রণাম জানাই। এই বছরের দীর্ঘ শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ও দৃঢ়তা স্বাধীন ভারতে নজিরবিহীন।" প্রসঙ্গত, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের উদ্যোগে জোরদার আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত রাজধানী দিল্লির সীমান্ত থেকে আন্দোলন প্রত্যাহার করে বিক্ষোভকারী কৃষকরা। কেন্দ্রের আশ্বাসের পরই বছরব্যাপী চলা এই আন্দোলন শেষ করার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। কেন্দ্র জানিয়েছে, তিনটি বিতর্কিত কৃষি আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলাকালীন মারা যাওয়া কৃষকদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে এবং সমস্ত আন্দোলন সম্পর্কিত মামলা প্রত্যাহার করা হবে। এর প্রেক্ষিতেই আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা করেন কৃষকরা।

হাফলঙে মহিলা ও শিশু নির্যাতন সম্পর্কিত সজাগতা সভা

হাফলং (অসম), ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : সমগ্র দেশেনারী নির্যাতন ও তাঁদের উপর সংহিসতা বৃদ্ধি হচ্ছে। প্রায় প্রতিদিনই আমাদের দেশে মহিলা নির্যাতনের ঘটনা ঘটে চলছে। অসমেও নারী ও শিশুকন্যাদের ওপর নির্যাতনজনিত অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি হচ্ছে। তাই এবার মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ বন্ধ করতে এবং তাঁদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সমাজের প্রত্যেক শ্রেণির জনতাকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন ডিমা হাসাও জেলা আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব আবদুল কাদের। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় সমাজকল্যাণ দফতরের উদ্যোগে হাফলং জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে মহিলাদের ওপর সংগঠিত অপরাধ তথা নারী নির্যাতন বন্ধ করতে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহ প্রাঙ্গণ থেকে জেলার বিভিন্ন মহিলা সমিতির পদাধিকারী ও সদস্য, স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের নিয়ে এক মিছিল হাফলং শহর পরিক্রমা করে পুনরায় জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে এসে শেষ হয়। জেলা গ্রান্থাগার প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত সভায় আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব আবদুল কাদের বলেন, সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসন এবং সমাজকল্যাণ বিভাগকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' স্লোগানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং নারী নির্যাতনের ঘটনা প্রতিরোধ করতে সহয়তা করবে। তিনি বলেন, রাজ্যের অনান্য জায়গার মতো ডিমা হাসাও জেলায় নারী নির্যাতনের মতো ঘটনা অনেক কম জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত জেলা ভিত্তিক কর্মশালার প্রদীপ প্রজ্বলন করে উদ্বোধন করেন জেলা আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব আবদুল কাদের। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের ডেপুটি সেক্রেটারি রেবেকা সাংসন, ডিএসপি বি তেরন, মহিলা শক্তি মণ্ডলের সভানেত্রী পার্বতী থাওসেন প্রমুখ।

ফোর্বস-এ বিশ্বের একশো ক্ষমতাশালী নারীদের তালিকায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স) : ফোর্বস ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হল বিশ্বের ১০০ জন ক্ষমতাশালী নারীদের তালিকা। প্রতিবছর এই জনপ্রিয় ম্যাগাজিনের ক্ষমতাশালী ব্যক্তিত্বের তালিকায় নজর থাকে গোটা বিশ্বের। ২০২১ সালে ক্ষমতাশালী নারীদের তালিকায় ৩৭ তম স্থান দখল করেছেন দেশের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। তবে এই প্রথম নয়। ফোর্বস ম্যাগাজিনের ক্ষমতাশালী ব্যক্তিত্বের তালিকায় গত দুই বছর ধরেই জায়গা করে নিয়েছেন নির্মলা সীতারমন।

২০১৯ সালে প্রথমবার ফোর্বসের বিচারে তালিকায় যুক্ত হন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। সেই বছর ৩৪ তম স্থানে ছিলেন তিনি। ২০২০ সালে পিছিয়ে ৪১ তম স্থানে আসেন নির্মলা। চলতি বছরে এই তালিকায় আরও কিছুটা এগিয়ে এসেছেন তিনি। এই তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। ফোর্বস ম্যাগাজিনের বিচারে অনন্য নারীদের তালিকায় ৪৩ তম স্থানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তবে ভারতীয় ক্ষমতাশালী নারী হিসেবে শুধুমাত্র নির্মলা সীতারমন নন, ফোর্বসের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন আরও অনেক নারী ব্যক্তিত্ব। ৫২ তম স্থানে রয়েছেন এইচসিএল কর্পোরেশনের সিইও রোশনি নাদার মালহোত্রা। বায়োকনের এক্সিকিউটিভ চেয়ারপারসন কিরন মজুমদার সাউ রয়েছেন ৭২ তম স্থানে। জনপ্রিয় সংস্থা "নাইকা"র প্রতিষ্ঠাতা ফাল্গুনী নায়ার তালিকায় ৮৮ তম স্থানে রয়েছেন। সম্প্রতি দেশের ধনীতম স্বপ্রতিষ্ঠিত মহিলা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে ফাল্গুনী নায়ারকে।

নির্দল প্রার্থী তনিমার দেওয়াল লিখন মুছে দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের সুদর্শনার বিরুদ্ধে

কলকাতা, ৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : কলকাতা পুরসভার ৬৮ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেড়েই চলেছে। এবার প্রয়াত নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের বোন তথা নির্দল প্রার্থী তনিমা চট্টোপাধ্যায়ের দেওয়াল লিখন মুছে দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূল প্রার্থী সুদর্শনামুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে।

নির্দল প্রার্থী তনিমা অভিযোগ করেছেন, "বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই তৃণমূল প্রার্থী সুদর্শনা মুখোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ লোকজন একডালিয়া এভারগ্রিন ক্লাবের কাছে ঘোরাফেরা করছিলেন। তার কিছুক্ষণ পরেই জানতে পারি আমার নামের দেওয়াল লিখন মুছে দিয়েছেন ওঁরা।" ৪ ডিসেম্বর মনোনয়ন প্রত্যাহারের দিন ৬৮ নম্বর ওয়ার্ডের নির্দল প্রার্থী তনিমা জোড়াপাতা প্রতীক পান। তার পরেই তাঁর আগের দেওয়াল লিখনগুলি থেকে জোড়াফুলের প্রতীক মুছে জোড়া পাতা আঁকার কাজ শুরু হয়। একডালিয়া এভারগ্রিন ক্লাবের কাছে তনিমার নামে দেওয়াল লিখন হয়েছিল। বৃহস্পতিবার সকালে সেই দেওয়াল লিখনটি মুছে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

তনিমা অভিযোগ করেন, তৃণমূল প্রার্থীর ইন্ধনেই এই কাজ করা হয়েছে। বিষয়টি পুলিশের কাছে জানাতে গেলে পুলিশ জানিয়েছে, দেওয়াল লিখনের আগে বাড়ির মালিকের অনুমতিপত্রের কথা বলা হচ্ছে। তনিমার বক্তব্য, "দল আমাকে বহিষ্কার করলেও আমি এখনও তৃণমূলকে ভালবাসি। একজন প্রার্থী দলে থেকে কী ভাবে এই ধরনের কাজ করতে পারেন? আমি হাতেনাতে ধরেছি একজনকে। আমার কিছু ফ্লেক্সও ছেঁড়া হয়েছে।"

আমার স্বামী দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন জানালেন শোকার্ত প্রয়াত সতপাল রাইয়ের স্ত্রী

দার্জিলিং, ৯ ডিসেম্বর (হি.স) : দূরে রোদঝলমলে কাঞ্চনজঙ্ঘা। এমন দৃশ্য দেখার জন্য হাজার হাজার মাইল দূর থেকে এখানে আসেন পর্যটকেরা। এখানে বাড়ি যাঁদের, এই দৃশ্য তাঁদের কাছে অবশ্য নতুন নয়। তবে নতুন ছিল সকালটা, সূর্যের আলোও হল বিবর্ণ। বাড়ির কর্তা সতপাল রাই ছিলেন সেনা সর্বাধিনায়ক বিপিন রাওয়তের দেহরক্ষী। বুধবার হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। দার্জিলিঙের তাকদায় সতপালের বাড়ি থেকে ডুকরে ডুকরে কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। পাড়ার লোকের ভিড়েও থমথমে আবহাওয়া। "আমি আমার স্বামীকে হারিয়েছি কিন্তু তিনি দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। আমার হৃদয়কে সান্ত্বনা দেওয়া খুব কঠিন কিন্তু আমি গর্বিত যে তিনি দেশের জন্য মারা গিয়েছেন এবং নিজেকে ধন্যও মনে করেন।" বৃহস্পতিবার এই ভাষাতেই নিজের কথা জানালেন প্রয়াত সতপাল রাইয়ের স্ত্রী মন্দিরা রাই। তিনি আরও জানান, হেলিকপ্টারটি যাত্রা শুরু হওয়ার আগে সকাল সাড়ে ৮টার দিকে তাঁর সঙ্গে শেষ কথা হয়েছিল এবং বলেছিলেন যে তাঁরা গন্তব্যে পৌঁছানোর পরে তিনি ফোন করবেন। স্ত্রী মন্দিরা রাইয়ের পাশাপাশি সন্তানকে হারিয়ে শোকে বিহ্বল সতপালের মা সন্ত মায়া রাই জানান,'আমার ছেলে বলেছিল সে ব্যস্ত আছে এবং এখন কথা বলতে পারবে না এবং কাজ থেকে ফুরসত পাওয়ার পরে ফোন করবে'। কিন্তু সেই সুযোগ আর এল না। তার পরিবারের মতে, তিনি ছিলেন খুবই নম্র, বন্ধুত্বপূর্ণ স্বভাবের এবং খুব সাহায্যকারী মানুষ। তার পরিবার সেনা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ঘটনার খবর পান। স্ত্রী মন্দিরা রাই, ছেলে বিক্কল রাই যিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছাড়াও তাদের একটি ১৬ বছরের মেয়ে মুসকান রাইও রয়েছে। সতপালের আগেই অবসর নেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু জেনারেল বিপিন রাওয়াত তাকে আটকে রেখে তাঁরা ২০২৪ সালে একসঙ্গে অবসর নেবেন।

অখিলেশের পাশে থাকার বার্তা ! লাল টুপি পরে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ দোলা-শান্তার

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : অখিলেশের পাশে থাকার বার্তা তৃণমূলের দিয়ে লাল টুপি পরে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ দোলা-শান্তার। শুক্রবার সকালে সেই লাল টুপি পরেই গান্ধী মূর্তির পাদদেশে হাজির হন তৃণমূলের সাসপেন্ড হওয়া দুই মহিলা সাংসদ। যা নিয়ে সকাল থেকে রাজধানীর অলিন্দে শুরু হয়েছে জল্পনা। দোলা সেন এবং শান্তা ছেত্রীর মাথায় লাল টুপিকে সমাজবাদী পার্টির পাশে থাকার বার্তা হিসেবেই দেখছে রাজনৈতিক মহল।

সামনেই উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচন। সেখানে বিজেপির প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে কংগ্রেসের থেকে রাজনৈতিক মহল এগিয়ে রাখছে সমাজবাদী পার্টিকে। কিছুদিন আগে সপা সুপ্রিমো অখিলেশ যাদবকে জোট গঠনের বার্তা দিয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেছিলেন, অখিলেশ চাইলে বিধানসভা ভোটে সপা-কে সাহায্য করতে রাজি তৃণমূল।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি গোরক্ষপুরের সভা থেকে নাম না করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সপা সুপ্রিমো অখিলেশ যাদবকে বিঁধেছিলেন। বলেছিলেন, লাল টুপিরা সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি নমনীয়তা দেখিয়ে, জেল থেকে জঙ্গিদের বের করে আনতে সরকার গঠন করতে চায়। তাই উত্তরপ্রদেশের জন্য লাল টুপি পরা ব্যক্তিরা রেড অ্যালার্ট। তাঁরা বিপদের ঘণ্টা। সেই প্রেক্ষাপটে দোলা সেন এবং শান্তা ছেত্রীর লাল টুপি পরে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে হাজির হওয়াটা অখিলেশের পাশে তৃণমূলের থাকার বার্তা বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

স্মার্টফোন যখন ঘরের রিমোট

টিভি, ফ্রিজ, স্টেরিও সিস্টেম, এসির পাশাপাশি এখন ঘরের ফ্যান লাইটও নিয়ন্ত্রণ করছে স্মার্টফোন। বাতির রং, তাপমাত্রা ও ঔজ্জ্বল্যও বাড়ানো কমানো যায়। ইনফ্রারেড ও ব্লুটুথের পাশাপাশি বিভিন্ন অ্যাপের মাধ্যমেও স্মার্টফোন থেকে ডিভাইস নিয়ন্ত্রণের উপায় আছে। অনেক ধরেনের স্মার্ট ডিভাইস এখন বাজারে পাওয়া যায়। এগুলো এমনিতেই স্মার্টফোন দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। শুধু অ্যাপ নামিয়ে সমন্বয় করে নিলেই হলো। তবে একটু পুরনো মডেলের ডিভাইস স্মার্টফোন থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে কিছুটা ঝক্কি আছে। এ ক্ষেত্রে ছোট একটি ডিভাইস মূল ডিভাইসে যুক্ত করে নিতে হবে। এরপর ফোনের সঙ্গে অ্যাপ সমন্বয় করে সুবিধাটি পাওয়া যাবে।

সাধারণ ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ

টিভি, ফ্রিজ, স্টেরিও, এয়ারকন্ডিশনার, ডিএসএলআর ক্যামেরা, গাড়ির সিডি- ডিভিডি প্লেয়ার--- সব কিছুর সঙ্গেই আজকাল রিমোর্ট কন্ট্রোল সুবিধা থাকে। এসব রিমোট ইনফ্রায়েড পোর্টের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান করে। ইদানীং বেশ কিছু স্মার্টফোনেও এ ধরনের সুবিধা জুড়ে দিচ্ছে নির্মাতারা। ইনফ্রায়েড পোর্ট সুবিধাযুক্ত কিছু জনপ্রিয় ফোন হচ্ছে স্যামসাং গ্যালাক্সি নোট ৪, এইচটিসি ওয়ান এম ৮, এলজি জি ৪, এইচটিসি ওয়ান এম ৮, এলজি জি ৪, শাওমির রেডমি সিরিজ ইত্যাদি। ফোনগুলো তৈরির সময়ই রিমোট কন্ট্রোল অ্যাপ্লিকেশন যোগ করে দেওয়া হয়। ফোনে ইনফ্রায়েড পোর্ট দেওয়া না থাকলেও উপায় আছে। হেডফোন জ্যাকের সঙ্গে একটি ছোট ইনফ্রায়েড ডিভাইস যুক্ত করে রিমোট কন্ট্রোল অ্যাপ্লিকেশন চালানো সম্ভব। এ ধরনের ডিভাইসের দামও বেশকম, হাজার টাকার নিচে।

ফোনে পোর্ট যুক্ত করার পর দরকার রিমোট অ্যাপ্লিকেশন। এ ক্ষেত্রে জনপ্রিয় দুই অ্যাপ হচ্ছে পিল স্মার্ট রিমোট ও শিওর ইউনিভার্সাল রিমোট।

পিল স্মার্ট শুরুতে টিভির জন্য তৈরি হলেও প্রজেক্টর, সেট টপ বক্স, এয়ারকন্ডিশনার , কুলার এমনকি ক্যামেরাও এই অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে চলে।

শিওর ইউনিভার্সাল স্মার্ট রিমোটেও পিল স্মার্ট রিমোটের প্রায় সব সুবিধাই আছে। সঙ্গে আছে অপরিচিত ডিভাইসের রিমোট সেটআপ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমন্বয় করার বাড়তি সুবিধা।

ওয়াই-ফাইয়ে রিমোট কন্ট্রোলে

অ্যাপ ছাড়াও ওয়াই ফাইয়ের মাধ্যমে ঘরের বেশির ভাগ ডিভাইস রিমোট কন্ট্রোলে ফোন থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এক্ষেত্রে ইনফ্রারেড হাব বসিয়ে নিতে হবে। বাজারে ইনফ্রারেড হাবের দাম আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা। অ্যামাজন বা আলি এক্সপ্রেসে অ্যাকাউন্ট থাকলে কিছুটা কমে পাওয়া যাবে।

টিভি, এসি কেনার সময় সঙ্গে রিমোট দেওয়া হলেও সাধারণত ফ্যান, লাইট বা অ্যাকুয়ারিয়াম পাম্পের সঙ্গে দেওয়া হয় না। এগুলোও চাইলে ফোন থেকে নিয়ন্ত্রণকরা যাবে। এক্ষেত্রে ছোট্ট একটি ওয়াই ফাই নিয়ন্ত্রিত স্মার্ট প্লাগ কিনে নিতে হবে। সরাসরি ডিভাইসে বা প্লাগ পয়েন্টের সঙ্গে এটি যুক্ত করে ফোন থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। দাম হাজার টাকার মধ্যে । স্মার্ট প্লাগগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্র্যান্ডভেদে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে।

বাড়ির অন্যান্য কাজে যেমন তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, আলোর পরিমাণ ইত্যাদি পরিমাপক সেন্সর লাগানো যায়।এসব সেন্সর থেকে পাওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে স্মার্ট ডিভাইস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দূর থেকে ঘরের পরিবেশ নিয়ন্ত্র সম্ভব। যেমন — সেন্সরে দেখা যায় যে ঘর অনেক গরম হয়ে আছে, সে ক্ষেত্রে বাসায় পৌঁছার কিছু আগে স্মার্টফোন থেকে ঘরের এসি চালু করে দেওয়া যাবে। বাসায় পৌঁছতে পৌঁছতে ঘর ঠান্ডা হয়ে থাকবে।

সরাসরি ফোন থেকে নিয়ন্ত্রিত ডিভাইস

স্মার্ট লাইট, স্মার্ট এসি, স্মার্ট ফ্রিজ, স্মার্ট টিভি, স্মার্ট লকসহ বেশিরভাগ বৈদ্যুতিক ডিভাইসেরই ওয়াই ফাই নিয়ন্ত্রিত সংস্করণ পাওয়া যায়। স্মার্ট লাইট প্রথম নিয়ে আসে ফিলিপস হিউ। এসব বাতি ফোনের মাধ্যমে শুধু চালু বা বন্ধই নয়, আলোর পরিমাণ, রং, হোয়াইট ব্যালেন্সও ফোন থেকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। কয়েকটি হিউ সিরিজের বাতি একত্রে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য হিউ-হাবও রয়েছে। চীনের তৈরি কিছু নাম না জানা ব্র্যান্ডের স্মার্ট লাইটও বাজারে পাওয়া যায়। স্মার্টফোন থেকে সবচেয়ে সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায় স্মার্ট টিভি। এ ধরনের টিভিতে ফোনে থাকা মিডিয়া ফাইল চালানো যায়। আবার টিভির চ্যানেলগুলোও ফোনে দেখা সম্ভব। টিভির ব্র্যান্ড অনুসারে অ্যাপ্লিকেশন ফোনে ইনস্টল করে এ সুবিধা পাওয়া যাবে। এছাড়া স্মার্ট চুলার আঁচ ও সময় ফোন থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। স্মার্ট ফ্রিজে ঠিক কী পরিমাণ খাদ্য রয়েছে তাও ফোনেই দেখা যাচ্ছে, ফোন থেকে সরাসরি গান বাজানো যাচ্ছে স্মার্ট স্পিকারে। প্রতিটি ব্র্যান্ডের আলাদা অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে।

ভয়েস কমান্ডে ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ

অ্যামাজন ইকো: অ্যামাজন ইকো মূলত একটি ব্লুটুথ স্পিকার। এর মাধ্যমে সরাসরি ভয়েস কমান্ড দিয়ে স্মার্ট ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। ঘরের লাইট জানানো থেকে শুরু করে অনলাইনে পণ্য অর্ডারিকরা, গান বেছে স্পিকারে বাজানোসহ অনেক কিছুই সম্ভব অ্যামাজন ইকো ব্যবহার করে। গুগল হোম: বেশির ভাগ স্মার্ট ডিভাইসেই গুগল হোম কার্যকর। গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট স্থান, সময় ও সেন্সর ডাটার ওপর ভিত্তি করে কিছু কাজ করতে সক্ষম। যেমন — বাসার দরজায় ভুল করে তালা না লাগিয়ে বের হলে সঙ্গে সঙ্গে অ্যানড্রয়েড ফোনের মাধ্যমে গুগল হোম তা জানাবে। এভাবে বাসার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে।

সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রতিদিন কাঁচা সব্জি ও ফল খান

রান্না করা ফল বা সবজির চেয়ে কাঁচা ফল ও সবজি খাওয়া অনেক বেশি পুষ্টিকর। সব সবজি যে কাঁচা খেতে হবে এমন নয়। তবে প্রতিদিনের ডায়েট চার্টে কিছু কিছু কাঁচা সবজি বা ফল রাখুন। যেসব খাবারে বেশি এনজাইম থাকে যেমন পেঁপে, আনারস, বাঁধাকপি, মুলা, বিট, স্প্রাউটস এগুলো রান্না না করে কাঁচাই খান, বেশি উপকার পাবেন। জেনে নিন কেন কাঁচা সবজি খাওয়া জরুরি।কাঁচা ফল ও সবজিকে লাইফ ফুড বলা হয়। শরীর সুস্থ রাখতে ভিটামিন, মিনারেল, ফ্যাট, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেটের সুষম আহার প্রয়োজন। কারণ, আমরা সারাদিনে যা খাবার খাই, তা থেকেই কাজ করার শক্তি পাই। শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট আমরা খাবার থেকেই পেয়ে থাকি। তবে এনজাইমের সাহায্য ছাড়া খাবারে থাকা প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন ঠিকমতো হাড়, চুল, ত্বক, মাংসপেশীতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না। আর কাঁচা ফল বা সবজিতে প্রচুর পরিমাণে এনজাইম থাকে, যা হজম শক্তি বাড়াতেও সাহায্য করে। তাই রান্না করা ফল ও সবজির চেয়ে কাঁচা ফল বা সবজি খাওয়া বেশি উপকারী।খাবারে উপস্থিত এনজাইম ও নিউট্রিয়েন্ট তাপের সংস্পর্শে তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। তাই ফল বা সবজি যখন রান্না করা হয়, তখন তাপের সংস্পর্শে সেই খাবারে উপস্থিত নিউট্রিয়েন্ট ও এনজাইম অনেকাংশেই নষ্ট হয়ে যায়। ফলে আপনি সেই একই সবজি বা ফল কাঁচা অবস্থায় খেলে যতটা প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেলস বা এনজাইম শরীরে যেত, যখন সেটাই রান্না করে খাবেন তার পুষ্টিগুণ অনেকাংশে কমে যাবে। শুধু তাই নয়, প্রসেসড খাবারে উপস্থিত প্রোটিন, ভিটামিন ও মিনারেলের তুলনায় কাঁচা ফল ও সবজিতে উপস্থিত প্রোটিন, ভিটামিন ও মিনারেলস শরীরে বেশি সহজে অ্যাবজর্ব হয়। তাই প্রতিদিন কিছু কাঁচা সবজি ও ফল খান। সুস্থ থাকবে শরীর।সর্বদাই যাত্রাপথে খাবারের ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকা উচিত। নতুন জায়গায় যাওয়ার সময় অতি উতসাহে ইচ্ছামতো খাওয়া উচিত নয়। তাহলে হয়তো পেটের সমস্যায় হোটেল রুম আর হাসপাতালেই আটকে থাকতে হবে। তাই ভ্রমণের সময় নিম্নলিখিত খাবারগুলি থেকে সতর্ক হোনপানীয়: যেকোনো ধরনের পানীয় এমনকি খাবার জল পানের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। পানীয়র বোতল অবশ্যই সিল করা কিনা দেখে নেবেন। রাস্তাঘাটে অনেক নকল পানীয় পাওয়া যায়। তাই একটু দেখেশুনে পান করবেন।আধ সিদ্ধ খাবার: মণে কাঁচা বা আধ সিদ্ধ যেকোনো খাবারই এড়িয়ে চলা উচিত। তা হোক মাংস, চিংড়ি বা সি ফুড। কারণ এতে আপনার শরীরে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ হতে পারে।ফ্রোজেন ফুড: বরফ জমা খাবারে ব্যাকটেরিয়ার আশঙ্কা থাকে। বিশেষত, জল বা অন্য কোনো কোমলপানীয় গ্রহণের সময় রাস্তা থেকে কেনা বরফ মেশানো উচিত নয়। কারণ এই বরফ দূষিত জল থেকে তৈরি হতে পারে। রাস্তা বা বাস-ট্রেন স্ট্যান্ড থেকে স্থানীয়ভাবে তৈরি খোলা আইসক্রিম খাওয়া উচিত নয়।ডিম: আমরা অনেকেই ভ্রমণের সময় আধ সিদ্ধ ডিম সঙ্গে নিই। বাস বা রেলস্টেশনেও ডিম পাওয়া যায়। অনেকের তো কাঁচা ডিম খাওয়ারও অভ্যাস আছে। কিন্তু যাত্রাপথে আধ সিদ্ধ বা কাঁচা ডিম না খাওয়াটাই ভালো।কাঁচা সবজি: যেকোনো ভ্রমণ গাইড খুললেই দেখবেন নতুন জায়গায় গিয়ে সালাদ খেতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ সবজিগুলো কেমন জল দিয়ে ধোয়া হয়েছে, সেগুলো তাজা না দীর্ঘদিন ফ্রিজে ছিল, সেটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তাই বিদেশে গিয়ে সবজির সালাদ একটু ভেবেচিন্তে খেতে হবে। অনেক দেশে দূষিত পরিবেশে সবজি চাষ হয়, যা কাঁচা খাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ। তাই যাত্রাপথে এবং নতুন জায়গায় গিয়ে সবজির সালাদ থেকে দূরে থাকুন। দরকার হলে রান্না করা গরম সবজি খান।রেস্টুরেন্ট এড়িয়ে চলুন: ভ্রমণে চলার পথে স্ট্রিট ফুড খাওয়াটা অধিকতর নিরাপদ। কারণ এটা আপনার সামনেই তৈরি হচ্ছে। অন্যদিকে মহাসড়কের পাশে বা বিভিন্ন স্টেশনে যেসব রেস্টুরেন্ট থাকে, সেখানে কীভাবে খাবার তৈরি হচ্ছে, তা আপনি জানেন না। তবে এর মানে রেস্টুরেন্টকে একেবারেই বর্জন করতে হবে, তা নয়। রেস্টুরেন্টে গেলে এমন সময় খাবেন, যখন লোক সমাগম বেশি থাকে।সস, আচার: সস, আচার বা চাটনি থেকে দূরে থাকাটা নিশ্চয়ই কষ্টকর। কিন্তু ভ্রমণে এগুলো থেকে দূরে থাকাই ভালো। রাস্তাঘাটের আচার বা সস তৈরিতে নোংরা জল বা অন্য উপাদান ব্যবহার করা হয়। রাস্তাঘাটে জল ও সবজি থেকে তৈরি খাবারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ এগুলো নোংরা জল এবং বাসি সবজি দিয়ে তৈরি।

মানসিক রোগের সাথে ক্রিয়েটিভ কাজকর্মের সম্পর্ক আছে?

সৃষ্টিশীলতা আছে দেবতারকাছ থেকে। এমনটাই বিশ্বাস করত প্রাচীন গ্রিসের লোকেরা। গ্রিক মিথ অনুসারে শিল্প, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের উৎস ছিল নয়জন 'মিউজ' । গ্রিক দেবতাদের রাজা -দেবতা জিউসের ৯ মেয়েকে বলা হতো 'মিউজেস'। সৃষ্টিশীলতা আসে দেবতার কাছ থেকে। এমনটাই বিশ্বাস করত প্রাচীণ গ্রিসের লোকেরা। গ্রিক মিথ অনুসারে শিল্প, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের উৎস ছিল নয়জন 'মিউজ'। গ্রিক দেবতাদের রাজা দেবতা জিউসের ৯ মেয়েকে বলা হতো মিউজেস'। এমনকি আঠারো শতকেও মনে করা হতো নিজে থেকে কেউ সৃস্টিশীল হতে পারে না। সৃষ্টিশীলতা এমন এক গুণ যা কারো কারোই থাকে, সবার থাকে না। এমনকি এটাও মনে করা হতো যে বিষন্নতা, সিজোফ্রেনিয়া, বাইপোলের ডিজঅর্ডার এসব মানসিক অসুস্ততার সাথে সৃষ্টিশীলতার কোনো না কোনো সম্পর্ক আছে। চিত্রশিল্পী, লেখক, কবি, গায়ক , নাট্যকার, নৃত্যশিল্পী , অভিয়নশিল্পী, ইত্যাদি সৃষ্টিশীল মানুষের মানসিক রোগে ভোগার প্রবণতা তুলনামূলক বেশি।সাইকোলজিস্ট জে ফিলিপ রাশটন পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা যায়, সৃষ্টিশীলতার সাথে বুদ্ধি ও বিভিন্ন মুড ডিজঅর্ডারের সম্পর্ক আছে। সিজোফ্রেনিয়া, বাইপোলের ডিজঅর্ডার, ইউনিপোলার ডি প্রেশনের শিকার ৩ লাখ লোক আর তাদের রিলেটিভের ওপর পরিচালিত একটি জরিপে দেখা গেছে যাদের সিজোফ্রেনিয়া ও বাইপোলের ডিজঅর্ডার আছে, তাদের মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি বেশি। তাদের ভাইবোনদের মধ্যেও ক্রিয়েটিভ কাজ করার ঝোঁক বেশি। তবে যারা ইউনিপোলার ডিপ্রেশনের শিকার তাদের মধ্যে এরকম কোনো যোগসূত্র পাওয়া যায়নি।

দীর্ঘ সময় বসে কাজ? হতে পারে স্লিপ ডিস্ক, জেনে নিন কি করবেন

আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে অনিয়মের কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ''স্লিপ ডিস্ক'' বা ''ডিস্ক প্রোল্যাপ্স'' এর সৃষ্টি হয়। দিনের পর দিন কোমরের কাছে মেরুদণ্ডের দুই হাড়ের মাঝে ভুল ভাবে বেশি চাপ পড়তে পড়তে এক সময় পিছনের স্নায়ুতে চাপ দিতে শুরু করে।এর ফলে শুরু হয় কারেন্ট লাগার মতো তীব্র ব্যথা। দেখা দেয় ''অ্যাকিউট ডিস্ক প্রোল্যাপ্স''।অনেক সময় নীচু হয়ে হ্যাঁচকা টানে কিছু সরাতে গিয়ে, বা না জেনেবুঝে ব্যায়াম করতে গিয়েও সমস্যা হতে পারে। আবার ব্যায়াম না করার অভ্যাস ও ওবেসিটি থাকলেও সমস্যা হতে পারে। ১৫-৪০ বছর বয়সে এ রোগ বেশি হয়। ৫০-৮০ বছর বয়সের মানুষদের ক্ষেত্রে বেশি হয় ''ক্রনিক ডিস্ক প্রোল্যাপ্স''। এই অসুখে প্রথম দিকে হালকা ব্যথা হয়। পরিমাণ কম থাকে বলে অনেকেই ব্যথাকে পাত্তা দেয় না। তাই ভিতরে ভিতরে জটিল হয়ে উঠতে থাকে এই ব্যথা।এমন একটা সময় আসে যখন দেখা যায়, হাঁটতে গেলে পায়ে যন্ত্রণা হয়, দাঁড়াতে বা বসতে গেলেও হয়।রোগ ঠেকাতে যা যা করণীয় : চিকিতসকদের মতে, স্লিপ ডিস্ক ঠেকাতে প্রতিদিনের জীবনে বেশ কিছু নিয়ম মেনে চলাটা একান্তই দরকার। যেমন : ওজন ও ভুঁড়ি ঠিক রাখুন। শুধু কার্ডিও-ই নয়, কোমরের পেশি সবল করার ব্যায়াম করুন নিয়মিত। হাঁটা বা বসার সময় কোমর ও শিরদাঁড়া সোজা রাখুন। আধশোয়া হয়ে বা শুয়ে বই পড়া, টিভি দেখা যত কমানো যায়, ততই ভালো। কোমরে ব্যথা হলে ডাক্তারের পরামর্শমতো ব্যাক রিল্যাক্সিং আসন করুন। দীর্ঘক্ষণ বসে কাজ করতে হলে কোমরের কাছে সাপোর্ট দেওয়া চেয়ারে সোজা বসুন। একটানা বসে না থেকে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে একটু হাঁটাচলা করে বা ব্যাক স্ট্রেচিং করে নিতে পারেন। এতে সমস্যা কম হয়। নিয়মিত সাঁতার কাটলে খুব ভালো কাজ হয়। মেয়েরা ৪৫ আর ছেলেরা ৬০ বছর বয়সের পরে ডাক্তার দেখিয়ে ভিটামিন ডি খান। চিকিতসকের পরামর্শ মতো হাড় মজবুত রাখার ওষুধও খেতে হবে। প্রতিদিন ৩০ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা ভোরের রোদে থাকুন। অতিরিক্ত ধূমপানে হাড় পাতলা হয়। কাজেই অভ্যেস বদলান। মদ্যপান ছেড়ে দিতে পারলে সবচেয়ে ভালো। একান্তই তা না পারলে এক থেকে দেড় পেগের বেশি একেবারেই চলবে না।হাড় সবল করতে কী কী খাবেন? হাড় সবল করতে আমিষ খাবারের জুড়ি নেই। বিশেষ করে ডিম, কাঁটা সমেত স্যামন, সারডিন ও ছোট মাছ রাখুন ডায়েটে। এর সঙ্গে দুধ ও দুধের খাবার, মাশরুম, কড লিভার অয়েল, মাখন, ঘি, সবুজ শাকসবজি, বাদাম, কুমড়ো পাতা, টোফু, পোস্ত ইত্যাদিও রাখতে হবে খাবার পাতে। এর পরেও রোগের হানা দেখা দিতে পারে। তেমনটা হলে কী কী উপায়ে তার সঙ্গে যুঝবেন তা জেনে রাখা দরকারি।অ্যাকিউট ডিস্ক প্রোল্যাপ্সে বিশ্রাম, সামান্য ওষুধ, ফিজিওথেরাপি, বেল্ট, ব্যায়াম ইত্যাদির সাহায্যে প্রায় ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে সমস্যা কমে যায়। তবে যদি তীব্র ব্যথার সঙ্গে পায়ে জোর পাওয়া না যায়, আঙুল নাড়ানো বা পায়ের পাতা উপরে তুলতে কষ্ট হয়। এমন পরিস্থিতিতে এমআরআই স্ক্যান করে অবস্থার পর্যালোচনা করা দরকার। ক্রনিক ডিস্ক প্রোল্যাপ্সে কয়েকটি নিয়ম ও সামান্য ওষুধেই প্রায় ৭০ শতাংশ ক্ষেত্রে রোগ নিয়ন্ত্রণে থাকে।অ্যাকিউট ডিস্ক প্রোল্যাপ্সের অপারেশন বলতে যেটুকু ডিস্ক হাড়ের খাঁচার বাইরে বেরিয়ে এসেছে তাকে কেটে নার্ভকে চাপমুক্ত করা। খুব একটা কাটাছেঁড়া করতে হয় না এতে। কখনও মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে, কখনও ছোট্ট ফুটো করে এন্ডোস্কোপের সাহায্যে অপারেশন হয়। ক্রনিক ডিস্ক প্রোল্যাপ্সে বড় অপারেশন করাতে হয়।

পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে জ্বলন্ত মহাকাশ কেন্দ্র

বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন অকেজো হয়ে পড়া চীনা মহাকাশ স্টেশনের ধ্বংসাবশেষ সোমবারের মধ্যেই ভূপৃষ্ঠে এসে আছড়ে পড়বে। তবে কোথায় পড়বে তা এখনও কেউ ধারণা করতে পারছেন না।

টিয়াংগং ১ নামে এই মহাকাশ গবেষণা স্টেশনটি চীনের উচ্চাভিলাষী মহাকাশ কর্মসূচির অন্যতম প্রধান অংশ ছিল। চীনের লক্ষ্য হচ্ছে ২০২২ সাল নাগাদ তারা মানুষের বসবাসের উপযোগী একটি মহাকাশ কেন্দ্র মহাশূন্যে পাঠাতে চায়। টিয়াংগং ১ ছিল তারই পূর্ব প্রস্তুতি।

২০১১ সালে মহাকাশ কেন্দ্রটি কক্ষপথে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়। প্রায় সাত বছর পর এটি এখন ধ্বংস হয়ে পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে। চীনা ও ইউরোপীয় মহাকাশ বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, সোমবা নাগাদ মহাকাশ কেন্দ্রটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবে। বায়ুমন্ডলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এটিতে আগুন ধরে যাবে। তারপরও কিছু ধ্বংসাবশেষ মাটিতে এসে পড়বে। চীনের মহাকাশ প্রকৌশল দফতর তাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্ভয় দিয়েছে, কোনো সায়েন্সফিকশন সিনেমার মতো ঘটনা ঘটবে না।বরঞ্চ দেখারমতো কোনো ঘটনা ঘটতে পারে, আকাশে উল্কাবৃষ্টির মতো দৃশ্য চোখে পড়তে পারে।

কোথায় এসে পড়বে এই মহাকাশ স্টেশন? ২০১৬ সালে চীন জানায়, টিয়াংগংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তারা সেটিকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। ফলে কোথায় গিয়ে সেটি পড়বে, তা বলা যাচ্ছে না। ইউরোপীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা জানাচ্ছে, এটি নিউজিল্যান্ড থেকে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে কোনো এক জায়গায় গিয়ে পড়বে। কীভাবে এটি বিধ্বস্ত হবে? এস্ট্রেলিয়ার মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের ড. এলিয়াস আবোটানিয়োস বলেছেন, বায়ুমণ্ডলে ঢোকার পর এটির পতনের গতি ক্রমে বাড়তে থাকবে। একপর্যায়ে এর গতি ঘন্টায় ২৬ হাজার কিলোমিটারে পৌঁছাতে পারে। তিনি বলেন, ভূপৃষ্ঠের ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে পৌঁছানোর পর এটি গরম হতে থাকবে। ফলেএটি পুড়তে শুরু করবে। শেষ পর্যন্ত মাটিতে পড়ার আগে এর কত অংশ টিকে থাকে বলা কঠিন। কারণ এর গঠন নিয়ে চীন কখনও কিছু খুলে বলেনি। ভয়ের কি কোনো কারণ রয়েছে? বিজ্ঞানীরা বলছেন না। যদিও এই মহাকাশ স্টেশনটির ওজন ৮.৫ টন , কিনতু বায়ুমণ্ডলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এটি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। তবে যন্ত্রগুলো যেমন, তেলের ট্যাংক বা রকেট ইঞ্জিন হয়তো পুরোপুরি ভস্মীভূত নাও হতে পারে। যদি না হয়, তা হলেও এগুলো কোনো মানুষের ওপর এসে পড়বে সেই সম্ভাবনা খুবই কম। আবোটানিয়োস বলছেন -এসব ক্ষেত্রে ধ্বংসাবশেষের সিংহভাগই গিয়ে পড়ে সাগরে।

টিয়াংগং১ কেমন মহাকাশ স্টেশন? যুক্তরাষ্ট্র বা রাশিয়ার তুলনায় মহাকাশে চীনেরযাত্রা অল্প দিন আগের ঘটনা। ২০০১ সালে প্রথম চীন মহাকাশ যন্ত্র পাঠায়। তার পর ২০০৩ সালে প্রথমবার চীনা কোনো নভোচারী মহাকাশে যায়। এরপর ২০১১ সালে এসে চীন প্রথম মহাকাশ স্টেশন পাঠায়, যার নাম টিয়াংগং১ বা স্বর্গের প্রাসাদ। এই কেন্দ্রে মানুষ যেতে পারত, তবে অল্প ক'দিনের জন্য। ২০১২ সালে একজন নারী নভোচারী টিয়াংগংয়ে গিয়েছিলেন। দুবছর পর অর্থাৎ ২০১৬ সালের মার্চের পর এটি আর কাজ করছিল না।

গান মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা কতটা বাড়িয়ে দিতে পারে

গান শুনতে ভালোবাসেন না, এমন মানুষ পাওয়া কঠিন। গান শোনা শুধু বিনোদনের অংশই নয়, স্বাস্থ্য ও মন ঠিক রাখতেও দারুণ কার্যকরী। শারীরিক ক্লান্তি দূর করা ও মানসিকভাবে চাঙা রাখতে সংগীতের রয়েছে দারুণ উপকারিতা।গবেষকরা বলছেন, গান শোনার ফলে শরীরে ডোপামাইন নামক একটি হরমোন নিঃসৃত হয়, যা মন ভালো করে তুলতে সাহায্য করে। গান মানুষের শরীর ও মন সুস্থ রাখার পাশাপাশি আইকিউ এবং স্মৃতিশক্তি বাড়ায়।এজন্যই হয়ত আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছিলেন, ''আমি যদি পদার্থ বিজ্ঞানী না হতাম, তাহলে সঙ্গীতজ্ঞ হতাম।''একাধিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, গান শোনার মাধ্যমে মানুষের সম্পূর্ণ মস্তিষ্ক একসঙ্গে সজাগ হয়ে ওঠে। বাড়ে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতাও। বিশেষ করে বয়স্ক মানুষদের মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে কার্যকরী প্রভাব ফেলে সংগীত।মানসিক ক্লান্তি ও অবসাদ কমাতে বা কাটাতে সংগীত দারুণ ওষুধ হিসেবে কাজ করে। তাই গবেষকদের পরামর্শ, প্রচণ্ড কাজের চাপে শরীর ও মন ক্লান্ত হয়ে পড়লে গান শুনলে উপকার পাওয়া যায়।ব্যায়াম বা শরীরচর্চার সময় গান বা ইনস্ট্রুমেন্টাল মিউজিক শুনলে সহজে ক্লান্তি আসে না। ফলে দীর্ঘক্ষণ শরীরচর্চা চালিয়ে যাওয়া যায়।বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, খামার বা বাগানে সংগীত বা যন্ত্রসংগীত চালিয়ে রাখলে গাছের বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে দ্রুত হয়।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছবি নিজস্ব

বাড়ির ঠিকানাই ভুল, চতুর্থ শ্রেণীর নিয়োগ মামলায় তদন্তের নির্দেশ ডাক বিভাগের অধিকর্তাকে

কলকাতা, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : চতুর্থ শ্রেণীর মামলায় বিভ্রান্তি ক্রমশ বেড়ে চলেছে। যে ২৫ নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রথম অনিয়মের অভিযোগ সামনে আসে তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের ঠিকানায় ত্রুটি রয়েছে বলে অভিযোগ উঠল এবার। সেই মামলায় রাজ্য ডাক বিভাগের অধিকর্তাকে তদন্তের নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি। বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সেই নির্দেশ দিয়েছেন।

২০১৬ সালে রাজ্যে চতুর্থ শ্রেণীর নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। সেই মতো ১৩ হাজার নিয়োগ হয়। ২০১৯ সালের মে মাসে সেই চতুর্থ শ্রেণীর তালিকার মেয়াদ শেষ হয়। তার পরেও একাধিক নিয়োগ করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে এসএসসি-র বিরুদ্ধে। ২৫ জনের নিয়োগের সুপারিশের কথা জানা যায়। সেই তথ্য হাইকোর্টের হাতে আসে। কী ভাবে মেয়াদ উত্তীর্ণ নিয়োগ তালিকা থেকে নিয়োগ, তারই কৈফিয়ত চায় হাইকোর্ট।

মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পরও নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে বলে মামলা হয় স্কুল সার্ভিস কমিশনের বিরুদ্ধে। প্রাথমিকভাবে ২৫ জনের নিয়োগ নিয়ে এই অভিযোগ সামনে আসে। সেই ২৫ জনের মধ্যে কয়েক জনের বাড়ির ঠিকানা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ওই ২৫ জনকে আদালত এই মামলায় যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছিল। তাদের মধ্যে ১২ জনের ঠিকানায় চিঠি পাঠানো হলেও, ১১ জনকে চিঠি পাঠানো সম্ভব হয়নি। তাঁদের ঠিকানায় ত্রুটি রয়েছে বলে অভিযোগ।

একজনের ক্ষেত্রে ডাক বিভাগ আগে রিপোর্ট দিয়েছিল যে, বাড়িতে তালা দেওয়া রয়েছে। কিন্তু পরের দিনই চিঠি না দিতে পেরে ডাক বিভাগ জানিয়ে দেয়, সেই ঠিকানা ত্রুটিপূর্ণ। অপর একজন ওই নোটিস নিতে অস্বীকার করেন বলেও জানা গিয়েছে। এরপর এইসব ত্রুটিপূর্ণ ঠিকানা সম্পর্কে তদন্ত করে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। আগামী ১৭ ডিসেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে।

কয়েক দিন আগেই এই মামলায় সিট বা স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (সিট) গঠন করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জিতকুমার বাগের নেতৃত্বে এই সিট গঠন করে তদন্ত হবে বলে জানানো হয়েছে। টিমে থাকবেন মোট চার সদস্য।

এর আগে এই মামলায় সিবিআই অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েছিল সিঙ্গল বেঞ্চ। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় স্কুল সার্ভিস কমিশন। তাদের আর্জি ছিল, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা কেন? প্রয়োজনে অবসরপ্রাপ্ত কোনও বিচারপতির নেতৃত্বে এই তদন্ত এগোক। পরে সিবিআই অনুসন্ধানের নির্দেশ খারিজ করে দেয় ডিভিশন বেঞ্চ। আদালত জানিয়ে দেয়, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে সামনে রেখে বিশেষ তদন্তকারী দল তৈরি করা হচ্ছে। মামলায় সিবিআই অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সিঙ্গল বেঞ্চ এই নির্দেশ দেয়। মধ্য শিক্ষা পর্ষদের হলফনামার পর সিবিআইয়ের অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে বলেই মনে করে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সিঙ্গল বেঞ্চ। পরে সেই নির্দেশ খারিজ করে দেওয়া হয়।

চপার দুর্ঘটনায় দ্রুত তদন্ত কমিটি গড়ে সত্য উন্মোচনের প্রতিশ্রুতি রাজনাথ সিংয়ের

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : তামিলনাড়ু-কর্ণাটক সীমানায় ঘটা এমআই-১৭ চপার দুর্ঘটনায় মৃতদের শ্রদ্ধা জানিয়ে সংসদে বিবৃতি দিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। দ্রুত তদন্ত কমিটি গড়ে সত্য উন্মোচনের প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি। একইসঙ্গে, সেনা সর্বাধিনায়ক বিপিন রাওয়াত-সহ নিহতদের সম্মানে বৃহস্পতিবার সংসদে সমস্ত বিক্ষোভ কর্মসূচী স্থগিত করার কথা ঘোষণা করেছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি।

এদিন সংসদে রাজনাথ সিং বলেন, "চপার দুর্ঘটনায় ১৪ জনের মধ্যে সস্ত্রীক চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ-সহ ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। সেনা হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে দুর্ঘটনায় একমাত্র জীবিত ব্যক্তি গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুণ সিংয়ের। প্রয়োজনে তাঁকে অন্য হাসপাতালে পাঠানো হতে পারে। নিহতদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য পালন করা হবে।" একইসঙ্গে সংসদে প্রতিরক্ষামন্ত্রী আরও জানান, এই ঘটনার কারণ খুঁজে বের করতে তিন বহিনীর যৌথ তদন্ত কমিটি তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছে বায়ুসেনা। তদন্ত কমিটির নেতৃত্বে থাকবেন এয়ার মার্শাল মানবেন্দ্র সিং। এদিকে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত হেলিকপ্টারটির ব্ল্যাকবক্স খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। তামিলনাড়ু ও কর্ণাটক সীমান্তে কুন্নুড় জেলাতে উদ্ধার হয় ব্ল্যাকবক্স। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য এই উদ্ধার হওয়া ব্ল্যাকবক্সের ডেটা পরীক্ষা করেই জানা যাবে দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

দিল্লির রোহিণী আদালতে বিস্ফোরণে আতঙ্ক, বন্ধ শুনানি, দমকলের ৭টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স) : বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির রোহিণী আদালতে বিস্ফোরণের আতঙ্ক। তবে সেই বিস্ফোরণ ঘটে একটি ল্যাপটপ ফেটেই। দিল্লির অগ্নিনির্বাপণ বিভাগ এই তথ্য জানিয়েছে। বিস্ফোরণের তীব্র শব্দ এবং আকস্মিকতায় আতঙ্ক ছড়ায় আদালত চত্বরে। ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় দমকলের সাতটি ইঞ্জিন। পরে জানা যায়, আদালত চত্বরে একটি ল্যাপটপ ফেটেই সম্ভবত ওই বিস্ফোরণ ঘটেছে। প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টে এ কথা জানা গিয়েছে। যদিও দমকল বিভাগ জানিয়েছে, বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এখনই নিশ্চিত ভাবে বলা যাচ্ছে না কিছু।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে ওই বিস্ফোরণ ঘটে। আদালতের দৈনন্দিন কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল সেই সময়। আচমকা বিস্ফোরণের শব্দে আতঙ্ক ছড়ায়। মাঝ পথে বন্ধ হয়ে যায় শুনানি। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পাঠানো হয় দমকলের সাতটি ইঞ্জিন। এর আগে দিল্লির রোহিণী আদালতে এমন বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। গ্যাংস্টারদের দু'পক্ষের গুলি বিনিময়ে আদালত চত্বরেই নিহত হয়েছিলেন এক গ্যাংস্টার ও তাঁর সঙ্গী। বৃহস্পতিবারের ঘটনায় তাই দ্রুত সতর্ক হয় পুলিশ।

ফের বাবা হলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন

লন্ডন, ৯ ডিসেম্বর (হি.স) : ফের বাবা হলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। বৃহস্পতিবার লন্ডনের এক হাসপাতালে তাঁর স্ত্রী ক্যারি সাইমন্ডস জন্ম দিলেন এক ফুটফুটে কন্যাসন্তানের। দম্পতির মুখপাত্র একথা জানিয়েছেন। এর আগে তাঁদের প্রথম সন্তান উইলফ্রেডের জন্ম হয়েছিল ২০২০ সালের এপ্রিলে। এবছরের মে মাসে শোনা গিয়েছিল ক্যারির সঙ্গে বিয়ে সেরে ফেলেছেন বরিস। এবার শোনা গেল আরেক সুখবর। বৃহস্পতিবার জনসন-ক্যারির ওই মুখপাত্র জানিয়েছেন, "মা ও সন্তান দু'জনেই ভালো আছে। সমস্ত রকম সহায়তার জন্য সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক দলকে ধন্যবাদ।"

২০১৯ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই ডাউনিং স্ট্রিটে একসঙ্গেই থাকেন ৫৬ বছরের বরিস এবং ক্যারি। গত বছরই বাগদানের কথা ঘোষণা করেছিলেন তাঁরা। সঙ্গে এও জানিয়েছিলেন, শীঘ্রই মা হতে চলেছেন ক্যারি। গত বছরই এপ্রিলে ছেলে উইলফ্রেডের জন্ম দেন তিনি। কয়েক মাস আগে জানা গিয়েছিল ক্যারি আবারও সন্তানসম্ভবা হয়েছেন। শোনা গিয়েছিল অতিমারী পরিস্থিতি কাটলে একেবারে ২০২২ সালের জুলাইয়ে বিয়ে করবেন বরিস ও ক্যারি। কিন্তু তার আগেই এবছরের মে মাসে বিয়েটা সেরে ফেলেন তাঁরা। উল্লেখ্য, এর আগে দু'বার বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে বরিসের। তাঁর কটি সন্তান, তা প্রকাশ্যে বলতে চান না তিনি।

সিডিএস বিপিন রাওয়াত সহ অন্যপদের অকালপ্রয়াণে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন শিবেরগুল এবিভিপির

বাজারিছড়া (অসম), ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : বুধবার তামিলনাড়ুর কুন্নুরে সংঘটিত মর্মান্তিক হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় ভারতের প্রথম সিডিএস বিপিন লক্ষ্মণসিং রাওয়াত, তাঁর পত্নী সহ আরও ১১ জনের অকালপ্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশের পাশাপাশি প্রয়াতদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছে লোয়াইরপোয়ার শিবেরগুল এবিভিপি শাখা। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কার্যকর্তারা বাজারিছড়ার কালাছড়ায় অবস্থিত শহিদ বেদিদে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ সহ ১৩টি প্রদীপ প্রজ্বলন করে বীর শহিদদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছেন। পাশাপাশি প্রয়াতদের আত্মার চিরশান্তি কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করেছেন তাঁরা। শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে ছিলেন শিবেরগুল এবিভিপি শাখার সভাপতি টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ, রাজীব পাল, সুজন দাস, রূপম দাস, সুরজকুমার কানু, প্রদীপ দেবনাথ, দীপু চন্দ, নিপন নমশূদ্র, শতাব্দি পাল, তমা দেব, পায়েল পাল প্রমুখ।

গত ২৪ ঘন্টায় করোনা পশ্চিমবঙ্গ আক্রান্ত ৫৬৭ জন

কলকাতা, ৯ ডিসেম্বর (হি. স.): করোনা হানা কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না শহরবাসীর। ফের ৫০০ ছাড়ালো করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা পশ্চিমবঙ্গ আক্রান্ত ৫৬৭ জন। বৃহস্পতিবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৫৬৭ জন। যার জেরে আক্রান্তর সংখ্যা বেড়ে ১৬,২১,৩৭০। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯,৫৭৫। করোনাকে হারিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৫৭১। যার ফলে মোট সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে ১৫,৯৪,২৩০ জন। বর্তমানে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৮.৩৩ শতাংশ।

সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন মহারাষ্ট্রের প্রথম ওমিক্রনে আক্রান্ত

মুম্বই, ৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন করোনার নয়া ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রনে আক্রান্ত মহারাষ্ট্রের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। তবে তাঁকে এখনও ৭ দিনের হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে বলে জানিয়েছে মহারাষ্ট্র সরকার।বৃহস্পতিবার সকালে কল্যাণ-ডোম্বিভালি পুরসভার কমিশনার বিজয় সূর্যবংশী এই কথা জানান। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ হল মহারাষ্ট্রের প্রথম ওমিক্রনে আক্রান্তের। বুধবারই মহারাষ্ট্রের থানের বাসিন্দা বছর ৩৩- ওই যুবকের করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট আসে। তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হলেও, আপাতত এক সপ্তাহ গৃহবন্দি থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, দেশে প্রথম ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত রোগীর খোঁজ মিলেছিল কর্নাটক থেকে। এরপরই মহারাষ্ট্র থেকেও আক্রান্তের খোঁজ মেলে। বুধবার তাঁর আরটি-পিসিআর পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ আসায়, তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কল্যাণ-ডোম্বিভালি পুরসভার কমিশনার বিজয় সূর্যবংশী বলেন, "ওই যুবকের করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ আসার পরই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী, তার দু'বার আরটি-পিসিআর পরীক্ষা করা হয়, দুটি রিপোর্টই নেগেটিভ আসে। বর্তমানে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন এবং কোনও উপসর্গও নেই। তবুও অতিরিক্ত সতর্কতার জন্য তাকে সাতদিন একান্তবাসে থাকতে বলা হয়েছে।"

সোনিয়া গান্ধীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর (হি. স.) : বৃহস্পতিবার কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীকে তাঁর ৭৫তম জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টুইটে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।"

সোনিয়াজিকে তাঁর জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনিও জন্মদিনে সোনিয়ার দীর্ঘায়ু কামনা করে টুইট করেছেন। পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি এবং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল সহ বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও কংগ্রেস সভানেত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সোনিয়া গান্ধী অবশ্য এ বছর তাঁর জন্মদিন পালন না করার সিদ্ধান্তই নিয়েছেন। করোনা-পরিস্থিতি এবং কৃষক বিক্ষোভের প্রেক্ষিতেই তাঁর এহেন সিদ্ধান্ত। এ বিষয়ে কংগ্রেস দলের তরফ থেকে নেত্রীর জন্মদিন পালন না করার ব্যাপারে সমর্থকদের নির্দেশিকাও দেওয়া হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

'স্থিতিশীল' রাওয়তের কপ্টারের একমাত্র জীবিত গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুণ সিং

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স) : প্রয়াত সেনা সর্বাধিনায়ক বিপিন রাওয়তের কপ্টারের ১৪ জন সওয়ারির মধ্যে এক মাত্র তিনিই জীবিত রয়েছেন। বেঙ্গালুরুর এয়ারফোর্স কমান্ড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুণ সিংয়ের এখনও 'সঙ্কটজনক হলেও স্থিতিশীল'। বৃহস্পতিবার সংসদে এ কথা জানিয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

রাজনাথ লোকসভায় বলেন, "গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুণ গুরুতর ভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন। তাঁর প্রাণ বাঁচানোর জন্য সর্বোতে ভাবে চেষ্টা চলছে।" বায়ুসেনার তরফে বৃহস্পতিবার জানানো হয়েছে, বরুণের শরীরের ৪৫ শতাংশ অগ্নিদগ্ধ হয়েছে।

বুধবার তামিলনাড়ুর নীলগিরি পাহাড়ে এমআই-১৭ ভি-৫ কপ্টার দুর্ঘটনার পর মারাত্মক জখম অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছিল বরুণকে। প্রথমে তাঁকে ওয়েলিংটনের সেনা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তার পর স্থানান্তরিত করা হয় বেঙ্গালুরুতে।

গত আগস্টে সাহসিকতার জন্য শৌর্য চক্র সম্মাননা পেয়েছিলেন বরুণ। একটি 'এয়ার শো' চলাকালীন মাঝ আকাশে বরুণের তেজস যুদ্ধবিমানটি নিয়ন্ত্রণে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তিনি দক্ষতায় সঙ্গে নিরাপদ অবতরণে সক্ষম হয়েছিলেন।

উত্তরপ্রদেশের দেওরিয়ার বাসিন্দা বরুণের বাবা কে পি সিংহ ভারতীয় সেনার অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল। তাঁর কাকা অখিলেশ প্রতাপ সিং রাজ্যের প্রথম সারির কংগ্রেস নেতা এবং গান্ধী পরিবারের ঘনিষ্ঠ। বরুণের আর এক কাকা দীনেশ প্রতাপ সিং বলেন, "আমরা প্রচণ্ড উৎকণ্ঠায় রয়েছি। বায়ুসেনার পরবর্তী মেডিক্যাল বুলেটিনের অপেক্ষা করছি। আশা করছি, শেষ পর্যন্ত সব ঠিক হবে যাবে।"

সৎপাল রাইয়ের মৃত্যুতে মুখ্যমন্ত্রীর শোকবার্তা

কলকাতা, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : হাবিলদার সতপাল রাইয়ের মৃত্যুতে বৃহস্পতিবার শোক বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

বার্তায় তিনি লিখেছেন, "গতকাল মাত্র ৪০ বছর বয়সে তামিলনাড়ুর কুনুরে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় প্রয়াত হাবিলদার সতপাল রাইয়ের দুর্ভাগ্যজনক এবং আকস্মিক মৃত্যুতে আমি আন্তরিকভাবে গভীর শোক প্রকাশ করছি। দার্জিলিং এর টুকদাহ টি এস্টেট থেকে সতপাল রাই ছিলেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ, প্রয়াত জেনারেল বিপিন রাওয়াতের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষী। তিনিও ঘটনার শিকার হয়েছেন।

জাতির এই অপূরণীয় ক্ষতির জন্য গতকাল আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি। মাতৃভূমির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন সতপল রায়। পাহাড়ের এই সাহসী সন্তানের মৃত্যু এক অপূরণীয় ক্ষতি। বাংলার বীর সন্তান সতপল রাইর আত্মত্যাগকে আমরা চিরকাল মনে রাখব। আমি তাঁর শোকসন্তপ্ত মা এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছি।

এই অকাল মৃত্যুতে আমার বেদনা জানাতে আমি আজ সকালে তাঁর শোকাহত মাকে চিঠি লিখেছি। এছাড়াও, আমি গতকালের সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহত অন্য সমস্ত প্রতিরক্ষা কর্মীদের আত্মীয়দের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই।"

প্রয়াত রাওয়াতের সঙ্গে সাক্ষাতের ভিডিও-সহ স্মরণ রাজ্যপাল ধনকরের

কলকাতা, ৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : প্রয়াত বিপিন রাওয়াতের সঙ্গে সাক্ষাতের ভিডিও-সহ তাঁকে স্মরণ করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।

বৃহস্পতিবার ধনকর একটি টুইটারে লিখেছেন, "জাতি ভীষণভাবে অনুভব করবে প্রচুর প্রতিভাবান সেনাধ্যক্ষ বিপিন রাওয়াতকে। অনবদ্য সৈনিকের উদাহরণ ছিলেন তিনি। গত ৩ অক্টোবর যখন তিনি এখানে ডুরান্ড কাপ ফাইনালে ছিলেন তখন তাঁর সাথে পশ্চিমবঙ্গের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলি।"

কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী, পিআইবি, বিমানবাহিনী এবং নৌবাহিনীর টুইটারেও এই বার্তা যুক্ত করেন ধনকর।

অপর টুইটে ধনকর লিখেছেন, "আমি দিল্লিতে রাওয়াতের সঙ্গে দেখা করার এবং আরও আলোচনার সুযোগ পাওয়ার অপেক্ষায় ছিলাম। নিয়তি অন্যভাবে চেয়েছিল। তাঁর জীবন আমাদের সকলকে সর্বদা জাতিকে প্রথম রাখতে অনুপ্রাণিত করবে।" এর আগে বুধবার সন্ধ্যায় রাজ্যপাল টুইটারে জানান, "ভারতের প্রথম সিডিএস বিপিন রাওয়াতের অকাল মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। তিনি অসীম সাহসিকতার সাথে দেশ সেবা করেছেন। দুর্ঘটনায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা ও প্রার্থনা জানাই। গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুণ সিংয়ের দ্রুত আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করছি।"

কোকরাঝাড়ে তামিলনাড়ুর কুন্নুরে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি এবিএমস সহ বিভিন্ন সংগঠনের

কোকরাঝাড় (অসম), ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : তামিলনাড়ুর কুন্নুরে সংঘটিত গতকালের শোকাবহ হেলিপ্টার দুর্ঘটনায় সস্ত্রীক ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক (সিডিএস) বিপিন রাওয়াত এবং আরও ১১ জন সেনা আধিকারিক শহিদ হওয়ার ঘটনায় আজ বৃহস্পতিবার কোকরাঝাড়ে সারা বিটিচি সংখ্যালঘু ছাত্র ইউনিয়ন (এবিএমসু) গভীর শোক প্রকাশ করে এক শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। অনুরূপভাবে পৃথক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অকালে প্রয়াতদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছে জেলার বহু বেসরকারি সংগঠন।

আজ বৃহস্পতিবার আয়োজিত অনুষ্ঠানে কোকরাঝাড় জেলা সদরে উড়ালসেতুর নীচে এবিএমসুর কেন্দ্রীয় এবং জেলা সমিতির যৌথ উদ্যোগে তামিলনাড়ুর কুন্নুরে সংঘটিত দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করে মোমবাতি প্রজ্বলন করে শহিদ দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক বিপিন রাওয়াত এবং আরও ১১ জন সেনা আধিকারিককে স্মরণ করেছেন।

এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত ছোট্ট পরিসরে অনুষ্ঠানে বিভন্ন বক্তা বলেন, গতকাল সংঘটিত দুর্ঘটনার খবরে গোটা দেশের পাশাপাশি কোকরাঝাড়ের সর্বস্তরের মানুষও মর্মাহত। এ ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে সে ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারে বিহীত ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান বক্তারা।

আজকের শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে এবিএমসু-র প্রধান সাংগঠনিক সম্পাদক জাইদুল ইসলাম, উপ-সভাপতি আলি আজম শেখ এবং জেলা সভাপতি নজরুল ইসলাম সহ বেশ কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে কোকরাঝাড়ে আজ সন্ধ্যায় সিডিএস বিপিন রাওয়াত, তাঁর পত্নী সহ ১১ জন বীর সেনানী তামিলনাড়ুতে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় শহিদদর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছে কোকরাঝাড় পুরসভা। অনুষ্ঠানে কোকরাঝাড় পুরসভার চেয়ারপার্সন প্রতিভা ব্রহ্ম সহ লায়ন্স ক্লাবের পদাধিকারী ও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া কোকরাঝাড় মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনও আজ সন্ধ্যায় শহরের জেডি রোডে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় অকালে প্রয়াতদের প্রতি এক শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। আয়োজকরা তামিলনাড়ুতে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে সিডিএস বিপিন রাওয়াত অমর রহো স্লোগান দিয়েছেন। অনুষ্ঠানে কোকরাঝাড় মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তথা বিটিসি-র বিজেপির দলের পারিষদ রাজীবকুমার ব্রহ্ম, বণিক সংস্থার পদাধিকরীরা উপস্থিত ছিলেন।

সেনাপ্রধান নরবণে নাকি প্রাক্তন বায়ুসেনা প্রধান ভদোরিয়া, রাওয়তের উত্তরসূরি নিয়ে জল্পনা

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স) : তামিলনাড়ুতে কপ্টার দুর্ঘটনায় সেনা সর্বাধিনায়ক (সিডিএস) বিপিন রাওয়তের অকাল প্রয়াণের পরে তাঁর উত্তরসূরি মনোনয়নে তৎপর হয়েছে কেন্দ্র। সরকারি সূত্রে খবর, মূলত দু'জনের নাম উঠে এসেছে আলোচনায়। প্রথম জন, বর্তমান সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ মুকুন্দ নরবণে। দ্বিতীয় জন প্রাক্তন বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল (অবসরপ্রাপ্ত) আর কে এস ভদোরিয়া।

পদমর্যাদা এবং সিনিয়রিটির বিচারে সেনা সর্বাধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন নৌসেনা প্রধান অ্যাডমিরাল রাধাকৃষ্ণণ হরিকুমারও। কিন্তু তিনি নৌসেনার দায়িত্ব নিয়েছেন গত ৩০ নভেম্বর। তাই এত দ্রুত তাঁকে সরানো হবে না বলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের একটি সূত্রের দাবি। বর্তমান বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল বিবেকরাম চৌধুরি দায়িত্ব নিয়েছেন মাত্র আড়াই মাস আগে। তাই তাঁর ক্ষেত্রেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। তবে আগামী সপ্তাহেই এ বিষয়ে চূড়ান্তে সিদ্ধান্ত হতে পারে ওই সূত্র জানাচ্ছে।

কপ্টার দুর্ঘটনায় সেনা সর্বাধিনায়ক রাওয়াতের মৃত্যুর পর বুধবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটির জরুরি বৈঠক হয় প্রধানমন্ত্রী মোদীর ৭ লোককল্যাণ মার্গের বাসভবনে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের পাশাপাশি ওই বৈঠকে হাজির ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল। সেখানে দেশের দ্বিতীয় সেনা সর্বাধিনায়ক পদের সম্ভাব্য নাম হিসেবে নরবণে এবং ভদোরিয়াকে নিয়েই আলোচনা হয়েছে বলে সরকারি সূত্রের খবর। ২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর সেনাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন প্রয়াত রাওয়ত। তিন বছর কাজ করার পর ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর স্থলসেনা প্রধানের অবসর নেওয়ার কথা ছিল রাওয়তের। তার এক দিন আগে দেশের প্রথম সেনা সর্বাধিনায়ক পদে তাঁকে নিযুক্ত করে মোদী সরকার। সে ক্ষেত্রে গত ৩০ সেপ্টেম্বর অবসর নেওয়া ভদোরিয়াকে ফের ফেরানো হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে প্রাক্তন সেনাকর্তাদের।

গুয়াহাটির পার্শবর্তী হাজোয় রিকশাওয়ালার ঘর থেকে উদ্ধার ড্রাগস, নগদ টাকা, গ্রেফতার অভিযুক্ত

গুয়াহাটি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : শাক-সবজি বিক্রেতার পর এবার নিষিদ্ধ ড্রাগস করবারের সঙ্গে জড়িয়েছে রিকশা চালকের নাম। নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে নুনমাটি থানার পুলিশ নিয়ে মধ্য গুয়াহাটি পুলিশের এক বিশেষ দল অভিযান চালিয়ে জনৈক রিকশাওয়ালার ঘর থেকে বিপুল পরিমাণের নেশাদ্রব্য, নগদ টাকা এবং কিছু আপত্তিজনক সামগ্রী উদ্ধার করেছে। মাদক কারবারে জড়িত অভিযোগে অভিযুক্ত রিকশা চালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত মাদক কারবারিকে হাজোর বাসিন্দা আসান আলি বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশের বিশেষ অভিযানকারী দলটি গতকাল বুধবার মধ্যরাতে গুয়াহাটি মহানগরের পার্শবর্তী হাজোর বর্ণিগাওয়ের একটি বসতঘরে হানা দেয়। ওই অভিযানে বিপুল পরিমাণের ড্রাগস, নগদ ১৩ হাজার টাকা, অজস্র খালি কনটেইনার, একটি সিলিকন পেপার এবং একটি মোবাইল ফোনের দামি হ্যান্ডসেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে পেশায় রিকশা চালক আসান আলিকে আটক করে নুনমাটি থানায় নিয়ে এসেছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, গতকাল ফরেস্ট গেট এবং নুনমাটিতে অভিযান চালিয়ে তিন ড্রাগস কারবারিকে আটক করা হয়েছিল। তাদের বয়ানের ওপর ভিত্তিতে করে রাতে হাজো এলাকায় গিয়ে রিকশা চালক আসান আলির ঘরে তালাশি চালানো হয়েছিল। পুলিশ সূত্রের আরও খবর, রিকশা চালক গুয়াহাটিতে বাড়ি ভাড়া করে ড্রাগস পাচারে লিপ্ত ছিল। তার কাছ থেকেই গতকাল ধৃত ওই তিনজন মাদকদ্রব্য কিনেছিল। ধৃত আসান আলি বেশ কিছুদিন ধরে গুয়াহাটি এবং সংলগ্ন এলাকায় ড্রাগস পাচার করত।

প্রসঙ্গত, গতকাল ধৃত তিনজন রেকিব আমিন, মনুরউদ্দিন আলি এবং রুবুল আলি পেশায় শাক-সবজি বিক্রেতা। পুলিশের দল মহানগরের নুনমাটির এলাকায় অবস্থিত ফরেস্ট গেট এবং শালবাড়ির মিলিজুলি রোডে একটি বাসগৃহে অভিযান চালিয়ে প্রায় ২১ গ্রাম সন্দেহজনক ব্রাউন সুগার, নগদ টাকা এবং এএস ০১ ইবি ৭৭৮২ নম্বরের একটি স্কুটার (অ্যাকটিভা) বাজেয়াপ্ত করেছিল। নুনমাটি থানার তদন্তকারী পুলিশ অফিসার জানান, গতকাল গ্রেফতার মনুরউদ্দিন আলি নামের যুবক শালবাড়ি এলাকায় ভাড়া ঘরে বসবাস করে শাক-সবজির পাশাপাশি গুয়াহাটি মহানগরের বিভিন্ন প্রান্তে রমরমা ড্রাগসের কারবার চালিয়েছিল। ধৃত চারজনের বিরুদ্ধে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫ (এনডিপিএস)-এর নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে, জানান পুলিশ অফিসার।

শিবমন্দিরে চুরি, ধর্মনগর-কদমতলা সড়ক অবরোধ ক্ষুব্ধ জনতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। নিশিকুটুম্বের হানা পড়ল শিবমন্দিরে। এতে ধর্মপ্রাণ মানুষ রাগে, ক্ষোভে পথ অবরোধ করেন। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা থানাধীন ইছাই লালছড়া শিবমন্দিরে গতকাল বুধবার গভীর রাতে চুরির ঘটনায় আজ বৃহস্পতিবার স্থানীয় জনগণ ধর্মনগর-কদমতলা সড়ক অবরোধ করেন। প্রায় দুই ঘণ্টা অবরোধের ফলে যান চলাচল ব্যাহত হয়। কদমতলা থানার ওসি অবশেষে আশ্বাস দেন, শিব মন্দিরে চুরির সাথে জড়িতদের গ্রেফতার করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এর পরই অবরোধ প্রত্যাহার হয়েছে।

আজ প্রাতঃভ্রমণ বেরিয়ে স্থানীয় জনগণ শিবমন্দিরে মূল ফটকের তালা ভাঙা দেখেন। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকাবাসী ছুটে আসেন মন্দিরে। স্থানীয় জনগণের দাবি, মন্দিরের প্রণামী বাক্স থেকে নগদ দশ থেকে বারো হাজার টাকা এবং স্বর্ণালংকার ও মন্দিরে ব্যবহৃত পূজার সামগ্রী চুরি হয়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, ১৫ দিন আগেও এই শিবমন্দিরে চুরির ঘটনা ঘটেছে। অথচ, পুলিশে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে, গতকাল রাতে পুনরায় চোরের দল শিবমন্দিরে হানা দিয়েছে।

স্থানীয়দের বক্তব্য, প্রতি বছর এই শিব মন্দিরে পাঁচ থেকে ছয়বার চুরির ঘটনা সংগঠিত হয়। চোর আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু চুরি থামানো যায়নি। তাই আজ পুলিশের উপর থেকে আস্থা হারিয়ে এলাকাবাসী সড়ক অবরোধ করেন। এদিকে খবর পেয়ে কদমতলা থানার কৃষ্ণধন সরকার পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে এসে অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। অবরোধ প্রত্যাহার করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন ওসি সহ পুলিশকর্মীরা। কিন্তু অবরোধকারীরা কোনও অবস্থায় রাজি হচ্ছিলেন না।

স্থানীয় জনগণের বক্তব্য, ইছাই লালছড়া শিবমন্দিরটি বহু প্রাচীন এবং ধর্মপ্রাণ মানুষের বিশ্বাসের স্থল। প্রতিদিন মন্দিরে ভক্তরা পূজা দেন। বিভিন্ন পার্বণ ঘটা করে পালন করা হয় ওই মন্দিরে। অথচ, ভগবানের বাসস্থানই এখন নিরাপদ নয়। চোরের দল প্রতিবছর হানা দিয়ে সব লুটেপুটে নিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। এদিন অবরোধকারীরা সকাল আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত ধর্মনগর-কদমতলা সড়ক অবরোধ করে রাখেন। অবশেষে কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন এবং আশ্বাস দেন শিবমন্দিরে চুরির সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে অবরোধকারীরা দুই ঘণ্ট পর অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন।

তেলিয়ামুড়ায় স্বচ্ছ ভারত অভিযান কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৯ ডিসেম্বর।। দেশরক্ষার পাশাপাশি গোটা দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ১৫ দিনের ভারত সরকারেরী জনবহুল এলাকায় স্বচ্ছ ভারত অভিযান কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ছয়টায় তেলিয়ামুড়া ত্রিশাবাড়ি স্থিত রেল স্টেশন সহ এর আশপাশ এলাকায় সাফাই কর্মসূচি করে তেলিয়ামুড়া বি.এস.এফ ১১৯ এবং ৮০ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বি.এস.এফ তেলিয়ামুড়া সেক্টর হেডকোয়ার্টার কমান্ডেন্ট অনিল টিথা; ১১৯ ব্যাটালিয়ন কমান্ড্যান্ট আর.এস ত্রিবেদী সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং জওয়ানরা। এদিন বি.এস.এফ জওয়ানরা উৎসবের মেজাজে সাফাই কর্মসূচিতে হাত লাগায়। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বি.এস.এফ-এর এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন,,,১ থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত তেলিয়ামুড়া শহর এলাকার বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় সাফাই কর্মসূচিতে হাত লাগাবে তারা। এই সাফাই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো, সাধারণ মানুষজনকে স্বচ্ছতার প্রতি সজাগ করা এবং সাধারণ মানুষজনকে সাফাই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুপ্রাণিত করা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শান্তিরবাজারে আইনি সহায়তা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৯ ডিসেম্বর।। শান্তিরবাজার কমিউনিটিহলে অনুষ্ঠীতহয় ডিস্ট্রিক এয়ারনেস পোগ্রাম। দরিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী লোকজনদের ও মহিলাদের বিনামূল্যে আইনি সহয়তা প্রদানের লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার বেলা ১২ ঘটিকায় শান্তির বাজার কমিউনিটিহলে দক্ষিন জেলার ডিস্ট্রিক লিগেল সার্ভিসের উদ্দ্যোগে এক আইনি সচেতনতা সভার আয়োজন করাহয়।

এই সচেতনতনা সভায় প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যদিয়ে শুভসূচনা করেন বিলোনিয়া কোর্টের বার এসোসিয়েশান এর এডভোকেট মাম্পী সোম। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের সামনে আইনের বিভিন্ন দিকগুলি নিয়ে এবং গরীব অংশের লোকজন ও মহিলারা কিভাবে বিনামূল্যে আইনের পরিষেবা পেতেপারবে তানিয়ে আলোচনাকরলেন বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা আদালতের এডভোকেট মাম্পীসোম ও সরকারি আইনজীবি সুব্রত ভট্টাচার্য্য। আজকের এই সচেনতনাসভায় আশাকর্মী , অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষিকারা অংশগ্রহনকরে।

শৈব ধামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রাজ্যেও কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৯ ডিসেম্বর।। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের একটি ধাম শৈবধাম কাশী। উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে রয়েছে এই শৈব ধাম। ভারতের সনাতন সংস্কৃতির অন্যতম ঐতিহ্যবাহী তীর্থক্ষেত্রকে নতুন করে সৌন্দর্যায়নের মাধ্যমে পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংকল্প করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই সঙ্কল্প বাস্তবায়নের সন্ধিক্ষণে গোটা দেশ। আগামী ১৩ ডিসেম্বর দিব্য কাশী ভব্য কাশী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শৈব ধামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রীর এই মহতী কর্মযজ্ঞে সাক্ষী থাকতে দেশের ৫১ হাজার স্থানে সমাজের সকল অংশের মানুষ সমবেত হবে। এবং সেই অনুষ্ঠান এলইডি স্ক্রিনে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে। দিব্য কাশী ভব্য কাশী অনুষ্ঠানকে সার্থক করতে সারাদেশের সঙ্গে সিপাহীজলা জেলাতেও নানান কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিজেপির সিপাহীজলা উত্তরাংশের জেলা কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন বিজেপির প্রদেশ সম্পাদিকা অদিতি ভট্টাচার্য।

উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি অঞ্জন পুরকায়স্থ , সাধারণ সম্পাদক গৌরাঙ্গ ভৌমিক। অদিতি ভট্টাচার্য জানান আগামী ১৩ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উনার হাতেই সৌন্দর্যায়নের দ্বার উদ্ঘাটন করবেন। সেখানে হবে বিশেষ পূজার্চনা। প্রধানমন্ত্রীর এই মহতী কার্যক্রমে সারাদেশ পাশে থাকবে। সারা দেশ থেকে সাধু-সন্ত,সম্মানিত ব্যক্তি, শিক্ষক, ডাক্তার, প্রফেসর সেখানে উপস্থিত থাকবেন। ভারতের সামাজিক ঐক্য দৃঢ় করার লক্ষ্যে হবে সম্মেলন। উত্তর প্রদেশের সব মন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উপমুখ্যমন্ত্রী এবং পৌরনিগমের মেয়রগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।

দিব্য কাশী ভব্য কাশীকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা অভিযান শুরু হয়েছে। ১০ ডিসেম্বর প্রতি মন্ডলে হবে প্রভাব ফেরি। গেরুয়া ধ্বজ, শীবের ধ্বনি ইত্যাদি সমন্বিত বর্ণময় প্রভাতফেরী হবে সর্বত্র। আগামী ২৩ ডিসেম্বর কৃষকদের নিয়ে হবে সম্মেলন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতের পুরনো সংস্কৃতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছেন। সেই মহৎ কার্যক্রমে সেখানেই না যেতে পারলেও দেশজুড়ে দিব্য কাশী ভব্য কাশী কার্যক্রমকে সার্থক করার লক্ষ্যে নিজ নিজ এলাকায় নানান কর্মসূচি হাতে নেবেন। আগামী ১৩ ডিসেম্বর সিপাহীজলা জেলার চড়িলামের ব্রজপুর শিবমন্দিরে, বিশালগড় মন্ডলের জগন্নাথ জিউ মন্দিরে, কমলাসাগর মন্ডলের কসবা কালী মন্দিরে, গোলাঘাটি মন্ডলের ভাটিলারমা শীব মন্দিরে, টাকারজলা মন্ডলের জাবরাপাড়া শিব মন্দিরে সমাজের সকল অংশের মানুষকে সমবেত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ১৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় প্রতিটি মন্দির এবং প্রতিটি বাড়িতে মাটির প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে প্রধানমন্ত্রীর মহৎ কার্যক্রমে অংশ নেবে সমাজের সকল অংশের মানুষ।

জরিমানা

● প্রথম পাতার পর

আজ সেই মামলার রায় বের হয়। আদালত মামলার নাম্বার ৯৪/২০১৬। রায় দেন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফাস্ট ক্লাস শ্রীমতি মীত্রা দাসের কোর্ট। সিপিএম বিভাগীয় সম্পাদক তাপস দত্ত, ত্রিলোকেশ সিনহা ও বাবুল দেবনাথকে ৪৪৭ ধারায় দু'মাসের জেল এবং ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন এছাড়া ৩৫৩ ধারা অনুসারে দু'বছরের জেলের রায় দান করেন।

ধর্মনগর পুর পরিষদের নব নির্বাচিত সদস্যরা শপথ নিলেন চেয়ারপার্সন প্রদ্যৎ দে সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। ধর্মনগর পুর পরিষদের নব নির্বাচিত ২৫ জন সদস্য ও সদস্যা আজ ধর্মনগরস্থিত বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে শপথ গ্রহণ করেন। তাঁদের শপথ বাক্য পাঠ করান ধর্মনগরের মহকুমা শাসক কমলেশ ধর। শপথ গ্রহণের পর বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনের অপর একটি কক্ষে নবনির্বাচিত সদস্য ও সদস্যাগণদের নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভা থেকে ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন হিসাবে প্রদ্যৎ দে সরকার, ভাইস চেয়ারপার্সন হিসাবে ম' নাথ নির্বাচিত হন। এছাড়া চেয়ারপার্সন ইন কাউন্সিল হিসাবে প্রেমানন্দ নাথ, রূপালী অধিকারী, সুরজিৎ নাগ, রাহুল কিশোর রায় ও পারমিতা শর্মা নির্বাচিত হন। তাদের সকলকেই শপথবাক্য পাঠ করান মহকুমা শাসক কমলেশ ধর। শপথ গ্রহণের পর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধ সেন বলেন, মানুষের সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে নবনির্বাচিত চেয়ারপার্সন, ভাইস চেয়ারপার্সন সহ অন্যান্য সকল সদস্য ও সদস্যাগণকে। নাগরিক পরিষেবা উন্নত করার ক্ষেত্রে নবনির্বাচিতদের আন্তরিক হয়ে কাজ করার পরামর্শ দেন উপাধ্যক্ষ। কাজ করার ক্ষেত্রে রাস্তাঘাট, পানীয়জল, বর্জ্য নিষ্কাশন, ইত্যাদি ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন উপাধ্যক্ষ শ্রীসেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস ও সমাজসেবী মলিনা দেবনাথ। অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য জয়জিৎ শর্মা, সমাজসেবী শ্যামল নাথ ও অন্যান্য সমাজসেবীগণ। অনুষ্ঠানে উত্তর ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা ধনবাবু রিয়াং, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে গতকাল তামিলনাড়ুর কুন্নুরে কপ্টার দুর্ঘটনায় নিহত সেনা সর্বাধিনায়ক বিপিন রাওয়াত ও তার ীর ম'তির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত চেয়ারপার্সন, ভাইস চেয়ারপার্সন ও অন্যান্য সকল সদস্য ও সদস্যাদের হাতে ইসকনের পক্ষ থেকে গীতা গ্রন্থ তুলে দেওয়া হয়।

১১ ডিসেম্বর রাজ্যে জাতীয় লোক আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। আগামী ১১ ডিসেম্বর রাজ্যে বসছে জাতীয় লোক আদালত। উচ্চ আদালত সহ রাজ্যের সবকটি জেলা ও মহকুমা আদালত চত্বরে লোক আদালত বসবে। মোট ৫৪টি কোর্ট-এ ২৫৩৮টি মামলা নিপত্তির জন্য তোলা হবে। উচ্চ আদালতে একটি বে' গঠন করা হয়েছে। এখানে ৩১টি মোটর যান দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ, বৈবাহিক বিরোধ, এনআই অ্যাক্ট ইত্যাদি সংক্রান্ত আপিল মামলা নিপত্তির জন্য তোলা হবে। জাতীয় লোক আদালতে মোটর যান দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ মামলা ১৫৯টি, আপোষযোগ্য ফৌজদারি মামলা ২৭৬টি, বৈবাহিক বিরোধের ১৩২টি মামলা, এনআই অ্যাক্টের (চেক বাউন্স) ১১৭টি মামলা, দেওয়ানি সংক্রান্ত ১২টি এবং অন্যান্য চারটি মামলা নিপত্তির জন্য তোলা হবে। এছাড়াও ১৭৭৪টি ব্যাংক ঋণ অনাদায়ী প্রাক মামলা বিরোধ এবং টাটা মোটর ফিনান্স লিমিটেডের ৬৪টি প্রাক মামলা বিরোধ সংক্রান্ত বিষয় জাতীয় লোক আদালতে নিপত্তির জন্য তোলা হবে।

শিক্ষার

● প্রথম পাতার পর

শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। গুণগত

শিক্ষার ব্যবস্থা করতে রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। ও শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগের দায়িত্ব চুক্তিবদ্ধও সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া যাবে না বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। রাজ্য সরকার শিক্ষাকে বেসরকারিকরণের পথ থেকে সরে না আসলে অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

সরলীকরণ

● প্রথম পাতার পর

গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে সরকারি কাজেও দ্রুততা আনার লক্ষ্যে। শিল্পক্ষেত্রের বিকাশে বর্তমানে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত হচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে ইতিমধ্যেই উদ্ভাবনী ভাবনায় বিভিন্ন যুব উদ্যোগী সহ সাফল্যের নিরিখে ত্রিপুরা সর্বত্র পরিচিতি লাভ করছে। তাঁর দাবি, নীতি আয়োগের তথ্য অনুসারে দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম দিকে ওঠে এসেছে ত্রিপুরা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় সূচনা হতে চলা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে কাজে লাগিয়ে বাণিজ্যিক সম্ভাবনার বিকাশে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবায় রাজ্য সরকারের তরফে ভরতুকি সহ বিভিন্ন পরিকল্পনা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আন্তরিকতায় ত্রিপুরার উন্নয়ন গতিকে কোনওভাবেই রোখা সম্ভব নয়। আইটি সেক্টর, ডেটা সেক্টর সহ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রের বিকাশে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে ত্রিপুরা সরকার।

তৃণমূল

● প্রথম পাতার পর

পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। মহিলা নির্যাতন, দোকানপাট, বাড়িঘর সহ নানা স্থানে হামলা, অগ্নিসংযোগ, বাইক বাহিনীর তান্ডব প্রতিনিয়ত অব্যাহত রয়েছে। আগরতলা পূর্ব মহিলা থানায় হামলার ঘটনা সংঘটিত করেছে শাসক দলের দুর্বৃত্ত বাহিনী।

এই হামলার ঘটনায় কারা জড়িত রয়েছে সে সম্পর্কিত যাবতীয় ভিডিও রয়েছে ফুটেজ রয়েছে। প্রকাশ্য দিবালোকে মহিলা থানায় হামলার ঘটনার তদন্তের জন্য একজন উচ্চ আদালতের বিচারপতিকে দিয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।রাজভবন অভিযান উপলক্ষে ১৫ দফা দাবির মধ্যে অন্যান্য দাবিগুলো হলো অবিলম্বে শূন্যপদ পূরণ করা, বেকারদের কর্মসংস্থান, রাজ্যে শিল্প স্থাপন করে বেকারদের কাজের ব্যবস্থা করা, বিদ্যুৎ মাশুল ৫০% হ্রাস করা, গ্রামীণ রাস্তাঘাট সংস্কার,জাতীয় সড়ক নির্মাণে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা, শিক্ষা বেসরকারিকরণ বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা। সর্বোপরি নৈরাজ্য বন্ধ করতে শিক্ষামন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

গুজরাটে

● প্রথম পাতার পর

চূড়ান্ত অব্যবস্থা। থাকার ভাল জায়গা নেই। রাতে খাবার বাইরে থেকে আনাতে হয়েছে। ঘটনা সামনে আসতেই আক্রমণ শানাতে শুরু করেন বিরোধীরা। গুজরাত সরকারের অতিথি আপ্যায়নের ধরন নিয়ে ত্রিপুরার বিজেপি বিধায়ক সরব হতেই পুরনো প্রসঙ্গ টেনে আক্রমণ শানিয়েছে তৃণমূল।সিপিএমের দাবি, প্রধানমন্ত্রীর রাজ্যে মর্যাদাহানির শিকার হয়েছেন ত্রিপুরার বিজেপি বিধায়করা। বিশালগড়ের সিপিএম বিধায়ক ভানুলাল সাহার কথায়, একই দল পরিচালিত সরকার দুই রাজ্যে। আমাদের ছোট রাজ্য ঠিকই। কিন্তু বিধায়কদের মর্যাদা তো একই হওয়ার কথা। আমাদের রাজ্যের বিধায়কদের সঙ্গে যা হয়েছে তা দুর্ভাগ্যজনক।

তেলিয়ামুড়া

● আটের পাতার পর

ঘোষ, নিশা রাণী সূত্রধর, অচিন্ত্য ভ-াচার্য, সম্পা দাস, ইন্দ্রজিৎ দাস, র'ন মালাকার ও নিতীন কুমার সাহা। পরবর্তী পর্যায়ে নবনির্বাচিত সদস্য ও সদস্যাগণ এক সভায় পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন হিসাবে রূপক সরকার এবং ভাইস চেয়ারপার্সন হিসাবে মধুসূদন রায়কে নির্বাচিত করেন। নির্বাচিত চেয়ারপার্সন, ভাইস চেয়ারপার্সন ও ৫ জন নির্বাচিত চেয়ারপার্সন-ইন-কাউন্সিল শপথ গ্রহণ করেন।

প্রতিশ্রুতি দিলেন স্বরাষ্টমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

এরপর স্থানীয়রা জঙ্গলে আগুন ধরে যেতে দেখতে পান। তাঁরা সেখানে পৌঁছলে দেখতে পান সামরিক হেলিকপ্টারে আগুন ধরে গিয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের এক উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। তারা কপ্টার ভেঙে পড়ার জায়গায় আহতদের উদ্ধারের প্রচেষ্টা চালান। হেলিকপ্টার থেকে যাঁদের বের করা গিয়েছিল, তাঁদের সবাইকে ওয়েলিংটন মিলিটারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। যে তথ্য জানা গিয়েছে, তা অনুসারে, হেলিপক্টারে থাকা ১৪ জনের মধ্যে ১৩ জনেরই মৃত্যু হয়েছে।

রাজনাথ বলেছেন, যাঁদের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াত, তাঁর স্ত্রী মধুলিকা, তাঁর নিরাপত্তা পরামর্শদাতা ব্রিগেডিয়ার এলএস লিড্ডর, লেফটেন্যান্ট কর্নেল হরজিন্দর সিংহ, নায়েক গুরসেবক সিংহ, নায়েক জিতেন্দ্র কুমার, ল্যান্স নায়েক বিবেক কুমার, ল্যান্স নায়েক বি সাই তেজা ও হাবিলদার সতপাল। নিহতের দেহ আজ সন্ধেয় দিল্লি নিয়ে আসা হবে।

এদিকে এদিন রাজনাথ সিং জানান যে দুর্ঘটনায় বেঁচে যাওয়া একমাত্র কপ্টার সাওয়ারি গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুণ সিং ওয়েলিংটনের সামরিক হাসপাতালে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। রাজনাথ সিং বলেন, 'গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুণ সিং ওয়েলিংটনের মিলিটারি হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে রয়েছেন। তাঁর জীবন বাঁচাতে সব ধরনের চেষ্টা করা হচ্ছে।'

জেনারেল বিপিন রাওয়াতের পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। সেনার অন্যান্য আধিকারিকদের শেষকৃত্যে পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় হবে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, বায়ুসেনা প্রধান ভিআর চৌধুরীকে দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুধবারই ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। একইসঙ্গে সংসদে প্রতিরক্ষামন্ত্রী আরও জানান, এই ঘটনার কারণ খুঁজে বের করতে তিন বহিনীর যৌথ তদন্ত কমিটি তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছে বায়ুসেনা। দুর্ঘটনার তদন্ত করবেন এয়ার মার্শাল মানবেন্দ্র সিংহ। তদন্তকারী দল গতকালই কুন্নুরে পৌঁছে তাদের কাজ শুরু করে দিয়েছে।

এদিকে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত হেলিকপ্টারটির ব্ল্যাকবক্স খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। তামিলনাড়ু ও কর্ণাটক সীমান্তে কুন্নুড় জেলাতে উদ্ধার হয় ব্ল্যাকবক্স। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য এই উদ্ধার হওয়া ব্ল্যাকবক্সের ডেটা পরীক্ষা করেই জানা যাবে দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ।

এদিকে, তামিলনাড়ুতে চপার দুর্ঘটনায় মৃত সিডিএস বিপিন রাওয়াত-সহ ১৩ জনের দেহ পৌঁছল। বৃহস্পতিবার সন্ধেয় পালাম এয়ারফোর্স স্টেশনে পৌঁছয় জেনারেল বিপিন রাওয়াত-সহ ১৩ জনের মরদেহ। তামিলনাড়ুর সুলুর থেকে দিল্লিতে এল কপ্টার দুর্ঘটনায় নিহতদের দেহ। বায়ুসেনার সি-১৩০ জে সুপার হারকিউলিস এয়ারক্রাফে করে দেহ আনা হয়। পালাম এয়ারবেসে শেষশ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা। বিপিন রাওয়াতের মেয়ে পালাম এয়ারবেসে মা-বাবাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। এদিন রাতেই শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এছাড়া শ্রদ্ধা জানান প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। দফতরের প্রতিমন্ত্রী অজয় ভাট, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল এবং প্রতিরক্ষা দফতরের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭:৪০ নাগাদ রাওয়াত সহ ১৩ জনের মৃতদেহ দিল্লির পালাম এয়ার বেসে আনা হয়। সেখানে রাত সাড়ে আটটা নাগাদ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়। এদিন ভারতীয় বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে তামিলনাড়ুর সুলুর থেকে মৃতদেহ রাজধানী দিল্লিতে আনা হয়। আগামীকাল শুক্রবার পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় শেষকৃত্য হবে মৃত সিডিএস বিপিন রাওয়াত রাওয়াতের। রাওয়াতের রাজ্য উত্তরাখণ্ডে পালিত হবে তিন দিনের শোক।

প্রসঙ্গত, বুধবার বেলা ১২টা ৪০ নাগাদ কুন্নুরে একটি চা বাগানে ভেঙে পড়ে সেনার এমআই-১৭ হেলিকপ্টার। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলে সেনা বাহিনী। কপ্টারটি ভেঙে পড়ার পর তাতে আগুন ধরে যায়। ১৪ জন সওয়ারির মধ্যে ১৩ জনের মৃত্যু হয়। হাসপাতালে মারা যান সেনা সর্বাধিনায়ক। অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান তাঁর স্ত্রী মধুলিকা।

অসুখে

● প্রথম পাতার পর

বিলাইহাম রিয়াং চৌধুরী পাড়া। চড়াই উৎরাই পাহাড়ি রাস্তা ধরেই বিলাইহাম রিয়াং চৌধুরি পাড়া এলাকায় যেতে হয়। এলাকাটিতে পানীয় জলের যোগান নিশ্চিত করার জন্য পাম্প মেশিন বসানো হয়েছিল। কিন্তু সেই উৎস থেকে জল পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ পানীয় জলের অভাব দূরীকরণে নির্মাণ করা হয়েছিল উৎসটি। পানীয় জলের উৎসটি থাকলেও বর্তমানে সেই জল এলাকার একাংশ গিরিবাসীরা ব্যবহার করতে পারে না। ফলে পুরানো পদ্ধতি অনুসরণ করে জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে এলাকায় বসবাসকারী একাংশ গিরিবাসীদের। অভিযোগ এডিসি প্রশাসন এবং মুঙ্গিয়াকামি প্রশাসনের বদান্যতার কারণে বিলাইহাম রিয়াং চৌধুরী পাড়াবাসীরা বর্তমানেও জলের জন্য নিত্য দুর্ভোগে পোহাতে হচ্ছে। বিগত বাম আমলের পঁচিশটি বছর নেতা মন্ত্রীদের কাছ থেকে বহু আশ্বাস মিলেছে। কিন্তু প্রত্যন্ত বিলাইহাম রিয়াং চৌধুরি পাড়া এলাকাবাসীদের কপালে জুটে নি উন্নয়নের ছিটেফেঁটা।

এলাকায় পানীয় জলের চিত্র খুবই বেহাল। এমন দৃশ্য বিরল। এলাকার রমণীরা দূর-দূরান্ত থেকে পাথর চুষা কিংবা পাহাড়ের গায়ে জমিয়ে রাখা জল সংগ্রহ করতে বাধ্য হচ্ছে। বিলাই হাম রিয়াং চৌধুরী পাড়াবাসীদের দাবি পাইপ যোগে এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রদান করার যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল তা বাস্তবায়িত করে এলাকায় যেন পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। তা না হলে পাহাড়ের গায়ে আঢাকা গর্ত কিংবা ছড়ার জল পান করার ফলে জল বাহিত নানা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে ওই এলাকায়।এখন দেখার বিষয় মুঙ্গিয়াকামি ব্লক প্রশাসনওই এলাকায় পানীয় জলের সংকট দূরীকরণে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যে পাম্প মেশিন বসানো হয়েছিল তাতে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ রয়েছে।অভিযোগের তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন ওই সব এলাকায় বসবাসকারী উপজাতিরা।

মজুমদার

● প্রথম পাতার পর

পুর এলাকার মানুষের চাহিদা পূরণ করতে পারেনি বিগত বামফ্রন্ট সরকার।

বর্তমান পুরো নিয়ম এবং সরকার হাতে হাত ধরে পুর এলাকার উন্নয়নে কাজ করবে বলে তিনি পুর এলাকার জনগণকে আশ্বস্ত করেছেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মেয়র বলেন নর্দমা সাফাই, মশার প্রাদুর্ভাব থেকে রক্ষা, জল নিকাশি ব্যবস্থা, শহর এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখা সহ বিভিন্ন সমস্যা খতিয়ে দেখে সময়মতো সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। তিনি বলেন স্থানীয় জনগণের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। স্থানীয় মানুষের কি কি জরুরী সমস্যা রয়েছে সেগুলো সমাধানের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টিও সামনে তুলে ধরেন মেয়র।সাংবাদিকদের অপর এক প্রশ্নের উত্তরে পুরনিগমের নবনিযুক্ত মেয়র বলেন, গতানুগতিক পদ্ধতি পরিবর্তন করে কাজকর্মে স্বচ্ছতা ও কর্মসংস্কৃতি পরিবর্তন করা হবে।

পুর এলাকায় বসবাসকারী জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন আনার জন্য যাবতীয় প্রয়াস নেয়া হবে। পৌরনিগমের কোন কর্মচারী বন্ধু জনগণকে অসহযোগিতা পড়লে কিংবা হয়রানি করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর পুর নিগমের মেয়র দীপক কুমার মজুমদার বলেন,কাউন্সিলর থেকে শুরু করে মেয়র এর সঙ্গে যেকোনো সমস্যা নিয়ে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন যে কোন সাধারণ জনগণও। বর্তমান পুর নিগম পুর নাগরিকদের সঠিক পুর পরিষেবা দিতে বদ্ধপরিকর বলেও তিনি অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন।

ক্রীড়াঙ্গন

প্রথম বার গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় বার্সেলোনার, জিততে পারল না ম্যাঞ্চেস্টারও

বার্সেলোনা, ৯ ডিসেম্বর (হি.স) : চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিল বার্সেলোনা। বুধবার রাতে বায়ার্ন মিউনিখের বিরুদ্ধে ০-৩ গোলে হেরে যায় জাভি হার্নান্ডেজের দল। এই হারের ফলেই গ্রুপে তৃতীয় স্থানে শেষ করল তারা।

৬ ম্যাচে তাদের সংগ্রহ মাত্র ৭ পয়েন্ট। ২১ বছরে প্রথম বার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্ব টপকাতে ব্যর্থ বার্সেলোনা।

বুধবার গভীর রাতে বায়ার্নের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে কখনোই শক্তিশালী মনে হয়নি বার্সেলোনাকে। ৩৪ মিনিটের মাথায় গোল খায় তারা। রবার্ট লেয়নডস্কির ক্রস থেকে হেডে গোল করে যান থমাস মুলার। ৪৩ মিনিটের মাথায় ব্যবধান বাড়ান লেরোয় সানে। দুরন্ত শটে পরাস্ত করেন বার্সেলোনার গোলরক্ষক টার স্টেগানকে। প্রথমার্ধেই ০-২ গোলে পিছিয়ে যায় লিয়োনেল মেসির প্রাক্তন ক্লাব।

দ্বিতীয়ার্ধে বার্সেলোনার থেকে জয়ের আশা বোধ হয় তাদের অতি বড় সমর্থকও করেনি। ৬২ মিনিটের মাথায় গোল করেন বায়ার্নের জামাল মুসিয়ালা। ০-৩ গোলে পিছিয়ে যায় বার্সা।

এফ গ্রুপে মুখোমুখি হয়েছিল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড এবং ইয়ং বয়েজ। প্রথম পর্বে ঘরের মাঠে ম্যাঞ্চেস্টারকে ২-১ গোলে হারিয়ে দিয়েছিল তারা। বুধবার রাতেও অপরাজিত রইল সুইৎজারল্যান্ডের এই ক্লাব। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ১-১ ব্যবধানে শেষ হয় ম্যাচ। যদিও আগেই পরের পর্বের জন্য যোগ্যতা অর্জন করে নেওয়ায় ম্যাঞ্চেস্টার দলে ছিলেন না ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোরা।

বোর্ডের অনুরোধে না কোহলির, হাতছাড়া একদিনের ক্রিকেটের অধিনায়কত্ব

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর (হি.স) : নিজের পারফরম্যান্স ভাল করার জন্য বোর্ডের অনুরোধ মানেননি বিরাট কোহলি। টি-২০র অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আগেই। তখনই বোর্ডের তরফে তাঁকে অধিনায়কত্ব না ছাড়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। বোর্ড সভাপতি নিজে বিরাটের সঙ্গে কথা বলেছিলেন বলে একথা নিজেই জানিয়েছেন সৌরভ। কিন্তু তখন বোর্ডের অনুরোধ রাখেননি বিরাট কোহলি। কোচ রাহুল দ্রাবিড় সহ বোর্ড কর্তারা একটা ব্যাপারে একমত ছিলেন, সাদা বলের নেতৃত্ব দেওয়া হবে একজনের হাতেই। সেটা টি -২০ হোক বা একদিনের ক্রিকেট। সেই কারণে বিরাট কোহলি যখন টি টোয়েন্টির অধিনায়কত্ব ছাড়লেন। নিজেদের নীতি বজায় রাখতে বোর্ড কর্তারা একদিনের ক্রিকেটের নেতৃত্ব তাঁর হাত থেকে সরিয়ে রোহিত শর্মার হাতে তুলে দিলেন। ফলে শুধুমাত্র টেস্টের অধিনায়কত্বই রইল বিরাটের হাতে। এক সাক্ষাতকারে বোর্ড সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'এই সিদ্ধান্তটা বোর্ড এবং নির্বাচকরা মিলেই নিয়েছেন। বিরাট কোহলিকে টি-২০র অধিনায়কত্ব ছাড়ার জন্য বোর্ডের তরফে অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা শোনেননি। এরপরই নির্বাচকরা মনে করেছেন সাদা বলের ফর্ম্যাটে দুজন আলাদা অধিনায়ক রাখা ঠিক হবে না। সেজন্যই রোহিত শর্মাকে বেছে নেওয়া হয়েছে'।

সিগারেট নিষিদ্ধ করতে ব্যতিক্রমী আইন আনতে চলেছে নিউজিল্যান্ড

ওয়েলিংটন, ৯ নভেম্বর (হি.স.) : নিউজিল্যান্ডে আর কিছুদিনের মধ্যে সিগারেট নিষিদ্ধ করতে চলেছে সরকার। খসড়া আইনে বলা হয়েছে, যাদের জন্ম ২০০৮ সালে, তারা তাদের জীবদ্দশায় আর কোনওভাবেই আর সিগারেট কিনে খেতে পারবে না। নিউজিল্যান্ডে তরুণ প্রজন্মকে ধূমপানের আসক্তি থেকে রুখতে এই পদক্ষেপ।

নিউজিল্যান্ডের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. আয়েশা ভেরাল জানিয়েছেন, 'প্রথমত সিগারেট স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। তাছাড়া তরুণ প্রজন্ম সিগারেটের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে। সে কারণেই এই আইন আনা হচ্ছে।' সরকারি তথ্য অনুসারে, প্রতি চারজন ক্যানসার আক্রান্তের মধ্যে একজনের আক্রান্ত হওয়ার কারণ হিসেবে উঠে এসেছে ধূমপান। নিউজিল্যান্ডের এই পদক্ষেপে সন্তোষ প্রকাশ করেছে সে দেশের চিকিৎসক থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যকর্মী। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি / কাকলি

হেডের শতরান ও ওয়ার্নারের ৯৪-এ ভর করে প্রথম ইনিংসে বড় রানের পথে অস্ট্রেলিয়া

ব্রিসবেন, ৯ ডিসেম্বর (হি.স) : বল হাতে ইংল্যান্ডকে মাত্র ১৪৭ রানে বেঁধে ফেলার পরে ব্যাট হাতে রান করলেন অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটাররা। মাত্র ছ'রানের জন্য ডেভিড ওয়ার্নার শতরান ফস্কালেও শতরান করলেন আর এক বাঁ-হাতি ট্র্যাভিস হেড। রান পেয়েছেন মার্নাস লাবুশেনও। অ্যাশেজে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়ার রান সাত উইকেটে ৩৪৩। ইংল্যান্ডের থেকে ১৯৬ রানে এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া।

অজি ওপেনার মার্কাস হ্যারিস কম রানে আউট হলেও ওয়ার্নারের সঙ্গে জুটি বাঁধেন লাবুশেন। দু'জনে মিলে দলের রানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। ইংল্যান্ডের বোলাররা বেশ কয়েক বার সুযোগ দেন ওয়ার্নারকে। এক বার বেন স্টোকসের বলে তিনি বোল্ড হলে দেখা যায় নো-বল করেছেন স্টোকস। রানআউটের সহজ সুযোগও নষ্ট হয়।

১৬৬ রানের মাথায় জ্যাক লিচের বলে ৭৪ রানের মাথায় আউট হন লাবুশেন। স্টিভ স্মিথ রান পাননি। দেখে মনে হচ্ছিল শতরান করবেন ওয়ার্নার। কিন্তু ৯৪ রানের মাথায় ওলি রবিনসনের বলে আউট হন অজি ওপেনার। এই নিয়ে ৯০ রানের ঘরে গিয়ে সাত বার আউট হলেন ওয়ার্নার।

পাঁচ উইকেট পড়ে যাওয়ার পরে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং শুরু করেন হেড। দ্রুত রান তুলতে থাকেন তিনি। তাঁর প্রতি-আক্রমণের জবাব ইংরেজ বোলারদের কাছে ছিল না। মাত্র ৮৫ বলে শতরান করলেন হেড। দিনের খেলা শেষ হওয়ার সময় অস্ট্রেলিয়ার রান সাত উইকেটে ৩৪৩। হেড ১১২ ও মিচেল স্টার্ক ১০ রানে ব্যাট করছেন। তৃতীয় দিন লিড আরও বাড়িয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে নামবেন তাঁরা।

হিন্দুস্থান সমাচার/সঞ্জয়

শীতকালীন অলিম্পিক কূটনৈতিক বয়কট : 'মূল্য চোকাতে হবে', আমেরিকাকে হুমকি চিনের

বেজিং, ৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : ফের উত্তপ্ত আমেরিকা-চিন সম্পর্ক। আগামী ৪ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি বেজিংয়ে অনুষ্ঠিত হতে চলা শীতকালীন অলিম্পিক আমেরিকা কূটনৈতিক বয়কট করায় ফের উত্তপ্ত দুই দেশের সম্পর্ক। ইতিমধ্যেই চিন হুমকি দিয়ে বলেছে আমেরিকাকে এই সিদ্ধান্তের মূল্য চোকাতে হবে।

চিনের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ঝাও লিজান সংবাদমাধ্যমের সামনে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন জো বাইডেনের প্রশাসনের বিরুদ্ধে। তাঁর কথায়, "মিথ্যে ও গুজবকে গুরুত্ব দিয়েই বেজিংয়ের শীতকালীন অলিম্পিকে নাক গলাতে চেয়েছে আমেরিকা। এর ফলে ওদের অশুভ উদ্দেশ্যই প্রকট হয়ে উঠছে।

শীতকালীন অলিম্পিক রাজনৈতিক ক্ষমতা দেখানোর জায়গা নয়।"

বেজিংই একমাত্র শহর যেখানে গ্রীষ্মকালীন এবং শীতকালীন, দু'রকম অলিম্পিকেরই আসর বসবে। কিন্তু সেই বেজিংয়ের ধারাবাহিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণেই শীতকালীন অলিম্পিক্স কূটনৈতিক বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমেরিকা। যার ধাক্কায় নতুন করে দুই দেশের সম্পর্কের অবনতি প্রকাশ্যে।

প্রসঙ্গত, প্রথামাফিক অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধনী ও সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রতিনিধি দল পাঠায় আমেরিকা। কিন্তু এবার তা করবে না ওয়াশিংটন। কূটনৈতিক বয়কটের অর্থ হল, আমেরিকার ক্রীড়াবিদেরা শীতকালীন অলিম্পিক্সে অংশ নেবেন। কিন্তু বাইডেন সরকারের কোনও প্রতিনিধি অলিম্পিকের আসরে হাজির থাকবেন না। আমেরিকার এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছেন ডানপন্থী রাজনৈতিক সংগঠন এবং রাজনীতিবিদরা। এই একই কারণে শীতকালীন অলিম্পিক কূটনৈতিকভাবে বয়কটের পথে হাঁটছে ব্রিটেনও। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

বৃষ্টি ও ভিজেডি নিয়মে হার বাংলার, লড়াই কঠিন হল সুদীপদের

তিরুবনন্তপুরম, ৯ ডিসেম্বর (হি.স) : তিরুবনন্তপুরমে হঠাতবৃষ্টির জেরে বোর্ডের ভিজেডি নিয়মে বড় রান করেও জিততে পারল না বাংলা। নিয়মের প্যাঁচে ৮ রানে ম্যাচ জিতে নিল পদুচেরি। বিজয় হাজারে ট্রফির পরের রাউন্ডে পৌঁছনোর পথটা কঠিন হয়ে গেল বঙ্গ ব্রিগেডের।

প্রথম ম্যাচে বরোদার বিরুদ্ধে জয় পর পদুচেরির বিরুদ্ধে জিতলে পরের রাউন্ডের রাস্তাটা অনেকটাই প্রশস্ত হয়ে যেত বাংলার জন্য। সেই লক্ষ্য নিয়ে তিরুঅন্তপুরমের মাঠে নেমেওছিল বাংলা। কিন্তু ভাগ্য সহায় ছিল না বলেই একসময় এগিয়ে থেকেও নিয়মের গেড়োয় হতাশ হয়েই মাঠ ছাড়তে হল সুদীপ চট্টোপাধ্যায়দের।

টস জিতে প্রথমেই ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত বাংলা অধিনায়কের। তিরুবনন্তপুরমের পিচে প্রথম দিন থেকেই বাংলার কোচের মুখে একটাই কথা শোনা যাচ্ছিল, ২৫০ রান করতে পারলেই, ম্যাচ জয় কার্যত পাকা। শুরু থেকেই বাংলার এদিন লক্ষ্যও ছিল তেমনই। ওপেনিংয়ে শ্রীবতস গোস্বামী ৪৫ রান করে শুরুটা ভালই করে দিয়েছিলেন। যদিও মিডল অর্ডার তেমন রান পায়নি। তবে বাংলার ২৫০ রানের গন্ডী টপকাতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি। শাহবাজের ৬০ বলে ৮৫ রানের দুরন্ত ইনিংসের সৌজন্যে বাংলা করে ২৬৪ রান। ৪২ রানের মধ্যে পদুচেরির ২ উইকেট তুলে নেয় বাংলা। তবে হঠাতবৃষ্টিতে খেলা বন্ধ হয়ে যায়। পদুচেরির রান তখন ১৩২/২। এরপরই শুরু হয়ে যায় হিসাব নিকাশ। ভিজেডি নিয়ম অনুযায়ী সেই সময় ৬ রানে এগিয়ে ছিল পদুচেরি। আর তাতেই নির্ধারিত হয়ে হেরে যায় বাংলা।

PNIe-T NO:- 221EE-I12021-22, Dated 06/12/2021

The Executive Engineer, Division No-I. PWD(R&B), Agartala. Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on 27-12-2021 for 05(Five) Nos. Maintenance work. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7004647849 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

EXECUTIVE ENGINEER
AGARTALA DIVISION NO-I, PWD (R & B),
ICA-C-2876/2021-22 AGARTALA, WEST TRIPURA

PRESS NOTICE INVITING TENDER NOS.02/MMC/MNP/ 2021-22/2774 Dated, 06/12/2021

The Chief Executive Officer, Mohanpur Municipal Council, West Tripura invites on behalf of the AdmInIstrator,Mohanpur Municipal Council sealed Percentage rate tender (s) from Central & State Public Sector undertaking /Enterprise and eligible contractors / Firms /Agencies of appropriate class registered with PWD /TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other state PWO up to 3.00 P.M. on 30/1212021 for the following work :-

(1) DNIT NO:-08/MMC/MNP/DNIT/2021-22
(2) DNIT NO:-09/MMC/MNP/DNIT/2021-22
(3) DNIT NO:-10/MMC/MNP/DNIT/2021-22
(4) DNIT NO:-11/MMC/MNP/DNIT/2021-22
(5) DNIT NO:-12/MMC/MNP/DN1T/2021.22
(6) DNIT NO:-13/MMC/MNP/DNIT/2021.22
(7) DNIT NO:-14/MMC/MNP/DNIT/2021-22
(8) DNIT NO:-15/MMC/MNP/DNIT/2021.22
(9) DNIT NO:-16/MMC/MNP/DNIT/2021-22
(10) DNIT NO:-17/MMC/MNP/DNIT/2021-22
(11) DNIT NO:-18/MMC/MNP/DNIT/2021-22
(12) DNIT NO:-19/MMC/MNP/DNIT/2021-22
(13) DNIT NO:-20/MMC/MNP/DNIT/2021.22
(14)DNIT NO:-21/MMC/MNP/DNIT/2021-22

For details please contact to the office of the undersigned.

Chief Executive Officer
Mohanpur Municipal Council
ICA-C-2857/2021-22 Mohanpur, West Tripura

SHORT NOTICE INVITING TENDER NO: 24/EE/WRD-I/2021-22. Dated:-08/12/2021.

Sl. No.	DNIT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion
1	DNIT No. 93/EE/WRD-1/DNIT/2021-22	Rs.3,53,205.00	Rs. 3,532.00	01(one) month.
2	DNIT No. 94/EE/WRD-1/DNIT/2021-22	Rs.1,27,854.00	Rs. 1,279.00	02(two) months.

The Last date and Time for receipt of application for issue of tender form is on 17/1212021 upto 4.00 PM & Last date of Issue of tender form is on 18/1212021 upto 4.00 PM. And last date of dropping of tender form is on 20/12/2021 upto 3.00 PM. The tender will be opened on the same day at 3.30 PM if possible.

For details please visit at Website: www.tenders.gov.in and/or www.tripurainfo.com

Publication in 3 (three) nos. local daily News paper.

FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA
(Er. Pankaj Kumar Raha))
Executive Engineer
ICA-C-2868/2021-22 W.R. Division No. 1,
Kunjaban, Agartala

PRESS NOTICE INVITINP TENDER NO. PNIT:- e:PT-II pad.p/GZP/DDUPSPi2021-2022 Dated- 07/1212021

The Chief Executive Officer. Gornat? Zilla rarishad ttDM Collоctoi) Gomati District iidalpur invites on behalf of the 'Governor of Tripura item rate e-tender for procurement of the following items firms eligible bidders up to 15,00 Hrs. on **22/12/2021** for the following work:-

DNIT No. And Date	Name of The Work	Earnest Money	Tender Fee	Time For Completion of supply	Last Date And Time For Document Downloadin g And Bidding	Time And Date of Opening of Bid	Document Downloading And Biding At Application	Class of Bidder
DNIT No:- e-DT-01/ Spade/GZP/D DUPSP/2021-2022, Dated- 07/12/2021	Supply of Spade (Size of Spade No 6, weight- 1.8 K.G. of TATA brand) for distribution among the farmers 70 Nos. GP in 4 Non-ADC Blocks (i.e. Matabari / Tepania / Amarpur / Karaban RD Block) under Gomati District	Rs. 17,000/-	Rs.1,000/-	10 (Ten) Days.	Up to15.00 Hrs on 22/12/2021*	At 15.30 Hrs on 22/12/2021*	https://tripurat enders.gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website **https://tripuratenders.gov.in.** Bidders are lowed to bid 24x7 until the time of Bid closing, with option for Re-Submission, wherein only their latest submitted Bid would be)nsidered for evaluation The e-Procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding, after me scheduled dal.: id time. **Submission of bids physically is not permitted.**

Earnest Money and Tender Fee are to be deposited by online mode through the website https//tripuratenders.gov.in, efore the schedule time And the Tender fee is Non-Refundable.

Bids shat' be opened through online by respective Bid openers on behalf of the Senior Deputy Magistrate, Gomati istrict, Tripura and the same snail be accessible by intending Bidder through website https//tripuratenders.gov.in. However tending bidders and other Bidders may like to be present at the Bid opening. For any enquiry, please contact by e-mail to pmatidpo@gmail.com.

Note 'NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

Chief Executive Officer, Gomati Zilla Parishad
ICA-C-2869/2021-22 (DM & Collector) Gomati District Udaipur

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জাগরণ 10 December 2021, Friday আগরতলা ১০ ডিসেম্বর, ২০২১ ইং, ■ ২৩ অগ্রহায়ন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুরের সাথে সাক্ষাৎ করেন রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

দিল্লীতে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নয়া দিল্লীতে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুরের সাথে ওনার সরকারী আবাসে সাক্ষাৎ করেন রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর সুশান্ত বাবুর দাবীদাওয়া গুলোর যৌক্তিকতা স্বীকার করে ত্রিপুরা রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়নে সর্বোতভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেন। ওনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সাথে দীর্ঘসময় রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নতিকল্পে কী কী করা যায় সেগুলো বিস্তারিতভাবে তোলে ধরেন। মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তিনি শীঘ্রই ত্রিপুরা সফরে আসবেন বলে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীকে জানান

তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের সদস্যদের শপথ গ্রহণ সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৯ ডিসেম্বর।। আজ তেলিয়ামুড়া টাউন হলে তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্য ও সদস্যাদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রদীপ জালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ড. অতুল দেববর্মা, তেলিয়ামুড়া প'য়েত সমিতির চেয়ারম্যান যমুনা দাস সহ পুর পরিষদের নির্বাচিত সদস্যরা, প্রাক্তন বিধায়ক অশোক বৈদ্য, সমাজসেবক রতি সূত্রধর প্রমুখ। অনুষ্ঠানে নির্বাচিত সদস্য ও সদস্যাদের শপথবাক্য পাঠ করান তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক মহম্মদ সাজাদ পি। তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের নির্বাচিত সদস্য হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করেন অপর্ণা শীল, মধুসূদন রায়, বরুণা ঋষিদাস, মালাশ্রী সাহা পাল, বিমল রক্ষিত, বাবলি মজমদার, রূপক সরকার, রিঙ্কু ভৌমিক, শঙ্কর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অকাল বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষি এলাকা পরিদর্শনে কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৯ ডিসেম্বর।। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় আজ সম্পতি অকাল বর্ষণে কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দেখতে অমরপুর কৃষি মহকুমার বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। তিনি রাঙামাটি, রামপুর এলাকার পরিদর্শনে গিয়ে কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং কৃষকদের সহায়তার আশ্বাস দেন। তিনি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কৃষকদের যথাযথ ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি তাদের নতুনভাবে ফসল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা করার জন্য নির্দেশ দেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী ফসলবীমা যোজনায় যাতে কৃষকরা প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখার কথাও বলেন। তিনি রাঙামাটি এলাকার ক'ষক প্রণব দাসের ৬ কানি কাশ্মিরী কুলের বাগানও পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রঞ্জিত দাস, অমরপুর প'য়েত সমিতির চেয়ারম্যান মান্টি দেবনাথ (রুদ্রপাল) সহ ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক এবং ডিসিএম প্রীতম দেবনাথ প্রমুখ।বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ উঠার কারণে " নর্থ ইস্ট এবং পশ্চিমবঙ্গ সহ ত্রিপুরা রাজ্যেও গত তিনদিন ধরে অসময়ে প্রবল বৃষ্টির কারণে উদয়পুরের গোমতি নদীর তট ভূমির নিম্ন এলাকা গুলি প্লাবিত হয়। খিলপাড়া জামজুড়ি, বৈষ্ণবীরচর,পালাটানা, কুশামারা, রানী ,মহারানি,কাকড়াবন সহ বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পরে। কাকড়াবনের বহু জায়গায় কৃষকের জমির ফসল অসময়ের বন্যায় জলের নিচে পড়ে নষ্ট হয়। " কাকড়াবন গোটা এলাকাটি কৃষি নির্ভরশীল এলাকা তিনদিন ধরে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে কৃষকদের যে ক্ষতি হয়েছে তা আজ পরিদর্শন করেন কৃষক ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায় । অকাল বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা পরিদর্শন করেন, ওনার সাথে উপস্থিত ছিলেন কৃষি অধিকারিক দীপঙ্কর দেব সহ অন্যান্য কৃষি আধিকারিক বৃন্দ।যেসব কৃষকদের ফসল ক্ষতি হয়েছে সে বিষয়ে কৃষকদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হবে বলে আশ্বস্ত করেন কৃষক ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায় ন অসময়ে ভারী বর্ষণের ফলে সুখা মরসুমের ফসল- যেমন ফুল কপি, বাধা কপি, আলু ,ধনে পাতা, লাউ, কুমর, বেগুন ও শাক সব্জির ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হওয়ায় কৃষকদের মাথায় হাত। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায় বলে যে সকল কৃষকদের কৃষি বীমা করানো আছে তারা যেন দ্রুত ক্ষতি পূরণ পেতে পারেন তার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য কৃষি আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা বলেন। যে সকল কৃষকরা এখনো কৃষি বীমার আওতাভুক্ত হননি তাদেরও ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করা হবে বলে মন্ত্রী কৃষকদের জানিয়েছেন। ক্ষতি পূরণের দাবি উঠেছে সংশ্লিষ্ট মহল থেকে।

পানিসাগরের জলাবাসা বাজার সংযোগকারী বিভিন্ন গ্রামীণ রাস্তার বেহাল দশা, দপ্তর নীরব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। পানিসাগরের জলাবাসা বাজার সংযোগ সাধনকারী বিভিন্ন গ্রামীণ রাস্তার বেহাল দশা। রাস্তাঘাট সংস্কারের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না।

উত্তর জেলার পানিসাগর ব্লক এলাকার রাস্তাঘাট গুলি দীর্ঘদিন যাবৎ সংস্কারহীন অবস্থায় ধুঁকছে। রাস্তাঘাট গুলি সংস্কার না করার ফলে রাস্তাতে সৃষ্টি হয়েছে গর্তের। সামান্য বৃষ্টি হলে রাস্তাতে জল দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। রাস্তা গুলি বেহাল দশা হবার ফলে গ্রামের কৃষকরা যেমন তাদের উৎপাদিত ফসল বাজারজাত করতে পারছেন না,তেমনি রোগীদের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসতেও হচ্ছে চরম সমস্যা। সানীয় ব্লক এলাকার রাস্তাঘাট গুলি বেহাল দশা হলেও রাস্তাগুলি সংস্কারের কোন উদ্যোগ নিচ্ছেনা সংশ্লিষ্ট দপ্তর।সানীয় ব্লক এলাকার বিভিন্ন গ্রাম রাস্তাঘাট গুলি খুবই বেহাল দশায়। নয়দ্রোন,বত্রিশদ্রোন,দোকান গাঁ, নিন্দটিলা,রৌয়া ও পদ্মবিল এলাকার জনগন বাজার হাট করার জন্য জলাবাসা বাজারে আসতে হয়। উক্ত গ্রাম গুলি থেকে জলাবাসা বাজারে আসার রাস্তাটির অবস্থা খুবই বেহাল। দীর্ঘ পাঁচ থেকে সাত বছর যাবৎ রাস্তাটি সংস্কার করা হয়নি বলে সানীয়দের অভিযোগ।রাস্তাটি সংস্কার না করার ফলে রাস্তার পিচ উঠে গিয়ে মাটি বের হয়ে গিয়েছে। রাস্তাতে সৃষ্টি হয়েছে বিরাট বিরাট গর্তের। সামান্য বৃষ্টি হলে রাস্তাতে একহাটু জল দাঁড়ি যায়।তার উপর সম্প্রতি জাওয়াদ ঘূর্ণিঝড়ের টানা ঝিরঝির বৃষ্টির ফলে কর্দমাক্ত গ্রামীণ রাস্তাটি।রাস্তাটি বেহাল দশা হবার কারনে রাস্তাটি দিয়ে যানবাহন চলাচলও প্রায় এক প্রকার বন্ধ। তাছাড়া নয়দ্রোন,বত্রিশ দ্রোন,দোকান গাঁ ইত্যাদি গ্রামগুলি মূলত কৃষি নির্ভরশীল গ্রাম। উক্ত গ্রামগুলিতে বিভিন্ন ধরনের শাখ সব্জি উৎপাদন হয়।আর গ্রামের জনগন তাদের কৃষিজাত ফসল বিক্রি করার জন্য জলাবাসা বাজারে নিয়ে আসতে হয়। কিন্তু বর্তমানে রাস্তার বেহাল দশার কারনে যানবাহন কম চলাচল করার ফলে কৃষকরা তাদের কৃষিজাত ফসল বাজারজাত করতে গিয়ে পরিবহন খরচ দ্বিগুণ গুনতে হচ্ছে।তাছাড়াও গ্রাম গুলির জনগনের রোগ ব্যাধি হলে সানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসতে কাশি ঘন্টা বাজে।রাস্তার অবস্থা জরাজীর্ণ হবার ফলে রোগিদের হাসপাতালে আনতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে রোগির আত্মীয় পরিজনদের। বিশেষত গর্ভবতী মহিলাদের হাসপাতালে নিয়ে আসতে চরম সমস্যা হচ্ছে।এলাকার জনগন অভিযোগ করে বলেন, বাম সরকারের আমলের শেষ লগ্নে এই রাস্তাটিতে সংস্কার করানো হয়েছিল। কিন্তু এর পর দীর্ঘ পাঁচ থেকে সাত বছর অতিক্রান্ত হলেও আর কোন সংস্কারের নাম নেই।বর্তমানে রাস্তাটির অবস্থা এতটাই বেহাল যে,পথ চলিত জনগনকে চলাচল করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। হচ্ছে নিত্যদিন পথ দূর্ঘটনা।

মোহনপুর পুর পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণ সম্পন্ন চেয়ারপার্সন অনিতা দেবনাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। মোহনপুর পুর পরিষদের অফিস প্রাঙ্গণে আজ মোহনপুর পুর পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্য ও সদস্যাদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচিত ১৫ জন সদস্য ও সদস্যাদের শপথ বাক্য পাঠ করান মোহনপুর পুর পরিষদের মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত। পুর পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্য হিসেবে শপথ নেন অ'লী বিশ্বাস, গীতা আচার্য, কার্তিক আচার্য, অনিতা দেবনাথ, প্রদীপ দাস, গায়ত্রী দেব, শঙ্কর দেব, অর্পিতা সূত্রধর, সাধনা দাস, বিমল দেব, শিলা রাণী দেব, পূর্ণিমা দাস, শঙ্কর ঘোষ, নির্মল সরকার, সুখময় বিশ্বাস। এর পর নবনির্বাচিত সদস্য ও সদস্যাগণ এক সভায় অনিতা দেবনাথকে চেয়ারপার্সন ও শঙ্কর দেবকে ভাইস চেয়ারপার্সন হিসাবে নির্বাচিত করেন। অ'লী বিশ্বাস, কার্তিক আচার্য, বিমল দেব, পূর্ণিমা দাস, নির্মল সরকার চেয়ারপার্সন-ইন-কাউন্সিলার হিসাবে নির্বাচিত হন। চেয়ারপার্সন, ভাইস চেয়ারপার্সন, চেয়ারপার্সন-ইন-কাউন্সিলারদের শপথ বাক্য পাঠ করান পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা দেবপ্রিয় বর্দ্ধন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ, ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি জয়লাল দাস, মোহনপুর পুর পরিষদের প্রাক্তন চেয়ার পার্সন মতিলাল দাস, সমাজসেবী অসিত রায়, নিতাই দে, অজিত সূত্রধর সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ নির্বাচিত সদস্য ও সদস্যাদের অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, নির্বাচিত সদস্য ও সদস্যাদের দায়িত্ব বেড়ে গেছে। তিনি নির্বাচিত সদস্য ও সদস্যাদের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য, মানুষের অভাব অভিযোগ শুনে তা সমাধান করার জন্য বলেন। তিনি বলেন, মানুষ যাতে অফিসে এসে ফিরে না যায়, যে কাজের জন্য এসেছে তা যাতে সমাধান হয়। তিনি সকলকে নির্বাচিত সদস্য ও সদস্যাদের সাহায্য করার জন্য বলেন। তিনি বলেন, আমাদের শ্লোগান ছিল, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করতে হবে এবং মোহনপুরকে শ্রেষ্ঠ মোহনপুর করতে হবে। তিনি পুর কর্মীদের পুর পরিষদের উন্নয়নে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করার জন্য বলেন। তিনি আরও বলেন, বিগত দিনে অর্থের অভাব ছিলনা। মানসিকতার অভাব ছিল, চিন্তা চেতনার অভাব ছিল।

ধর্মনগরে অজ্ঞান অবস্থায় এক ব্যক্তি উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর পদ্মপুর এলাকার একটি পরিত্যক্ত ডোবা থেকে মদমত্ত এক ব্যক্তিকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেছে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা। মদের নেশার ঠেলায় এক ব্যক্তির লুকোচুরি খেলা পরিত্যক্ত ডোবার জলে।সন্ধ্যা রাতে মদের নেশার ঠেলায় মাখন নাথ নামের এক ব্যক্তি লুকোচুরি খেলা শুরু করে পরিত্যক্ত ডোবার জলে।

কুলমান বাঁচাতে শীতের রাতে ডোবার জলে লুকিয়ে ঠান্ডায় অচৈতন্য ব্যাক্তিকে দমকল কর্মীরা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে বর্তমানে সে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জান গেছে,বুধবার রাত আটটা থেকে সাড়ে আটটা নাগাদ ধর্মনগর থানাধীন পদ্মপুর এলাকার হরিচাঁদ রোডের আখড়া সংলগ্ন এলাকার জনগণ প্রত্যক্ষ করেন এক ব্যক্তি মদমত্ত অবস্থায় শীতের রাতে একটি পরিত্যক্ত ডোবার জলে হাবুডুবু খাচ্ছে।

সানীয় জনগণ ডোবার জল থেকে তুলার চেষ্টা করলে ঐ ব্যক্তি মানুষজন দেখে লুকোচুরি শুরু করেন।

তেলিয়ামুড়ায় গাঁজা বিরোধী অভিযানে পুলিশের সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৯ ডিসেম্বর।। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব চাইছেন নেশা মুক্ত ত্রিপুরা। আর সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে একই দিনে দুই দুইটি জায়গায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাঁজা বিরোধী অভিযান চালিয়ে বিশাল সাফল্য তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশের। ঘটনা তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনাচরণ জমাতিয়ার নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ ও টি.এস.আর বাহিনী বৃহস্পতিবার তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার নয়নপুরের নয়াবাড়ি , এবং লেম্বুছড়া এই দুই জায়গায় পুলিশ হানাদারি চালিয়ে প্রায় এগারো হাজার (১১,০০০) গাঁজা গাছ ধ্বংস করে। যার বাজার মূল্য প্রায় কুড়ি লাখ টাকা হবে বলে জানিয়েছেন তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনাচরণ জমাতিয়া।তবে বৃহস্পতিবার গাঁজা বিরোধী অভিযানে তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনাচরণ জমাতিয়া ছাড়াও ছিলেন তেলিয়ামুড়া থানার ওসি নাড়ু গোপাল দেব, ইন্সপেক্টর শুভঙ্কর দেববর্মা, এস.আই প্রীতম দত্ত সহ বিশাল পুলিশ ও টি.এস.আর বাহিনী।পরে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনাচরণ জমাতিয়া জানান, গোটা রাজ্যের সাথে তেলিয়ামুড়া মহকুমা কে নেশা মুক্ত করার জন্য পুলিশের এমন উদ্যোগ। আগামী দিনেও এমন অভিযান জারি থাকবে এসডিপিও জানান।

বিলোনীয়া পুর পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্যরা শপথ নিলেন, চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৯ ডিসেম্বর।। আজ বিলোনীয়ার শচীন দেববর্মণ অডিটরিয়ামে এক অনুষ্ঠানে বিলোনীয়া পুর পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্য ও সদস্যাগণ শপথ গ্রহণ করেন। শপথবাক্য পাঠ করান দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ভারপ্রাপ্ত জেলাশাসক সুরেশ চন্দ্র দাস। ১৭ জন সদস্য ও সদস্যা শপথ গ্রহণ শেষে নতুন চেয়ারপার্সন হিসেবে নিখিল চন্দ্র গোপ এবং ভাইস চেয়ারপার্সন হিসেবে শিখা নাথকে নির্বাচিত করেন। এরপর তাদেরকে চেয়ারপার্সন ও ভাইস চেয়ারপার্সন হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করান ভারপ্রাপ্ত জেলাশাসক। চেয়ার পার্সন-ইন-কাউন্সিল হিসেবে শপথ নেন মোট সাতজন। তাছাড়া পাঁচটি স্থায়ী কমিটির সভাপতিগণও আজ শপথ গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি কাকলী দাস দত্ত, সহকারী সভাধিপতি বিভীষণ চন্দ্র দাস, বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক, মহকুমা শাসক মাণিক লাল দাস প্রমুখ। শপথ গ্রহণ শেষে নবনির্বাচিত চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ বলেন, বিলোনীয়াকে একটি আধুনিক মডেল শহর হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

কল্যাণপুরে রঙীন নেশায় আসক্ত যৌবন, পুলিশ শীত ঘুমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৯ ডিসেম্বর।। রঙ্গিন নেশায় আসক্ত যৌবন পুলিশ শীত ঘুমে।' বিপিন বাবুর কারণ সুধা। মেটায় জ্বালা মেটায় ক্ষুধা। মরা মানুষ বেঁচে উঠে। এমনি যে তার জাদু।' অমানুষ ছবির এই জন প্রিয় গান যেন বিষ হয়ে বাস্তবে অনবরত ছোবল মারছে কল্যাণপুর বাসীকে। দেশি ও বিলাতি মদে ভাসছে গোটা কল্যাণপুর। নুতন এক ব্যবস্থাপনার সৃষ্টি হয়েছে তা হলো হোম ডেলিভারি। যারা নিজেদের লাট সাহেব ভাবেন বিত্তের জন্য তারা বাজার থেকে মদ কেনেন না। তেনারা একটি ফোন করলেই ঘরে মদ হাজির।বাজারের অনেক দোকান এবং ঘুপচি তে এই অবৈধ মদ বিক্রি হয়। কিন্তু কল্যাণপুর থানার পুলিশ যেন নিধিরাম সর্দার।

সব অফিসার অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র যেন সেজে বনে বসে আছেন। মাঝেমধ্যে পুলিশ মদ বিরোধী অভিযান করেন। কিন্তু তা নামকুয়াস্তে।কল্যাণপুরে সাধারণ অপরাধ এর মাত্রা এমন নয় যে পুলিশ কে সদাই ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর পর ও এই অবৈধ মদ বিক্রি তে কোন লাগাম নেই। এতে নতুন প্রজন্ম ধ্বংস হয়। কিন্তু একটু বেশি টাকা খরচ করলেই বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছে মদ এর রঙিন বোতল। সামান্য রাত হলে মদ্যপ দের জন্য রাস্তায় রীতিমতো হাঁটা মুশকিল। মহিলারা কোন রকমে সম্ভ্রম বাঁচিয়ে চলেন। এই সব মদ বিক্রেতারা কল্যাণপুরে সুন্দর নিরিবিলি শ্যামলী রূপ টাই নষ্ট করে দিচ্ছে। দুর্গাপূজার সময় কল্যাণপুর থানার পুলিশ বেশ কয়েকটি মদ বিরোধী অভিযান চালিয়েছিল। কল্যাণপুর এর ঘিলাতলী, মোহরছড়া, তোতা বাড়ি"; পশ্চিম গিলাতলী; বাগানবাজার সহ এডিসি এলাকা দেশি মদের কারখানা হয়ে উঠেছে।

দিন নেই রাত নেই মদ তৈরী ও বিক্রি হচ্ছে। এডিসি এলাকা থেকে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী পাইকারি দামে তা কিনে কল্যাণপুর আনছেন। সূত্রের খবর কেউ কেউ আবার বাইকে করে উপজাতির জনপদ থেকে কল্যাণপুর শহর এলাকায় মদ সাপ্লাই করছেন।এর পর তা ছড়িয়ে পড়ছে। মদে মানুষ যেমন অসুস্থ হচ্ছে তেমনি আর্থিক ভাবেও শেষ হয়ে যাচ্ছে। এক এক করে এই অবৈধ মদের কারণে শেষ হয়ে যাচ্ছে এক একটি দরিদ্র পরিবার। কোন উৎসব অনুষ্ঠানে তো মদের ফোয়ারা ছুটে। এমন কি কারো শবদেহ সৎকার করতেও এখন মদ লাগে। এক এক সময় ভাবনা হয় যে এ কোন সংস্কৃতির দিকে যাচ্ছি আমরা। কিন্তু নেশার মতো ভয়ঙ্কর ভাইরাস কে নির্মূল করবে কে। শুধু পুলিশ কে দোষ দিয়ে কাজ হবে না। নিজের মূল্যবোধ নিজের বিবেক যদি জাগ্রত না হয় তাহলে পুলিশ একা কি করবে। তাছাড়া এখন শীতের সময়ে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত সন্ধ্যার পর বিভিন্ন দোকানে বেশ জমিয়ে বসে মদের আসর। শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের দাবী পুলিশ বা আবগারি দপ্তর কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করলে কমবে রঙিন নেশা।

মহকুমা প্রশাসনের উদাসীনতায় উদয়পুরে শ্মশানঘাটের বেহাল অবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। উদয়পুর মহকুমা প্রশাসন ও বিগত দিনের পুর পরিষদের উদাসীনতায় মহাশ্মশান গুলি মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। এসব সমস্যা সমাধানে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য স্থানীয় জনগণের তরফ থেকে জোরালো দাবি উঠেছে।গোমতী জেলা সদর উদয়পুর মহকুমার পুরপরিষদ এলাকায় দুই-দুইটা মহাশ্মশান আছে।এ গুলির বড়ই বেহাল অবস্থা।এই বেহাল অবস্থার প্রতিকারে কেউই এগিয়ে আসে না।কি মহকুমা প্রশাসন,কি পুরপরিষদ কতৃপক্ষ।মনে হচ্ছে সবাই যেন কুম্ভ নিদ্রায় আচ্ছন্ন।কারোরই কোনো হুসনেই। মহাশ্মশান দুইটি যেন মরন ফাঁদে পরিনত হয়ে আছে। উদয়পুর পুর পরিষদ এলাকায় মহাশ্মশান দুইটির একটি ছনবন মহাশ্মশান, অন্যটি পোল্ট্রি রোড মহাশ্মশান।মহাশ্মশান দুইটি গোমতী নদীর পাড়ে জনবহুল এলাকায় অবস্থিত।ছনবন মহাশ্মশানটির এতই নড়বড়ে অবস্থা যে কোনো সময় শ্মশানযাত্রীদের সলিল সমাধি ঘটতে পারে।শ্মশানের চুল্লীর চারধারে পিলার দিয়ে উপরে যে ছাদ দেওয়া হয়েছে তার একটি পিলারের অবস্থা এতই বিপদজনক তা যে কোনে সময় শ্মশানযাত্রীদের মাথায় ভেঙে পড়তে পারে।শ্মশান যাত্রীদের বক্তব্য মহকুমা প্রশাসন এবং উদয়পুর পুর পরিষদের এহেন অবহেলায় যেকোনো সময় বড় ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। চুল্লি গুলি অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরী।মৃতদেহ সৎকার করতে বড়ই অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়।তারচেয়েও বড় সমস্যা জলের।জলের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নেই। শ্মশান গুলি খুবই অপরিচ্ছন্ন।পোল্ট্রি রোড মহাশ্মশানের অবস্থা আরও বিপদজনক।পর্যাপ্ত চুল্লীর অভাব। জলের মহাসংকট। জলের জন্য গোমতি নদীর খাঁড়া পাড় বেয়ে নিচে নামতে হয়।একটি বৈদুতিন মটর পাম্প বসানো হয়েছিল যা জন্মলগ্ন থেকে অচল। চারিদিকে বাউন্ডারি না থাকায় শ্মশানটি গোচারণ ভূমিতে পরিনত হয়ে আছে।পুরবাসীর অনেক দিনের আশা মহাশ্মশান দুইটিতে গ্যাসচুল্লির সাহায্যে মৃতদেহ সৎকার করার ব্যবস্থা করা হবে।ওটিপিসি এর পর্যাপ্ত পরিকাঠামো থাকা সত্বেও বাম আমলে ২৫ বছরেও তা করতে পারেনি।রাম আমলেও সমস্যা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেল।মহকুমা প্রশাসন এবং পুর পরিষদের এহেন উদাসীনতায় পুরবাসী ক্ষুব্দ। যেহেতু মানুষের শেষ ঠিকানা মহাশ্মশান।তাই মানুষের শেষ ঠিকানা মহাশ্মশান দুইটিকে আধুনিক বিজ্ঞানপ্রযুক্তিতে তৈরী করার দাবি করেছেন উদয়পুরের পুর এলাকার জনগন।

শিক্ষার বেসরকারীকরণের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার শিক্ষা ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখায় এআইডিএসও কর্মী সমর্থকরা। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।